ইংরেজ চরিত

বা

জন্‌বুল।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
প্রণীত

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা;

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী মেসিনপ্রেসে
শ্রীবিহারিলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১২৯২ সাল।

মূল্য ||০ মাত্র।

সূচিপত্র।

——

ভূমিকা

ফরাশী-গ্রন্থকার মাক্সওরেল রচিত "John Bull et son ille নামক ফরাশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "ইংরেজ চরিত অথবা জন্‌বুল' বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইল। ইংরেজচরিতেরগূঢ় মর্ম্ম এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

ইংরেজ চরিত

অথবা

জনবুল

স্বর্গেও ইংরেজরাজ্য

জনবুল—তাহার রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তগমন করেন না—পৃথিবীতে তাহার রাজ্যাধিকার—জনবুলের কোন কোন শত্রুর দুর্বৃত্ততা—কি প্রকারে উপনিবেশ স্থাপন সংরক্ষণ ও ধ্বংস হয়।

জনবুলের বিপুল ভূমি-সম্পত্তি। ব্রিটিশদ্বীপপুঞ্জ (ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড)—যাহার নাম জনবুল যুক্তরাজ্য রাখিয়াছে, অর্থাৎ লোকে বুঝুক যে আয়র্ল্যাণ্ড তাহার প্রতি বড় অনুরক্ত, জিবরল্টার দুর্গ—যাহার বলে জন্‌ অতি অপ্রশস্ত প্রণালীও নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে সক্ষম, মণ্টা ও সাইপ্রস-দ্বীপ—যাহা প্রহরীস্বরূপ ভূমধ্যসাগরের ঘাটী রক্ষা করিতেছে, এই সকল জনবুলের সম্পত্তি—যে সম্পত্তির অঙ্গ প্রতি দিন যাদুমন্ত্রে পুষ্ট হইতেছে।

মিসরদেশে আজি কালি তাহার বেশ পড়্‌তা। আপাতত কিছু দিনের জন্য জন স্বীয় তরবারির উপর নির্ভর করিয়

মিসর-সাগরে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। সুয়েজের খাল-খনন কল্পনা করা দূরে থাকুক, তাহা বন্ধ করিবার জন্য, জন আন্দোলনে স্বর্গমর্ত্ত্য কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখ, খালের অংশীদার হইয়া, তাহার প্রতি কেমন লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

লোহিতসাগরের সীমান্তস্থিত এডেননগর হইতে,জন স্বকিরীটের উজ্জ্বলতম মণি ভারতরাজ্যের বিষয় নীরবে চিন্তা করিতে সক্ষম,—যে ভারতরাজ্যের মণিকাঞ্চনাচ্ছাদিত রাজাধিরাজবর্গ, ২৪ কোটি অধিবাসীর অধীশ্বর হইয়াও তাহার বিনামা বক্ষনে নিযুক্ত।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, সায়রালিওন, গ্যাম্বিয়া, গোল্ড কোষ্ট, লেগস, অ্যাসেনশন্ এবং, যেখানে একালের দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জন কর্ত্তৃক শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হয়েন, সেই সেণ্টহেলীনা দ্বীপ, তাহার অধিকারভুক্ত। দক্ষিণউপকূলে, উত্তমাশা অন্তরীপ, নেটাল ও জুলুল্যাণ্ড তাহার, ট্রান্সভেযালও তাহার তত্ত্বাবধারণের অধীন। পূর্ব্বউপকূলে, মরিচ দ্বীপ তাহার অধিকার ভুক্ত।

আমেরিকায় ক্যানেডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বারমুডা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, জ্যামেকা, হণ্ডুরাজের এক অংশ, ট্রিনিডাড দ্বীপ, ব্রিটিশ গায়েনা ফক্‌ল্যাণ্ড ইত্যাদি তাহার অধিকার ভুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে জন, সমস্ত ওশেনিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা। নিউজিল্যাণ্ড যাহা ইংল্যাণ্ডের দ্বিগুণ এবং অষ্ট্রেলিয়া—যাহার পরিসর প্রায় সমগ্র ইউরোপের তুল্য - সমস্ত ইংরেজের দখলে।

জন, অতি সামান্য মাত্র রক্তপাতে এই সকল রাজ্য লাভ করিয়াছে, বলিতে হইবে, এবং অন্যান্য রাজাদের সহিত

তুলনা করিলে, অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যদ্বারা তাহা রক্ষা করিতেছে। সৈন্যদল, সংখ্যায় অল্প ও কতক অংশ সমাজের নীচ শ্রেণীর লোকে পূরিত—তাহা সত্ত্বেও, জনের কোন রাজ্যে যে আপাতত বিন্দুবিসর্গ বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা দেখিতেছি না।

শাস্ত্র বলিতেছে "মনুষ্য যদি আত্মাই হারাইল, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীলাভে তাহার কি ফল?' জনবুলেরও ঠিক সেই ভাবনা, এবং সেই জন্যই ইহলোকে পরিতৃপ্ত না হইয়া, পরলোক লাভের জন্য, স্বর্গরাজ্যটা নিজের নামে ডাকিয়া রাখিয়াছে,—কারণ তাহার চক্ষে ভারত বা অষ্ট্রেলিয়া যেরূপ, স্বর্গ-রাজ্যও সেইরূপ সর্ব্বসম্বাদী ব্রিটিশরাজ্য।

ফরাশী গৌরবের জন্য, জার্ম্মানি ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য, রুষ গৃহকার্য্য হইতে প্রজার চিত্ত প্রত্যাহরণ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু বিবেচক নীতিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী জনবুল বাণিজ্য বিস্তার সসাগরা-ধরার নিয়ম ও শান্তিরক্ষা, এবং মানবজাতির মঙ্গল সাধনের জন্যই সংগ্রামে লিপ্ত হয়। জন যে কোন জাতিকে জয় করে তাহা কেবল সেই জাতির ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে সংগতির জন্য, উদ্দেশ্য যে উচ্চ ও নীতিময় তাহা তোমাকে আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। "তোমার রাজ্য আমাকে দাও, আমি তোমাকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র (বাইবেল) দিতেছি',—জনবুলের কার্য্যপরম্পরা এই নীতিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়কে অপহরণ কে বলিবে?

স্বীয় অভিপ্রায়ের নির্ম্মলতা ও কার্য্যের পবিত্রতা বিষয়ে জনের এত বিশ্বাস যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সৈন্য হত হইলে

তাহা তাহার ভাল লাগে না,—অপরের দোষে সেই দুর্ঘটনা ঘটিল তাহাই প্রমাণের চেষ্টা করে। যুদ্ধের সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইলে, টেলিগ্রাফ স্তম্ভের শিরোদেশে দেখিবে "অমুক যুদ্ধ—শত্রুপক্ষের এতসৈন্য হত এবং ব্রিটিশ পক্ষের এত সৈন্যের মহামারি", অর্থাৎ শত্রুপক্ষের প্রাণ অপেক্ষা ব্রিটিশ-পক্ষের প্রাণ অধিক মূল্যবান। জুলুযুদ্ধের সময় অসভ্য জুলুরা একদিন হঠাৎ ইংরেজ দল আক্রমণ করিয়া কাজ ফরশা করিয়া দিয়া যায়। পর দিবস সমস্ত সংবাদ পত্রে বাহির হইল "ইজাণ্ডলায মহাবিভ্রাট—ব্রিটিশ সৈন্যের মহামারি ব্যাপার—অসভ্য জুলুদের অতি ভয়ানক চাতুরি।" জুলুরা যে তাহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া চাতুরির সহিত বধ করিয়াছে, সে দোষ তাহাদের প্রতি কেহ আরোপ করিতে পারে নাই, তবে তাহাদের বড় দোষ হইয়াছিল যে, ভদ্র-লোকের রীতিঅনুসারে কাড়দ্বারা আপনাদের আগমন বার্ত্তা দিতে ভুলিয়াছিল—কাজে কাজেই তাহারা চাতুরি করিল। প্রতিবিধান জন্য লণ্ডন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, সমূলে জুলু-বংশ ধ্বংস কর। কিন্তু ব্রিটিশ সিংহের এ সকল তর্জ্জন গর্জ্জন কিসের জন্য ?—গরীব বাছাবিদের এই মাত্র দোষ যে, শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে ইংলণ্ডের সুবুদ্ধি প্রবল হইল, জুলু-দের প্রতি পরাজিত শত্রুর ন্যায ব্যবহার করা হইল।

ইংলণ্ড অন্তরে অন্তরে সদাশয—কোন দেশ জয় করিয়া স্পষ্টরূপে বলা আছে "আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" কিন্তু সে যাহাই বল, বিষয়-বুদ্ধিজ্ঞান এমন আর কোন জাতির নাই। কোন দেশ জয় করিয়া জন অগ্রে তাহার সংস্কারে

প্রবৃত্ত হয, তাহাদিগকে স্বাধীনতন্ত্র ও স্বাযত্ত-শাসন দান, তাহাদেব সহিত বাণিজ্য স্থাপন, তাহাদেব ধন বৃদ্ধি করণ, তাহাদেব সহিত সখ্য স্থাপন করিতে বিশেষ যত্ন করে। নতন প্রদেশে গমন কবিযা বাস করিতে ও দেশীবদের সহিত ভ্রাতৃ-ভাব স্থাপন কবিতে, শত সহস্র ইংবেজ সদা প্রস্তুত। ইংল্যাণ্ড যখন স্বীয় উপনিবেশ মণ্ডলীকে স্বাযত্ত শাসন প্রদান করে, তখন কত লোক বলিল এই বার বুঝি ব্রিটিশ বাজ্যের ধ্বংস হয। কিন্তু তাহাদেব আশাব বিপবীত ফল হইল, - ইহা দ্বাবা উপনিবেশেব সহিত মাতৃভূমিব বন্ধন আবও দৃঢতব হইল। ইংল্যাণ্ড, রাজ্য বক্ষা কবিতে যদি কেবল তববাবির উপব নির্ভর কবিত, তাহা হইলে এতদিন তাহা জলবুদ্‌বুদেব ন্যায লয় হইত। কিন্তু বাহুবল ইংরেজেব প্রধান বল নহে। নীতি-বল, যাহা তববাবি-বল হইতে বলবৎতব—সেই **নীতিবল** ইংবেজ বাজ্যকে সংযুক্ত বাখিযাছে।

ইংবেজ ও ফবাশী উপনিবেশ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। উপনিবেশ ফবাশীব পক্ষে যুদ্ধ-বিজ্ঞান-চর্চ্চাব স্থান, ইংবেজেব পক্ষে "জন বুল কোম্পানী" রূপ হউসেব শাখা হউস বা গুদাম মাত্র। লণ্ডনেব অভিপদস্থ অষ্ট্রেলিযা উপনিবেশে গমন কব, তথায বডদিনেব সময় অধিবাসীদিগকে ষ্ট্রবেরী* ফল খাইতে ও খড়েব টুপি মাথায দিতে দেখিবে সত্য, কিন্তু এই প্রভেদ ব্যতীত সকল বিষয়েই মনে হইবে তুমি যেন ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত।

এক সময়ে থিবীর নব-আবিষ্কৃত ভাগের প্রায় সমস্ত অংশ

---

* বড় দিনে, সময় অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গ্রীষ্মকাল সেই জন্য সেই সময়ে তথায় গ্রীষ্মের ফল ষ্ট্রবেরী পাওয়া যা।

স্প্যানিশ জাতিব অধিকারে ছিল; কিন্তু তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, উপনিবেশেব অর্থে আপনাবা ধনী হইব, সেই জন্য তাহারা সমস্ত উপনিবেশ হারাইল। উপনিবেশের শোণিত শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত শোষণ করিতে ইচ্ছা করিলে, এইরূপই হইয়া থাকে। সকল জাতির অদৃষ্টে উপনিবেশ স্থাপন লিখিত নাই।

যদি কখন কোন জাতি উপনিবেশ-কুশল হইযা থাকে, তাহা হইলে ইংরেজ সেই জাতি। তাহাব বিশেষধর্ম্ম, এমন কি তাহার বিশেষ দোষগুলিও তাহাকে উপনিবেশ-কুশল করিয়াছে।

এই জনবুল, যে ব্যক্তি পৃথিবীরূপ বঙ্গভূমে একরূপ প্রধান অংশ অভিনয় কবিতেছে, যাহাকে পৃথিবীব সকল কক্ষিতেই দেখিতে পাইবে—সেই জনবুলকে আমবা গৃহে আলোচনা করিব।

বিলাতী ফুলশয্যা

দখল বড় জিনিষ—ভস্মাচ্ছ দিত ৈব—সুখের ঘর—ন. হোড়-বান্ধা—তরণীর কাণ্ডারী—নূতন রকমের ফুলশয্যা—উভু হ।।

জনবুলের বড় গুণ যেখানে যায় সেই থানেই তাহার ঘরকন্না। বাধার দিকে দৃক্‌পাৎ করা বা নূতন স্থান বলিয়া বিস্মিত হওয়া তাহার কোষ্টিতে লিখে নাই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি তাহার ভ্রাতৃভাব, সসাগরা ধরা তাহাব ঘঁরেরই কথা।

ছুঁচ হয়ে পর গেহে প্রবেশে ইংরাজ
ফাল হয়ে বাহিরিতে নাহি বাসে লাজ।

এক হাত ভূমি দাও আপন উঠানে।

(সে)—চারি হাত করে লবে আপনারি গুণে॥

ফরাসী দেশের মনোহর মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি ইংরেজ সপরিবারে তথায় বাস করিয়াছে। আমার পরিচিত এক ডাক্তার তাঁহার ইংরেজ শিষ্যদের ব্যবহার জন্ম খানিকটা স্থান ছাড়িয়া দেন। সেই জমিটার উপর তাহাদের অনেক হইতে টাক্ ছিল—কারণ জমিটা সহরের কাছে এবং দিব্য ক্রিকেট খেলাইবার উপযুক্ত। উপরিউক্ত ভদ্রতা প্রকাশের কিছু দিন পরে, আমার ডাক্তার-বন্ধু নিম্নলিখিত চিঠি পাইলেন ;— 'ক্রিকেট সভার সভ্যেরা অমুক ডাক্তার মহাশয়কে সম্মান পুরঃসর জানাইতেছেন যে, তাহাদের ক্রিকেট খেলাইবার স্থান হইতে আলু তুলিয়া লইলে তাহারা বড় বাধিত হইবে। কারণ ক্রিকেট-বল প্রায়ই আলুর বনে পড়িয়া হারাইয়া যায়।" দেখ, যাহার জমি তাহাকেই আলু তুলিয়া লইতে নুটিশ দেওয়া হইল।

আইনের চক্ষে অগ্রে অধিকার পশ্চাৎ স্বত্ব, পরদেশ আত্মসাৎ করিয়া রাজ্যবিস্তার করার এইটাই মূলমন্ত্র। জগতের যে কোন অজ-পাড়াগায়ে ইংরেজকে স্থান দাও, অল্প দিন মধ্যেই দেখিবে, এক ক্রিকেট খেলিবার স্থান ও এক খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দির মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইংরেজ অধিকারের সূচ্যগ্র অজ্ঞাতসারে প্রোথিত হইয়াছে। ভারত বিজয়, ধরিতে গেলে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা এই রূপে সংসাধিত হইয়াছে অর্থাৎ লণ্ডনের কতকগুলি ব্যবসায়ী ভারত বিজয় করিয়াছে, এ কথা বলিলেও চলে।

জনবুল দর্পে পরিপূর্ণ,সাহসী,স্থিরবুদ্ধি,ছিনেজোঁক এবং ধূর্ত্তের অগ্রগণ্য। তাহার এমনই দর্প যে, যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব,

সে ব্যাপারে কখন বিফল-মনোরথ হইব, এ কথা তাহার মনে স্থানও পায় না, এমনই সাহস যে, যে কথা সেই কাজ—সফল হইবই হইব, এমনই স্থির-বুদ্ধি যে, বিজয়ের ফলাফল স্থির-মস্তিষ্কে গণনা করিতে সক্ষম, জন অধ্যবসায়ে ছিনেজোঁক, যেটা ধরিবে সেটাতে দশ টাকা লাভ করিবেই করিবে। এই সকল গুণে যে কাজ না হইল তাহার ভার ধূর্ত্ততার স্কন্ধে, জন্ সে টুকু বড়েটেপার গুণে সংসাধিত করে।

বালক কাল হইতেই জনবুলের "হাম্বস্ত জ্ঞান", সন্দেশ নাড়ু খাইবার বয়স হইতেই, জাত্যভিমান মনে উদয় হইয়া, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীরের কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমার মনে পড়ে, পারিসের স্কুলে যখন পড়ি, এক দিন জনকুড়িক স্কুলের ছাত্র কুস্তির আখড়ার কাছে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া, একে একে একটা এড়োকাঠ লঙ্ঘন করিয়া বালির স্তূপে পড়িতেছিল। আমাদের মধ্যে বৎসর দশ বার বয়ঃক্রমের একটী ইংরেজ সন্তান ছিল, সেও তাহার পালা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। বীর বাছারি অন্তর ঙ্গি ব্যায়ামে ভুগিতেছিল বলিয়া, আমরা সকলেই, লাফাইয়া কাজ নাই বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল। বালক উত্তর করিল "তোমরা সকলে লাফাইতেছ, আমি না লাফাইব কেন?" আমাদের কথা না শুনিয়া সে লাফাইল, কিন্তু বাছারিকে আর উঠিতে হইল না। আমরা তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইলাম, এক ঘণ্টা পরেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বালক মৃত্যু শয্যায় বলিয়া গেল "ইংরেজ ফরাসীর ন্যায় লাফ দিতে সক্ষম নহে, একথা যেন কেহ কখন না বলে। বীরের সন্তান বটে।

উপবিউক্ত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বেই, আমবা সকলে,—তাহার মাতা ইংল্যাণ্ড হইতে এক টুকৃবি খাবার পাঠাইয়া দিয়াছিল, সেই খাবার চুলচেরা ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। তাহার "ঘর" হইতে যে সকল সুন্দর সুন্দর খাবাব আসিযাছিল, তাহা খাইতে আমাদেব সকলকেই বাছাবি নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। "ঘর"—এ কথাটী ফরাশী ভাষায় নাই। ফরাশীব Foyer (Hearth) কথা আছে সত্য, কিন্তু সচবাচর ভাষা-কথায় ইহা ব্যবহাব হয় না। ইংল্যাণ্ডে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর লোক,—যাহার অন্তরে সহৃদয়তার লেশমাত্র আছে,—সেও 'ঘব', এই কথায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই প্রভেদের কতকটা কাবণও আছে। প্রতি ইংরেজেরই মাথা গুঁজিবাব এক এক খানি চালা আছে। বিশেষ যে দেশে বাহিবে গিযা দুই চাবি দণ্ড আমোদ প্রমোদ কবা-রূপ সুখে, * বিধিব বিশেষ বিড়ম্বনা—সে দেশেব লোক যে গৃহ মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কবিযা তৎপার্শ্বে সপবিবাবে বসিয়া, পারিবারিক সুখেব আতিশয্য অধিকতব অনুভব কবিবে, তাহার আব আশ্চর্য্য কি?

আকাশেব প্রতিবাসী হইযা, ছ-তোলার পশ্চাৎ দিকের (তাহাও বাস্তাব দিকে নহে) ক্ষুদ্রতম কুটীরৰূপ হিমালয়ে বাস কবিযা, পাবিবাবিক অগ্নি কুণ্ডেব সুখময় ছবি কল্পনা সাহায্যে অনুভব কবিতে চেষ্টা কব, তাহা হইলেই ইংবেজেব গৃহোন্মত্ততা বুঝিতে পাবিবে।

ইংবেজকে গোঁয়াব বল, ছিটগ্রস্ত বল, আর পাগলই বল, কিন্তু মনে রাখিও যে মহৎ ব্রত সাধনের জন্য চলিত বাস্তা ছাডিতে,—মান্ধাতাব আমলের ক্রিয়া চক্র পবিবর্ত্তন করিতে

* ইংল্যাণ্ডে প্রায় বার মাসই উপরে বৃষ্টি নিম্নে কাদা।

দ্বিধাচিত্ত করা উচিত নহে। আল্পস পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করিয়া আসিয়াছি, অথবা উত্তর মেরু অনুসন্ধান করিতে গিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি, কেবল এই কথা বলিয়া আত্ম-গৌরব করিতে পারিব বলিয়া জন বুল সর্ব্বপ্রকার বিপদের মুখে পতিত হইতে প্রস্তুত। বিপদ তাহার আগ্রহ-হুতাশনের ঘৃত। কোন একটা কল্পনা স্থির করিয়া সে কিছুতেই তাহা ত্যাগ করে না। প্রতিদিনের কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বে লিখিয়া জন ইংল্যাণ্ড হইতে বাহির হইল—অমুক দিনে অমুক পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইব স্থির করিল—কথার খেলাপ হইবার যো নাই, সে দিন তথায় উপস্থিত হইতেই হইবে। আমি তোমার কাছে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, উঠিতে উঠিতে পা হড়্‌কাইয়া না পড়িলে, সেই দিন নিশ্চয় তাহাকে তুমি সেই স্থানে দেখিবে। মহারথী উল্‌শ্‌লী বার দিনে মিসর বিজয় করিবেন বলিয়া প্রচার করেন। ১২ দিনের স্থানে ১৫ দিন হইয়াছিল বলিয়া—সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া—জন বুল অসন্তোষ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি ক্যালেব উপকূলে সন্ধ্যা-সমীরণ উপভোগ করিতে বহির্গত হইয়া দেখি প্রবল বাত্যা বহিতেছে, ইংল্যাণ্ড-উপকূলগামী কলের জাহাজ সেই মাত্র ছাড়িয়াছে। এমন সময় দুই জন ইংরেজ যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জাহাজ কোথায়" ? জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহারা বলিল " ডাক এখনও দেখা যাচ্ছে, আমাদের যাইতেই হইবে"।

একজন বলিল, "সে কি মহাশয়, আপনারা কি ঠাট্টা করিতেছেন ? জাহাজ কতদূর চলিয়া গিয়াছে। যুবকদ্বয় জিজ্ঞাসা

কহিল 'ভাবসি দ্বীপ যাইবার জন্য পালের বোট পাওয়া যায় না?'
একজন মাজি তথায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল "আমার একখানা বোট আছে কিন্তু আজি যে রূপ তুফান তাহাতে আমি দ্বিগুণ ভাড়ার কমে যাইব না।' যুবকদ্বয় বলিল "ভাড়ার কোন চিন্তা নাই, এখন শীঘ্র বোট প্রস্তুত কর।" তাহাদের নিকটে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সেই তুফানে সমুদ্রযাত্রার কথা শুনিয়া বলিল 'মহাশয় এমন তুফানে বোটে যাইবেন না, বোট সহজে ডুবিয়া যাইতে পারে। ইংরেজ যুবকদ্বয় তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল 'তাহাতে তোমাদের কি আসিয়া যাইবে?'

যুবকদ্বয়ের মধ্যে যেটি ছোট তাহার বয়ঃক্রম আন্দাজ বিংশতি বৎসর হইবে। বিপদের কথা শুনিয়া ভয় হওয়া দূরে থাকুক বরং উৎসাহে তাহার দ্বিগুণ আনন্দ হইল। তাহাদের সহিত বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া পার্শ্বস্থিত দর্শকবৃন্দ তুষ্টিম্ভাব অবলম্বন করিল। মাজি তাহাদিগকে চাপাইয়া পাল তুলিয়া বোট ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গের উপর উপস্থিত হইল। দর্শকবৃন্দ কূলে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল যে বোটখানি একবার উত্তাল তরঙ্গের শিখরে উঠিতেছে, আবার নিমেষ মধ্যেই তাহার কন্দরে পড়িয়া অন্তর্ধান হইতেছে। তরঙ্গের কন্দর হইতে শিখরে উঠিবার সময় তাহারা কণিষ্ঠ যুবককে বোটের হাল ধরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইতে লাগিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া অপনা আপনি মধ্যে বলিতে লাগিল "ইংরেজরা যথার্থই বাতুল, তাহা না হইলে ঐ তরুণ বয়স্ক বালক এই তুফানে নিজে নৌকার হাল ধরে।।"

সকল ভদ্র ইংরেজই দাঁড় টানিতে, গাড়ী হাঁকাইতে ও অবলীলা ক্রমে ঘোড়া চাপিতে পারে। বালক কাল হইতেই শারিরীক পরিশ্রম করা তাহাদের অভ্যাস। এক শত ক্রোশ হাঁটিয়া, বা অক্সফোর্ড হইতে বোটে করিয়া লণ্ডন পর্য্যন্ত* নিজে দাঁড় টানিয়া যাওয়া, তাহাদের পক্ষে কিছুই নহে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় অমুক লোক লণ্ডন হইতে এডিনবরা (যেমন কলিকাতা হইতে কাশী) সখ্ করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে বাহির হইবার সময় ইংরেজ ভ্রমণকারীর অধিক কাপড় চোপড় বা জিনিষ পত্র আবশ্যক করে না। একটা ব্যাগে জোড়া দুই মোজা, একটা ফ্লানেলের জামা ও গোটা কতক গলাবন্ধ ফেলিয়া, শর্ম্মা একগাছা ছড়ি হস্তে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। একবার একজন ইংরেজ সখ্ করিয়া ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কটল্যাণ্ডের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইবেন স্থির করেন। পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন অর্দ্ধেকটা আন্দাজ রাস্তা রেলের গাড়ীতে যাইয়া তবে হাঁটিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহার বন্ধুরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, "ছি ভাই, রেলপথে যাওয়া কি? যদি হাঁটিয়া যাইবার সখ্ হইয়াছে তবে খানিকটা দূর রেলে যাওয়া কেন? যদি রেলেই একবার চাপিলে তাহা হইলে হাঁটিয়া যাইবার গৌরব কোথায় রহিল?' তিনি অবশেষে গৌরবের খাতিরে বন্ধুদের কথাই রাখিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্ব বৎসর নরওয়ে দেশে পাঁচশত ক্রোশ হাঁটিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ জাতিটি এই রূপ বুঝিবে।

---

* নদী দিয়া যাইতে ৩০ ক্রোশেরকম নহে।

ইংরেজ বেড়ান অভ্যাসটি অধিক বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাখিয়া দেয়। সহরের বাহিরে যে খানে যাও সেই খানেই দেখিবে বৃদ্ধেরা প্রতিদিন দুই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া আসিতেছে। যখন দেখিলে তাহারা বেড়াইতে অক্ষম হইয়া শয্যাগত হইল, তখন বুঝিবে তাহাদের মৃত্যুর বিলম্ব নাই। ফরাশীদেশে বৃদ্ধেরা বাতে পঙ্গু, তাহারা ভোজন করিতে বসিয়াই অর্দ্ধেক সময় কাটাইয়া দেয়। ভোজনের পর বাটীর কোন পুরাতন ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া সাধারণ বিচরণ ভূমিতে একবার বেড়াইতে বাহির হয়। ফরাশীদেশে লোকে ৬০ বৎসরেই বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অলসতায় জীবন অতিবাহিত করিয়া তাহারা যৌবনেই জরাগ্রস্ত হয়। অধিক দিন বাঁচিতে হইলে তাহারা শেষ দশায় নিজে কষ্ট পায় ও অপরকে কষ্ট দেয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এরূপ নহে, তথায় বৃদ্ধেরা মরিবার সময়ও সজোর থাকে। আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর, কিন্তু তিনি এখনও প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই স্নান করেন এবং দেড়ক্রোশ কি দুই ক্রোশ না হাঁটিয়া জলগ্রহণ করেন না। তিনি এত বয়সেও সদাহর্ষ ও সদা সুখী। ভোজনের পর তাঁহাকে ধরিলে তিনি অনায়াসে তোমাকে হয়ত একটা গানই শুনাইয়া দিলেন। তাঁহার মরিবার কোন আশঙ্কা নাই। আগামী বৎসর বাগানে কি বীজ বুনিতে হইবে তিনি এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখেন।

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নবীন অধ্যাপক প্রতি বৎসর এক মাস ধরিয়া নৌকা করিয়া জলপথে ভ্রমণ করেন, সস্ত্রীক নদীর ধার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া নৌকা ভাড়া করেন এবং সহধর্ম্মিণীকে কাণ্ডারী করিয়া তরণী ভাসাইয়া দেন।

রাত্রিকালে নদীতটস্থ পান্থনিবাসে যোগেযাগে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে নৌকায় আহারীয় দ্রব্য তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দেন। তাঁহারা এইরূপ প্রকারে ইউরোপের প্রধান প্রধান হ্রদ ও নদীতে বেড়াইয়াছেন।

কেহ কেহ এক রাজার দেশ হইতে আর এক রাজার দেশ বেগপদী (velocipede) যানে গমন করিতেছে। কোন কোন নবপরিণিত দম্পতি যুগ্ম-ত্রি-চক্র যানে চাপিয়া ফুল-শয্যা ভোগ করিতে বাহির হইতেছে। তাহারা ত্রি-চক্র যানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে, গ্রামের লোক তাহাদিগকে দেখিয়া কোন কথাই বলেনা, ইংল্যাণ্ডের লোক নতন ব্যবহার দেখিয়া হঠাৎ চমৎকৃত হয না। এই যুগ্ম-ত্রি-চক্র যানের নাম বড সার্থক, ইহা ফুলশয্যা কাটাইবার বিশেষ উপ-যোগী। বসিবার স্থান দুইটি খব কাছে কাছে, অনায়াসেই করে কড পীডন করিতে পারে, হৃদয়ে হৃদয় মিশিতে পারে, ও অধরে অধর মিলিতে পারে। কোন উচ্চভূমির উপরে উঠিয়া পা ছাড়িয়া দাও ত্রি-চক্র যান আপনা আপনি গড়াইয়া পবন বেগে নিচে নামিয়া আসিবে উচ্চ ভূমির নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া তোমার যে বলাধান হইল তুমি সেই বলে আবার উচ্চ ভূমিতে উঠিতে পারিবে। ত্রি-চক্র যানে ফুল শয্যা ভোগ করিতে গমন করার নানা বিধ সুখ আছে, মধ্যে মধ্যে যান হইতে নামিয়া বন উপবনে বিশ্রাম করা, নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিচরণ করা, পরস্পরকে হারাইয়া ভয় চকিত হওয়া, আবার পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া পুলকিত হওয়া, ইহার সকল গুলিতেই সুখ আছে সত্য কিন্ত আমার চক্ষে নিচে হইতে উপরে উঠা, ফুল শয্যার এই অংশটি অধিক

প্রীতিকর। সহধর্ম্মিনীর স্কন্ধে যখন সংসারের ভার পড়িবে, সাংসারিক কার্য্যে যখন তিনি সকল ভুলিবেন, তখনও সেই যুগ্ম-ত্রিচক্র যানে ফুলশয্যা যাত্রার সুখ-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, বিশেষ করিয়া [illegible] হাটা অংশটুকু।

নূতন ধরণের আসন।

জনবুল ও জনবুলের শিরাশোভন হ্যাট—অমুনি[illegible] বাব্যাস নামক অশ্বযান—নিজের চক্রায় তৈল প্রদান কর—প্রতিযোগীতার দ্বার সকলের পক্ষেই অবারিত—বক্তীর জয়—জনবুল ও জনবুলের দুর্গ—তৈল সাহায্যে খাদিত পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি।

ব্যক্তি বিশেষ বা কার্য্য বিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য শিরশোভন হ্যাট উত্তোলন পদ্ধতি ইউরোপে প্রচলিত। কিন্তু জনবুল যেমন তেমন লোক বা যেমন তেমন কার্য্যের উদ্দেশে হ্যাট উত্তোলন করে না। অতি ফ্যাশনপ্রমুখ দোকানে, বা ক্লবে (সভায়), এমন কি পার্লামেন্ট রূপ মহাসভাতেও জন মস্তকের হ্যাট উত্তোলন করে না। কোন ইংরেজ প্রভু তাহার কোন ফরাশী কর্ম্মচারীকে দেখিয়া হ্যাট খুলিত না বলিয়া সেই ফরাশী কর্ম্মচারীকে আমি কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। হ্যাট উত্তোলন বিষয়ে ফরাশীদের বিশেষ দৃষ্টি।

কাজের সময় ইংরেজের মুখ খাতির বা চক্ষুলজ্জা নাই, কাজের কথায় তাহার বোল কাটা কাটা, যেন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা,

উত্তপের লেশ মাত্র নাই," এমন কি তোমার আমার নিকট নিতান্ত কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। চিঠির পাঠ লিখিতে জন বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিয়া সময় নষ্ট করে না, নাম দস্তখত করিবার সময় "আপনার বশম্বদ" (Yours truly) লিখিয়াই লেখনি বন্ধ করে, কিন্তু ফরাশী ঠিক তার বিপরীত প্রথা অবলম্বন করে। মনে কর কোন ফরাশী দেনাদার পাওনাদারকে চেক্ কাটিয়া টাকা পাঠাইতেছেন, নাম সহি করিবার সময় তাঁহাকে লিখিতে হইবে "আপনার অবনত ও অনুগত ভৃত্যের বিনীত নিবেদন যে, মৎপ্রদত্ত সম্মান গ্রহণ পূর্ব্বক আমার দস্তখৎ গ্রাহ্য করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করুন।" বৃথা এত বাক্যাডম্বর কেন? আমি ইংরেজের প্রথা প্রশংসা করি।

গাড়ীতে চাপিয়া তোমার পার্শ্ববর্ত্তী সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা কর "মহাশয় এ গাড়ীটা কি অমুক স্থানে যাইবে?" উত্তরে "হাঁ" অথবা "না" এই দুইটির একটি পদ শুনিবে, তাহা ব্যতিত একটি বর্ণ বেশী নহে। কোন ব্যস কপ অশ্বযানে বা কলের গাড়ীর কামরায় উঠিয়া পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, জন্ সকলের প্রতি গুপ্তভাবে দেখিতে থাকে, যেন সকলের প্রতিই তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টি দেখিলেই মনে হয সে যেন বলিতেছে "এ কি যন্ত্রনা, তোরা বাপু কি চলিয়া বাটি যাইতে পারিস্ না? তাহা হইলে আমি কেমন স্বচ্ছন্দে একলা এক গাড়ীতে যাইতাম।" কিন্তু তাহার হইয়া একটা কথা বলা উচিত। চারি ধারে যে রূপ বিজ্ঞাপনের ছটা, "সাবধান, যেন গাঁটকাটার হস্তে পড়িও না, স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীরই গাঁটকাটা আছে", ইহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের না পৌরুষ নির্ব্বাণ হইয়া যায়!

কি ভরসায় লোক সহযাত্রীর সহিত আলাপ করিতে বা রসিকতা করিতে অগ্রসর হয়।

লণ্ডনের অম্নিবাস বা বাস নামক অশ্বযানে দুই পার্শ্বে ছয় জন করিয়া বার জনের বসিবার স্থান আছে। কিন্তু বারটি স্থান পৃথক্ করিয়া দেওয়া নাই। মনে কর তুমি কোন ব্যসে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দুই পার্শে পাচ জন করিয়া দশ জন লোক সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। তুমি তখন কি করিবে বল দেখি? মনে করিও না যে তাহারা সরিয়া যাইয়া তোমার জন্য স্থান করিয়া দিবে। তোমাকে নিজে স্থান করিয়া লইতে হইবে। চালাকি করিয়া নিমেষ মধ্যে স্থির করিয়া লও কোন্ উরু-যুগল সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল অর্থাৎ তাকিয়ার ন্যায়, এবং সজোরে তাহার উপর বসিয়া পড়। বাছিয়া লইতে পারিলে এমন আসন আর নাই। তজ্জন্য কেহ তোমাকে অভদ্র মনে করিবে না বা গালি দিবে না।

কোন স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিতেছে, তুমি যদি অগ্রসর হইয়া তাহার জন্য গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি ভদ্র মহিলার নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবে। কিন্তু ভদ্র মহিলা না হইলে ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক তিনি মুখে না বলুন ভাবে প্রকাশ করিয়া যাইবেন "তুমি নিজের চর্‌খার তৈল প্রদান কর।"

ঘরে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে ইংরেজের মন্ত্র "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।" ফরাসীদেশে অম্নিব্যসে চাপিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে টিকিট কিনিতে হয় এবং যে অগ্রে টিকিট ক্রয় করে সে অগ্রে স্থান পায়, সকলের স্থান না হইলে যাহারা শেষে টিকিট ক্রয় করে তাহারা পড়িয়া থাকে। বিলাতে যে আগে উঠিতে,

পারিল সেই স্থান পাইল, "যাহার জোর তাহারই মুলুক," টিকিট ক্রয় করিয়া অগ্রে স্থান পাইবার স্বত্ব কিনিতে হয় না। প্রতিযোগীতার দ্বার সকলের জন্যই অনাবৃত, যাহার শক্তি আছে সেই প্রবেশ করিতে পারে। "বলীর জয়", ইহাই সমগ্র ইংরেজের জাতীয় বোল।

গৃহের বাহিরে জন লোকের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসে না। সে নিকটবর্ত্তী পার্শ্বের লোকের সহিত বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে না এবং ইচ্ছা করে না যে পার্শ্বের লোক নির্জ্জনতার পথে কণ্টক হয়। তুমি যদি কোন ইংরেজ সহযাত্রীকে বল যে তোমার কাপড়ে চুরেটের ছাই পড়িয়াছে, সে হয়ত উত্তর করিবে "তোমার পকেটে দেসালায়ের বাক্‌স জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি দশ মিনিট হইতে দেখিতেছি, তোমাকে বিরক্ত করি নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কেন বিরক্ত কর।"

জন বুল নিজ গৃহের একেশ্বর, গৃহ তাহার দুর্গ, তুমি যদি কাহারও চিঠিপত্র বা সুপারিস না লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ কর, তাহা হইলে সে তোমাকে অভ্যর্থনা করিবে না, তোমাকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু সুপারিস বা পরিচয়-লিপি লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে দেখিবে জনের সে মূর্ত্তী আর নাই, জন্ তখন অতিথি-সৎকার-তৎপর ও খুব মিষ্টভাষী, তুমি তাহার পরিবার মধ্যে তখন সহজে স্থান পাইবে।

ইংরেজ পরস্পরের উপর যে রূপ বিশ্বাস করিয়া কাজ করে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তুমি কোন পদের জন্য প্রার্থী হইলে তোমাকে দরখাস্তের সহিত আসল সার্টফিকিট দাখিল করিতে হইবে না, তাহার নকল দিলেই যথেষ্ট হইবে।

তুমি বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়া নিজের বয়ঃক্রম, এই প্রথম বিবাহ না পূর্ব্বে আরও বিবাহ হইয়াছিল ইত্যাকার বর্ণনা পাঠাইলে তোমার কথায় কেহ অবিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ফরাশীর সকল বিষয়েই আড়ম্বর বেশী, কথায় কথায় তোমাকে দলিল দেখাইতে হইবে, কথায় কথায় তোমাকে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

যে দেশে সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, সকলেরই এক একটা লক্ষ্য বিষয় আছে, সে দেশে সকলকেই একটু ঠেল সহিতে হয়। কি ইংরেজ কি ফরাশী যে লোক একটু ঠেল সহিতে পারিল সে বিষয়কার্য্যে সফল মনোরথ হইবেই হইবে।

মেয়ে গাড়ীর বিপদ।

রেলপথ—মেয়ে গাড়ীর বিপদ—বাষ্পীয় কলের কাজ—পোষ্টাফিস—নিজ সহর—বারোয়ারি।

একা লণ্ডন নগরে পাঁচশত আটষট্টীটী রেলওয়ে ষ্টেশন। "ক্ল্যাপহ্যাম যংকশন' নামক ষ্টেশনে অনেকগুলি রেলপথ নানাদিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রতিদিন ১৩ শত ৭৪ খানি গাড়ী এই একটীষ্টেশন দিয়া যাতায়াত করে। এই সংখ্যার মধ্যে মালগাড়ী ধরা হইল না, কেবল "প্যাসেঞ্জার বা লোকের গাড়ী ধরা হইল মাত্র। "মেট্রোপলিটান কোম্পানি" নামক এক রেলওয়ে কোম্পানি আছে, তাহার বার্ষিক বিবরণ দর্শনে জানা যায় যে, ১৮৮১ সালে ১১ কোটী লোক তাহাদের রেলপথ দিয়া

যাতায়াত করে। বিলাতে রেলপথের কি রূপ বিস্তার হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়। পূর্ব্বে দেশ পর্য্যটনে যে আমোদ ছিল কলের গাড়ী হইয়া সে সকল গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি আমরা অধিক আরাম ও আয়াস পাই নাই?

বিলাতের কোন ষ্টেশনে গিয়া সঙ্গে যে সকল মাল যাইবে তাহা ওজন দিতে যাইলে লোকে হাসিয়া উঠে। এখানে সে সকল ব্যাপার নাই, পেট্‌বা বাক্‌সের উপর নিজের নাম লিখিয়া কোন্ ষ্টেশনে তুমি যাইতেছ সেই ঠিকানার একখানা টিকিট মারিয়া ছাড়িয়া দাও, তুমি গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে দেখিবে তোমার মাল তথায় হাজির হইয়াছে। গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে কেবল একটা বিষয় দেখা উচিত যে, তোমার মাল উপযুক্ত গাড়ীতে তোলা হইল কি না? এই রূপ বন্দোবস্তে আমি কখন কোন গোল হইতে বা কাহাকেও কখন জিনিষ হারাইতে দেখি নাই। কিন্তু ফরাসী দেশে সঙ্গে করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া যাইতে হইলে ওজন দেওয়া টিকিট লওয়া প্রভৃতি নানা বিভ্রাট, যেন রেলওয়ে কোম্পানির কতকগুলা লোককে কাজ দিবার জন্যই ফরাসীদেশে এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

রেলপথে দুর্ঘনার সংখ্যা অতি কম, এরূপ কম যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রেলপথের যে রূপ বিস্তার, মাকড়শার জালের ন্যায় রেল-পথ যে রূপ দেশকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা দুর্ঘটনা ঘটিবারই সম্ভব, কিন্তু তাহাতেও যে দুর্ঘটনা হয় না ইহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া রেলপথে ভ্রমণ যে একেবারে বিপদ শূন্য তাহা মনে করিও না। যদি স্বীয় মান ও গৌরবের প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে কখনও এক কামরায় কেবল মাত্র একটি অপরিচিত স্ত্রীলোক সহযাত্রী

লইযা পথ চলিও না , তাহার নযনযুগল, তাহাব বঙ্কিম দৃষ্টি হাজার হৃদয়োম্মাদকাবী হইলেও, সে কামরা ত্যাগ কবিযা প্রাণ লইয়া স্বতন্ত্র একটা কামরায় পলায়ন কব। বিলাতে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে যাহারা কুলবালাব ভেক ধাবণ কবিয়া নির্ব্বোধ পুরুষেব নিকট হইতে যথেচ্ছাক্রমে দক্ষিণা সংগ্রহ কবে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি—

আমাব পবিচিত কোন উচ্চ পদস্থ ফরাশী একদিন গাডীতে যাইতেছিল, সে গাডীতে একটি স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহ ছিলনা, দেখিতে সেই স্ত্রীলোকটি সর্ব্বপ্রকারে কুলস্ত্রী বলিযা বোধ হয। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পবে সহসা তাহাদের চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, অমনি সেই মহিলাব অধরে মুচ্‌কি হাসি দেখা দিল। সেই তীব্র হাসিব আবেগ বাবণ কবে কাহাব সাধ্য। সেই মনপ্রাণপাগলকাবী নযনযুগলেব আকর্ষণ সহ্য কবে তাহাই বা কাহাব সাধ্য। আমার পরিচিত পুরুষ তাহার হাসিতে হাসি মিশাইলেন, আব অধিক দূব গডাইল না। কিন্তু ইহার জন্যই তাঁহাকে দক্ষিণান্ত কবিতে হইল।

চিত্তবিনোদিনী বিলাসিনী জিজ্ঞাসা কবিলেন "আপনি বলিতে পারেন অমুক ষ্টেশন এখান হইতে কত দূব?

বন্ধু উত্তব কবিলেন "অধিক দূব নহে, আমরা পাঁচ মিনিট মধ্যে তথায় পৌঁছিব।"

বিলাসিনী উত্তর কবিলেন "আচ্ছা মহাশয, যদ্যপি আপনি এই মুহুর্ত্তে দুইশত টাকা আমাকে না দেন তাহা হইলে আমাকে অপমান কবা অপরাধে আপনাকে পুলিশের জেম্মা কবিয়া দিব।"

বন্ধু সুবোধের ন্যায় তৎক্ষণাৎ দুইশত টাকা পুঁটিমাছের মত

শুনিয়া বিলাসিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি যে বুদ্ধির কাজ করিলেন তাহা আর বলিতে হইবে না। এপ্রকার ঘটনা বিলাতে প্রায়ই ঘটিতেছে।

আমার আর এক বন্ধু তামাকের গন্ধ মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না, অথচ চিরকালই গাড়ীতে যাইবার সময় তাম্রকূট-পায়ীদের * সহিত একত্রে যাইতেন, তাঁহার ভয় পাছে অন্য গাড়ীতে উঠিলে কখন কোন স্ত্রীলোকের সহিত একা এক গাড়ীতে পড়েন। এক দিন তিনি তাম্রকূটপায়ীদের গাড়ীতে উঠিয়া সেই মাত্র বসিয়াছেন এমন সময় একটী মহিলা সেই কামরার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর বলিলেন "মেম, ইহা তাম্রকূট পায়ীদের গাড়ী"। তিনি ভ্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, সে মহিলা শিকার অন্বেষণে বাহির হইযাছে।

মহিলাটি তাঁহার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন' আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

বন্ধু প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আপনার আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার আছে।' স্ত্রীলোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'জানোয়ার', বলিবে তাহা জানিয়াও তিনি গাড়ীর দ্বারবন্ধ করিয়া ধরিয়া রহিলেন, কোন রকমে দ্বার খুলিলেন না। মান ত বাঁচিল, আর যাহা হউক।

গাড়ীতে যাইবার ইহাই এক মাত্র আশঙ্কা নহে। দেখিবে মধ্যে মধ্যে পলিতকেশা গলিতদশনা কোন রূপসী

---

* বিলাতে পুরুষযাত্রীরা গাড়ীর মধ্যে তাম্রকূট সেবন করেন, স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে উঠিলে তাঁহাদের বড় কষ্ট হয়, সেই জন্য তাম্রকূট পায়ীদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে, সেই সকল গাড়ীর উপর লেখা "তাম্রকূট পায়ীদের জন্য.

তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কথা নাই, বাত্রা নাই, ভোল নাই, ভূমিকা নাই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় তোমাকে হটাৎ বলিয়া বসিবে "মহাশয় স্রষ্টিকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনি প্রস্তুত আছেন কি?" ইনি কে জান? ধর্ম্ম-প্রচারক। যেখানেই যান স্থান কাল ভেদ না করিয়া, পাত্রা-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, ইনি ধর্ম্ম প্রচার করিবেনই করি-বেন। খুব সাবধানে রাস্তাঘাট চলিবে, কারণ তিনি একবার পাইয়া বসিলে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। হাজার বল হাজার কহ পাইয়া বসিলে তিনি ছাড়িবার নহেন; তিনি বরং আরও পাইয়া বসেন। তিনি বিবেচনা করেন তোমার পাপ যতদূর ঘোরতর তোমাকে সৎপথে আনিতে পারিলে তাঁহার তত অধিক পূণ্য। পূর্ণ মাত্রায় গাড়ী না চলা পর্য্যন্ত তিনি তুণ-তূনীর হইতে বাক্যবাণ বাহির করেন না, কিন্তু যেমনি গাড়ী বেগে চলিতে আরম্ভ করিল তিনি অমনি তোমাকে ধরিয়া বসি-লেন। তাঁহার হস্ত হইতে 'এড়াইবার' চেষ্টা বৃথা। হয় তিনি যাহা কিছু বলেন কান পাতিয়া শ্রবণ কর অথবা যদি পার পাথুরে-কোলা করিয়া তাঁহাকে গবাক্ষ দ্বার দিয়া ফেলিয়া দাও। এই দুইটি ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। শেষোক্ত উপায়টি অবলম্বন করিতে যদি তোমার "মর‍্যাল করেজ" না হয়, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়, কারণ সে উপায়ে তিনি সটান স্বর্গে উঠিতে পারিতেন। নানা কথার মধ্যে একটি তাঁহার বিশেষ প্রিয়। "মহাশয়, পদে পদে যে রূপ বিপদ তাহাতে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সদাসর্ব্বদা আমাদের প্রস্তুত থাকা কি উচিত নহে?" তাঁহারা এই রূপ প্রকারে লোকের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া থাকেন। একদিন এইরূপ একজন ধর্ম্মধ্বজী আমাকে

পাইয়া বসিবার উপক্রম করে, অনেক ভাবিয়া একটা উপায় স্থির করিলাম। আমি ইংবেজী জানিনা বলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "আপনি ইংরেজী জানেন না, কি অনুতাপের বিষয়।" আমিত পরিত্রাণ পাইলাম। যদি তোমরা কেহ কখন তাঁহাদের হস্তে পতিত হও তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিতে বলি। ইহা অপেক্ষা ভাল অথচ আইন সঙ্গত উপায় আর দেখি না।

ফরাসীদেশে গাডী না আসা পর্য্যন্ত যাত্রীদিগকে ষ্টেশ-নেব ঘবে কযেদীব ন্যায বন্ধ করিযা বাখে, যাত্রীদেব বন্ধু বান্ধবকে ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে দেয়না, কিন্তু বিলাতে সে রূপ প্রথা নাই। তুমি ষ্টেশনের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বেড়াইয়া বেড়াও, গাডী যখন ষ্টেশন ছাডিয়া চলিল তখন পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবেব সহিত কবপীডন কর, কেহ প্রতিবন্ধক হইবে না। ফবাসীদেশে একটা সামান্য ষ্টেশনে যত কর্ম্মচারী বিলাতে একটা বড় ষ্টেশনে তত নহে। ইংবেজ বালকের ন্যায় পরচালিত হইতে ভাল বাসে না, নিজে নিজেই সব করিয়া লয়। একজন ইংবেজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যাইতে—বিলাত হইতে অষ্ট্রেলিযা যাইতে—যত না আডম্বর করিযা থাকে, একজন ফবাসী পারিস নগর হইতে পাঁচ ক্রোশ বাহিবে যাইতে তদপেক্ষা অধিক আডম্বব কবে। ফবাসী ডাক্তার একজন ফরাসী বোগীকে বায়ু পবিবর্ত্তনেব জন্য যেমন দুই চারি ক্রোশ দূরে যাইতে বলেন, একজন ইংরেজ ডাক্তার সেই রূপ একজন ইংরেজ রোগীকে বায়ু পরি-বর্ত্তনের জন্য অনায়াসেই অষ্ট্রেলিযা যাইতে পরামর্শ দিয়া

থাকেন। নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইতে একজন ফরাসীর যত কষ্ট হয়, হাজার হাজার ক্রোশ দূরে যাইতেও ইংরেজের তাহা হয় না। অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সময় ইংরেজের হয় ত মনে হইবে ফিরিয়া আসিবার সময় পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিব, না বরাবর সোজা ফিরিয়া আসিব? এক জন ফরাসীসের হয় ত পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়াই ফিরিয়া আসিবার সময় একটু ঘুরিয়া আসিতে মহা কষ্ট হইবে। ইংরেজ জাহাজের টিকিট লইয়া নিজের কামরায় বসিলেন যেন তিনি জাহাজের সর্ব্বেসর্ব্বা, কিন্তু একজন ফরাসীর সেই অবস্থায় মন-কেমন করিবে তিন দিন ধরিয়া।

আমি একবার গাড়ী করিয়া পারিস হইতে বুর্লোঁ নগরে যাইতেছিলাম। আমি যে কামরায় ছিলাম সেই কামরার কোণে একজন ইংরেজ নাক ডাকাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে পর একজন কর্ম্মচারী সসম্ভ্রমে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কোথায় যাইতেছেন। তিনি মহা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "তুমি কেন আমার নিদ্রা ভাঙ্গাইলে?"

কর্ম্মচারী বলিল "আমি মনে করিয়াছিলাম আপনাকে জাগাইবার দরুণ আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিবেন, আমি আপনাকে উঠাইয়া না দিলে আপনি হয়ত কোন্ ষ্টেশন যাইতে কোন্ ষ্টেশনে যাইতেন।"

ইংরেজযাত্রী বলিলেন "আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি একটু নিদ্রা যাইব। আমি পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি, আমার ঘুমাইবার অধিকার আছে।"

কর্ম্মচারী বলিল "অবশ্য আপনার সে অধিকার আছে, কিন্তু আমি না উঠাইয়া দিলে——————"

যাত্রী বলিলেন, "আবার বলিতেছি আমাকে বিরক্ত করিও না?"

গাড়ী ছাড়িয়া চলিল, ক্রমে আর এক ষ্টেশনে আবার গাড়ী থামিল (যাত্রী লোকের জন্য নহে কেবল জল লইবার জন্য), আমার সহযাত্রী ইংরেজ গাড়ী হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন।

কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী বলিল 'মহাশয় নামিবেন না, এখানে গাড়ী থামে না।

ইংরেজ যাত্রী বলিলেন "বাহা! আমি দেখিতে পাইতেছি গাড়ী থামিয়াছে, তুমি বলিতেছ গাড়ী থামে না। আমি এখানে একবার নামিব।'

কর্ম্মচারী বলিল 'তাহা হইলে মহাশয় আপনি এখানে পড়িয়া থাকিবেন', ইংরেজ যাত্রী উত্তর করিলেন "তাহাতে তোমার কি? তুমি নিজের কাজ দেখ। নামিয়া যাইবার আমার আবশ্যক আছে। তুমি ত আমার চাকর? তোমার এত কথা কেন?"

তিনি ইহা বলিয়াই নামিয়া গেলেন, আর ত উঠিতে দেখিলাম না। গাড়ী যখন প্যারিসে আসিয়া থামিল আমি নামিয়াই দেখি সেই ইংরেজ বাবাজী স্বচ্ছন্দে ষ্টেশনে বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন?"

তিনি উত্তর দিলেন "কেন? আমি গার্ডের গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিয়াছিলাম?'

আর এক দিনের কথা বলি শুন। চ্যারিংক্রস নামক লণ্ডনের এক প্রধান ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়িয়াছে এমন সময় এক দ্বাদশ

বৎসর বয়স্ক সবল বালক গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত হইল। দুইজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহাকে গাড়ীতে না উঠিতে দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে টানাটানি করিতে লাগিল। বালক দুই জনকে এক একটা কনুয়ের গুঁতা দিয়া গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিল এবং গবাক্ষদ্বার দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল 'সময় পাইলাম না বলিয়া তোমাদিগকে উত্তম মধ্যম দিয়া যাইতে পারিলাম না কিন্তু সাবধান আর কখন আমার সহিত লাগিতে আসিও না ?''

ইংল্যাণ্ডে গাড়ী খুব দ্রুতগতি এবং গাড়ীর কামরা বেশ পরিপাটী। ইহার একমাত্র কারণ প্রতিযোগীতা। মনে কর লণ্ডন হইতে ম্যানচেষ্টার নগর যাইবার পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পথ, যে পথে অধিক সুবিধা তুমি সেই পথেই যাইবে, যে কোম্পানির লোক তোমার অধিক তোষামোদ করিবে তুমি তাহাদের গাড়ীতেই উঠিবে। কাজে কাজেই গাড়ার বন্দোবস্ত ভাল হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চিও গদী মোড়া, ডাক গাড়ীতেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী স্থান পায়। ফরাসী দেশে ডাক গাড়ীতে কেবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী যাইতে পায়, তথা-কার দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বিলাতের তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

সকল বিষয়েই প্রায় বিলাতবাসী বাহ্য আড়ম্বর বিদ্বেষী। জলখাবার সময় উপস্থিত হইল, বিলাতবাসী জল খাবার দোকানে গমন করিয়া নিজের ইচ্ছামত খাবার তুলিয়া লইয়া জলযোগ করিল এবং পয়সা হিসাব করিয়া দিয়া চলিয়া আসিল। আফিসের লোক সদাই কাজে ব্যস্ত, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জলযোগ সমাপন করিল ও নিজের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে মুখ মুছিয়া চলিয়া

গেল। শত শত লোক এক সময়ে জলপান করিতেছে, তথাপি টুঁ শব্দটি নাই। গোল করিবার সময় কোথায়? ফরাসী ঠিক ইহার বিপরিত, তাহাকে বসিবার স্থান দিতে হইবে, মুখ মুছিবার রুমাল যোগাইতে হইবে, জল খাবারের ফর্দ্দ দিতে হইবে, তবে তিনি গাল গল্প করিতে করিতে থিতিয়া জিরিয়া জলযোগ করিবেন।

কোন বিলাতী আফিসে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিবে সম্মুখে লেখা "কাজের কথা ভিন্ন অন্য কথা বলা নিষেধ'। এখন আর বাজে কথায় সময় কাটাইবার কাল নাই, কলের জাহাজ, রেলের গাড়ী ও তারের খবরের সৃষ্টি হইয়া কাজ করিবারই সময় হইয়া উঠে না। লণ্ডন নগরের যে অংশে আফিস, হৌস, ব্যাঙ্ক, আড়ৎ প্রভৃতি ব্যবসার আড্ডা তাহার নাম "সিটি" বা নিজ-সহর। নিজ-সহর দেখিতে হইলে বেলা ৯টা কি ১০টার সময় তথায় উপস্থিত হওয়া উচিত। দেখিবে রেল, অম্নিব্যস্, ট্রাম, ক্যাব, হ্যান্সম প্রভৃতি নানা যান লক্ষ লক্ষ লোক আনিয়া সহরে ঢালিয়া দিতেছে, রাজপথ যানে পরিপূর্ণ, লোকে লোকারণ্য,—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন কেবল মাথা চলিয়াছে। লোকের চক্ষে, মুখে, চলনে কেবল কাজ আর কাজ। বেলা ৪টা হইতে লোকের স্রোত কমিতে থাকে। শনিবার দিন বেলা ২টার সময়ই সহর ভোঁ ভোঁ।

ভূতল ছাড়িয়া নভোমণ্ডলের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে আকাশপথ তার-জালে আচ্ছন্ন, টেলিগ্রাফ-তারের ঠাস বুনানি মাকড়শার জালকে হার মানাইয়াছে।

এ দিকে যেমন নিজ-সহর অপর দিকে "ডক" বা জেটী সেইরূপ দেখিবার স্থান। কলিকাতায় যেমন গঙ্গা, লণ্ডনে

সেইরূপ তমসা নদী। তমসা নদীর ক্রোশ-ব্যাপী জেটী জাহাজে পরিপূর্ণ, তাহাদের মাস্তুল গগন-মার্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তমসা নদীর জেটী মাস্তুলের অরণ্য বলিলেই হয়।

এক পেনী (তিন পয়সা) টিকিটে ছয় খানা চিঠি লেখা-কাগজ বিলাতের যে কোন স্থানে পাঠাইতে পার। নিজ-সহরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিঠি বিলি হয় অর্থাৎ দিনে বার বার। লণ্ডন এত বড় নগর যে ইহাকে ভাগ ভাগ না করিলে পোষ্টাফিসের সুবিধা হয় না। সেই জন্য লণ্ডন নগর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। নিজ-সহরের পূর্ব্ব বিভাগে প্রতিদিন প্রাতে ১০ লক্ষ চিঠি বিলি হয়। একা লণ্ডন-নগরে যে সংখ্যা চিঠি বিলি হয়, সমগ্র স্কটল্যাণ্ডে তাহার অর্দ্ধেক এবং সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহার এক তৃতীয়াংশও বিলি হয় না। স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড অর্থাৎ সমস্ত বিলাতে যত সংখ্যা চিঠি বিলি হয়, তাহার সিকি বা সিকি অপেক্ষাও বেশী কেবল একা লণ্ডন নগরে বিলি হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবে। নিজ-সহরের কোন "হৌসে" প্রতি দিন তিন হাজার চিঠি আমদানি হয়। টেলিগ্রাফের প্রতিযোগীতা সত্বেও পোষ্টাফিসের এত বিস্তার! ৬ পেনী বা চারি আনায় ২০ টা কথা বিলাতের যথা তথা পাঠান যায়।

কলিকাতায় যেমন মিউনিসিপাল করপোরেশন আছে ও তাহার সভাপতি আছে, লণ্ডন নগরের নিজ-সহর অংশে সেইরূপ এক করপোরেশন ও তাহার সভাপতি আছে। সেই সভাপতির নাম "লর্ড মেয়র"। প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত হইয়া ৯ই নভেম্বর লর্ড মেয়রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেক উপলক্ষে তিনি মহাসমারোহে সেই দিন সদলে বাজনা বাদ্য করিয়া,

রাজপথে বাহির হন। বৎসরান্তে এই লড-মেয়র-পর্ব্ব* মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শাশুড়ী তাড়াইবার কৌশল।

ইংরেজ পরিবার—ইংরেজ পরিবারে পিতা ও বিমাতার স্থান—দুষ্টদৃষ্ট ও দুর্ঘটনার প্রভেদ—শাশুড়ী তাড়াইবার কৌশল—বলপূর্ব্বক গ্রহণের ভাণ—১৫ মিনিট কাল কণ্ঠাগত প্রাণ—বড় লোক ও বড় লোকের পক্ষপাতী দেশ।

ইংরেজ-পরিবার মধ্যে পিতাই সর্ব্বেসর্ব্বা, মাতা কেহই নহে, বাজে লোকের সামীল, আজকাল বরং মাতা মস্তক উত্তোলন করিতেছেন। ফরাশী-মাতায় যে স্বাধীনতা দেখা যায়, ইংরেজ-মাতায় তাহা নাই। তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার পুত্রের ক্ষমতা অধিক। বিধবা হইলে ত কথাই নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহের কর্ত্তা হইলেন। ধনী সম্প্রদায় মধ্যে পিতার পদবী ও স্থাবর সম্পত্তি সমস্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রে অর্শায়। ইংরেজী "লর্ড" শব্দের প্রকৃত অর্থ 'রুটি দেনেওয়ালা' অর্থাৎ প্রভু,—আর 'লেডী' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'রুটি বাট্‌নেওয়ালী' অর্থাৎ দাসী। কথায় যেরূপ কাজেও সেইরূপ, ইংরেজ সমাজে লর্ডই প্রভু এবং লেডী দাসী।

ইংরেজ-পুত্র চুম্বন দিয়া পিতাকে কখন অভিবাদন করে না, মাতার প্রতি তদ্রূপ অভিবাদন বরং দেখা যায়। পুত্রের

---

* আমাদের দেশের 'বারোয়ারির' সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে, বারোয়ারির ন্যায় ইহার সামাজিক, রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক ভিত্তি আছে।

অন্তরের ভালবাসা কখন কবপীডনের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না। মাতাকে লইযা অতটা কবিলে পাছে গৌরবের হানি হয়, ইংরেজ পুত্রের সেই আশঙ্কা। ফরাশী দেশে মাতাকে ভালবাসা দেখাইয়া ফরাশী পুত্রের মনের সাধ মিটে না,— মাতা তাহাদের অন্তরের—হৃদয়ের—সামগ্রী। মাতার নিকট তাহারা কোন কথা লুকায় না। এমন কি 'চলবিচলের' কথাও মাতার কাণে তাহারা তুলিয়া থাকে। মাতা তাহা শুনিয়া হয়ত ক্রোধের ভাণ করিয়া পুত্রকে বলিলেন "তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি তোমার কথায আর কর্ণপাত করিব না— তোমার চরিত্র বড় কলঙ্কিত।" তাঁহার কথা গাযে মাখিও না, তিনি মুখে যাহা বলিলেন যদি তাহাই তাঁহার মনের কথা ভাবিয়া লও, যদি তাঁহার কথামত তাঁহার নিকটে আর না যাও, তাহা হইলে ভালবাসার অবতার মূর্ত্তিমতী-স্নেহে সেই মাতা তোমার উপর বিরক্ত হইবেন। তাঁহার শাসনও সুমধুর। অলক্ষিত ভাবে গল্পচ্ছলে সেই কথার পুনরুত্থাপন করিয়া তিনি তোমার নিকট হইতে আরও গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লয়েন, অমনোযোগের ভাব দেখাইয়া তোমার গুপ্ত কথার প্রতি কর্ণপাৎ নাই প্রকাশ করেন অথচ কাজে একটী বর্ণও শুনিতে বাদ দেন না, এবং স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইবার ভাব প্রকাশ করেন কিন্তু তোমার এক স্নেহচুম্বনে তিনি মুহূর্ত্তে জল, যে প্রেমময়ী সেই প্রেমময়ী। হে প্রেমময়ী, স্নেহপ্রতিমা মাতঃ, রেখিত-গোঁফের অগ্রভাগ সাহংকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বালক কালের কত সময় তোমার পার্শ্বে বসিয়া সুখে কাটাইয়াছি !!!

ইংরেজী ভাষায় ফরাশী ফ্রদা (Fredaine) বাক্যের প্রতি-

শব্দ নাই। বোধ হয় সমুদ্রের এ পারে * সে ভাবেরই অভাব। ইংরেজ হয় নীতি বিদ্, অচল অটল ভাবে নীতি-পথ অনুসরণ করে, না হয় বেজায় বখার শেষ। মাঝামাঝি একটা জিনিষ ইংরেজ চরিতে নাই। ইংরেজ জীবনের সকল দিকেই এইরূপ বিষমতা।

ইংরেজ পারিবারিক জীবনে ভালবাসার গলাগলি, হৃদয়ের খোলাখুলি নাই—সব কেমন দূর দূর, স্নেহ আছে কিন্তু প্রণয় নাই। ফরাসীতে প্রেমের অভাব নাই, মনুষ্যত্বের অভাব, ফরাসীদেশে অন্ত্যজ শ্রমজীবিও মাতার প্রতি অনুরক্ত ও মাতা-গত প্রাণ। পাপ-পঙ্কে ডুবিয়াও ফরাসী-হৃদয়ে এ মহা ভাব একেবারে তিরোহিত হয় না। অসৎ পুত্রও জননীর তিরস্কারের ভয় করে? ইংরেজ স্বাধীনতা প্রিয়, স্বাধীনতা হানি হইলে লাঠ্যৌষধি প্রয়োগে জননীকেও গৃহ বহিষ্কৃত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাঁহাদের এ কথায় বিশ্বাস না হয়, আমার অনুরোধ তাঁহারা ইংরেজী সংবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। মাতাকে কেহ অপমান করিলে ফরাসী-শ্রমজীবী অপমানকারীকে বলিবে, 'দেখ, আমাকে যাহা বলিতে হয় বল, কিন্তু মাকে লইয়া টানাটানি করিও না?' মাতা তাঁহার দেবতা। ফরাসী-মাতা আজ্ঞাকারী পুত্র কন্যা পরিবৃত হইয়া তাহাদের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ধরা ধামের মায়া কাটান, কিন্তু ইংরেজ-মাতার যতদিন শক্তি রহিল, যতদিন তিনি কাজকর্ম্ম করিলেন, তত দিন তাঁহার আদর। বৃদ্ধ হইলে, কাজকর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া গৃহের একটা অব্যবহার্য্য জড়-

* ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান।

পদার্থবৎ হইয়া পড়িলে, পুত্র তাঁহাকে অন্নছত্রে মরিতে পাঠান। ইহা ত গেল ইতর লোকের কথা।

সম্পন্ন লোকের মধ্যেও মাতার প্রাধান্য নাই, পরিণয়ের সময় তিনি কোন যৌতুক আনেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার এইরূপ অবস্থা। যৌতুকের বলেই ফরাসী-স্ত্রীর মনে চিরদিন স্বাধীনতার ভাব থাকে, পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব জন্মে। তিনি স্বামীর সহচরী ও বাটীর মধ্যে একজন। ইংরেজ স্ত্রীর পদ এক দিকে দাসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ, অপর দিকে দাসী অপেক্ষাও অধম। দাসীর বেতন আছে, স্ত্রী অবৈতনিক, দাসী নুটিশ দিয়া দাসত্ব ত্যাগ করিতে পারে স্ত্রীর সে অধিকার নাই। ইহা ব্যতিত ফরাসী-চতুরতা বিলাতী-বনিতার নাই, নারী-জাতি সুলভ পুরুষ-বশ-কৌশল তাহার আইসে না। ইংল্যাণ্ডে স্ত্রীর কার্য্য ঘরকন্না দেখা, সময় মত স্বামীর পান ভোজন আয়োজন করা ও বুঝিয়া শুঝিয়া সংসার চালান। স্বামী বলিয়া বেড়ান স্ত্রী জীবন সহচরী, কিন্তু পাঠক যদি একটা বাক্যভঙ্গি মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে আমি বলি— তিনি কেবল শয্যা-সহচরী। সমৃদ্ধিশালী নিশ্চেষ্ট শ্রেণী মধ্যে পরস্ত্রী হরণ সচরাচরই শুনা যায়। মধ্যবিৎ ও শ্রমজীবীদের মধ্যে ইহা নাই বলিলেও হয়। লণ্ডনের ইতর শ্রেণী লোকের কথা বলিতেছি না,—তাহাদের ত পশুর জীবন। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ (নিতান্ত ফেল্‌না নহে) এক দিন আমাকে বলেন, "লোক বড় মূর্খ যে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা-চরণ করে। কেন বাপু, কিসের জন্য একটা স্ত্রীলোকের মনের শান্তি চিরকালের জন্য নষ্ট কর। মেয়ে মানুষের আবার ভাল মন্দ কি?" এই ত গেল ইংরেজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। পনর

আনা "বিবাহ ভঙ্গ" মোকদ্দমায় দেখিবে, কোন না কোন রাজকর্ম্মচারী মোকাবিলাব আসামী। একে বাজকর্ম্মচারী, তাহাতে ভদ্রলোক, হাতে কোন কাজ নাই, একটা কোন কাজ চাহি, কাজে কাজেই পবকীয় মালঞ্চেব প্রতি তাহাদেব দৃষ্টি। মোকাবিলাব আসামীব দলে, যৌবনসোপানারূঢ় সহিষের সংখ্যাই অধিক। অশ্বারোহণ কালে রমণীদিগকে তুলিয়া ধবা ও তাহাদেব পোষাক গুছাইয়া দেওয়া সহিষের কাজ। পোষাক সরাইবাব সময় প্রণয়ের প্রথম সঞ্চার। জুতা হইতে গার্টার—চরণতল হইতে উরু—বড় অধিক দূর নহে, পথটাও বড় মন্দ নহে। গত ছয় মাস মধ্যে মদনের ববপুত্র সহিষেব অদৃষ্ট হইতে শতবাব পত্র উড়িবার কথা সংবাদ পত্রে দেখিয়াছি। আরও কত কত বরপুত্র যে গোপনে আপনাপন সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

খৃষ্টান জাতি মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত, মৃত্যুতে তাহাদের ভয় বা আশঙ্কা নাই, অশ্রুবিন্দুর স্রোতও বহিয়া যায় না। পিতার মৃত্যু হইলে ইংরেজ পুত্রের প্রথম জিজ্ঞাস্য, পিতা জীবন ইন্সিওর্ করিয়াছিলেন কি না। ? অর্থাৎ পিতার মৃত্যুতে তিনি কত টাকা পাইবেন। সেই কথাটা ঠিক হইলে তিনি সাব কথা পাড়িতে থাকেন, বলিতে থাকেন, "কি জান, সকলকেই মরিতে হইবে কেবল অগ্রপশ্চাৎ, ঈশ্বব তাঁহাকে শান্তি নিকেতনে লইয়া গিয়াছেন, আমাদেব বিষাদেব কোন কারণ নাই।' মৃত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হইল, আর পুত্র তাঁহাকে একেবারে ভুলিল। ইংরেজেব কববস্থান শ্মশান। ফরাশীর ন্যায় ইংরেজ মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বা ভালবাসা দেখায় না, মৃত ব্যক্তির আত্মার ত্রাণের জন্য,—শান্তির জন্য—উপাসনা

বা প্রার্থনা করে না। ইংরেজ কার্য্যকাণ্ডে বড় সারগ্রাহী, দুই টাকা ব্যয় করিয়া মন্ত্র * পাঠ করিলে মাতা পিতা স্বর্গারোহণ করিবেন ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস নাই। "মরা গরু ঘাস খায় না' ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। ফরাসীদের মধ্যে যাঁহাদের মন্ত্রপাঠ বা শ্রাদ্ধাদিতে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা বলেন " মন্ত্র পাঠে যদিও পিতৃ পুরুষের কোন লাভ নাই, আমাদেরও ত কোন ক্ষতি নাই। দুই টাকাতে ত আর আমরা মরিব না।"

ইংরেজ বাজে কথায় সময় ব্যয় করে না। পুত্র পিতাকে লিখিল "আমার বিবাহ উপস্থিত বা "আমি বিবাহ করিয়াছি," পিতা উত্তর দিলেন "আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে পাইলে আমরা বড় সুখী হইব।"

স্কটল্যাণ্ডেই উপরিউক্ত প্রথার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। আমার এক সাহিত্যানুরাগী স্কচ্ বন্ধু প্রতি বৎসর এক মাস করিয়া বাটীতে গিয়া থাকেন। তাহার পিতা একজন খ্যাতনামা প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী উপাচার্য্য। আমার বন্ধু যে দিন বাটী হইতে বিদায় লইয়া আইসেন, সেই দিন প্রাতে বাল-ভোগের সময় পাত্রের নিকট এক খানি পাট্ পিট্ করা কাগজ পান, তিনি পিতৃ গৃহে যে সকল দ্রব্যাদি আহার করিয়াছেন, এই কাগজে তাহারই ফর্দ্দ। "যেমন আদাড়ে ওল তেমনি বাগাড়ে তেঁতুল", যেমন বাপ তেমনি বেটা——পুত্রও দফায় দফায় হিসাব না মিলাইয়া ঠিকুটী না দেখিয়া উবুড়-হস্ত করেন না। পুত্র হিসাব দেখিয়া বলিলেন "কালিকার বাল-ভোগের হিসাবে

* রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুর ন্যায় মৃত মাতা পিতার উদ্দেশে অর্থ ব্যয় করিয়া মাস বা মন্ত্র পাঠ করেন।

অমুক মাংস ও ডিম্ব লেখা রহিয়াছে দেখিতেছি, শপথ করিয়া বলিতে পারি আমি ডিম্ব স্পর্শও করি নাই।" পিতা উত্তর করিলেন "বাবা, তোমারই দোষ, টেবিলে তোমার জন্য ডিম্ব দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কেন খাও নাই?"

আমি আর এক স্কচ্ পিতার মূর্ত্তি জানি। তিনি পুত্র সাবালক হইলে শৈশবাবস্থা হইতে পুত্রের প্রতিপালন জন্য যাহা যাহা ব্যয় হইয়াছে—মায় ডাক্তার ও ধাইয়ের টাকা,—তাহার এক তালিকা দেন। পুত্রেরাও সেই দলিলে দস্তখৎ করিয়া টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

শাশুড়ী ইংল্যাণ্ডে ভয়ের কারণ নহে। ফরাসীদেশে শাশুড়ী নৌকা হইতে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিলে তাহাকে দুর্ঘটনা বলিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে জল হইতে জীবন্ত তুলিলে তাহাকে বড় বিপদ বলিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডে শাশুড়ী বিদায় করিতে এ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না,—বড়ে টেপার গুণেই সে কাজ সমাধা হয়।

আমার এক বন্ধুর বিবাহের পর শাশুড়ী স্ত্রীর সহিত যামাতৃ-গৃহে শুভাগমন করিয়া গৃহের কর্ত্রী হইলেন। বন্ধু ভায়া তাঁহার প্রতি বড় মনোযোগী। প্রতি রবিবার ভজনা মন্দিরে যাওয়া তাহার বড় অভ্যাস ছিল না, সেই দিন হইতে শাশুড়ীর ভজনা-পুস্তক বহন রূপ সুখভোগ করিবার জন্য তিনি ভজনা মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিলেন, সন্ধ্যার পর স্ত্রী ক্লান্ত হইয়া শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলে বন্ধু ভায়া শাশুড়ীর সহিত বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন, হয়ত এক হাত গ্রাবুও খেলিলেন। এইরূপ এক সপ্তাহ কাল চলিল। তৎপরে শাশুড়ী ঠাকুরাণী এক দিন হঠাৎ অন্তর্ধান হইলেন, যেন ভোজ বাজীতে তিনি উড়িয়া

গেলেন। শাশুড়ীর অন্তর্ধান উদ্ভিন্ন যৌবনা সহধর্ম্মিণীর খেলা।

গ্রীক বা রুম দেশের 'কনে' শ্বশুরালয়ের দ্বারে প্রথম উপস্থিত হইলে, বর জাতাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার জন্ম 'কনের' হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে গৃহে লইয়া যাইত এবং দ্রব্যদ্রব্য একত্রে ভোজন করিত। প্রাচীন কালে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া কন্যার পাণীগ্রহণ করিতে হইত, ইহা তাহারই অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র। কন্যা পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, ইংল্যাণ্ডে এই প্রকার একটা প্রথা আছে। বিবাহের পর ভোজ সমাপ্ত করিয়া বরকন্যা যাত্রা করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে উন্ ধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়া উঠে এবং তাহার সহিত বর কন্যার পৃষ্ঠে ঘাড়ে ও মস্তকে চাল ও ছিন্ন বিনামার বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বহু দিন ধরিয়া যে সকল বিনামা একত্র হইয়াছিল আজি তাহা বর কন্যার পৃষ্ঠে খরচ হইল। পিতা মাতা, ভ্রাতা বন্ধু, আমন্ত্রিত, প্রতিবাসী, ভৃত্য সকলেই ইহাতে যোগদান করে। পিতা মাতার মনে ইহার অর্থ, "আরে পাজী! আমার কন্যাকে লইয়া চলিলি—অতএব তাহার পুরস্কার গ্রহণ কর"; বন্ধু বান্ধব ও মিষ্টান্নভোজী অপরাপর লোকের অর্থ, "ধূর্ত্ত! যে ঘরেতে রাঙ্গা বৌ সেই ঘরেতেই চুরী—আচ্ছা তাহার পুরস্কার গ্রহণ কর।" এই প্রথার অবশ্য একটা গূঢ় অর্থ আছে। চাল প্রচুরতার চিহ্ন,—চাল বর্ষণের অর্থ, বর কন্যার কখন অভাব হইবে না, পুরাতন জুতা সেইরূপ শুভদৃষ্টির লক্ষণ। বর কন্যার তখন উপায় কি? তাহারা গলদেশের গলাবন্ধ তুলিয়া দিয়া যথা সাধ্য আত্মরক্ষা করিয়া, দ্বারস্থিত গাড়ীতে লম্ফ দিয়া চড়িয়া বসিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে চপেটাঘাত

পূর্ব্বক দ্রুতপদে ফুলশয্যাভোগে যাত্রা করে,—অনেক কষ্টের ফুলশয্যা।

ইংল্যাণ্ডে বিবাহের পর কন্যা পিতার গৃহে অতিথি মাত্র। পিতা মাতা তাহাকে দেখিলে বড সুখী হন, কিন্তু পরিবারের অন্তরন্তরে তাহার আর প্রবেশাধিকাব থাকে না। অপরাপব অতিথির ন্যায় কন্যারও ভিজিটের হিসাব থাকে।

ফরাসীদেশে সচরাচর লোকের ভ্রম যে ইংল্যাণ্ডে পিতৃ বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সকল বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, আর অন্য পুত্রেরা বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। পিতা যেমন ইচ্ছা 'উইল' করিয়া যাইতে পারে। জ্যেষ্ঠ-পুত্রত্ব কেবল বনেদী ব্যক্তিদেব মধ্যেই প্রচলিত, স্থাবর সম্পত্তি ও পদবী জ্যেষ্ঠ পুত্রেই পায়, পিতা তাহা অন্য পুত্রকে দিতে পারে না। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি উপার্জ্জকের ইচ্ছানুসারে দেয়, সব সন্তানেরা তাহা ভাগ কবিয়া পায়। কনিষ্ঠ পুত্রেব অবস্থার প্রতি 'আহা' করিয়া দযা প্রকাশ করিবাব কোন আবশ্যক দেখি না। স্বদেশে বা উপনিবেশে সেনা, ধর্ম্ম, দৌত্য বা সিবিল বিভাগের কাজ কর্ম্ম তাঁহাদের একচেটে। সম্পন্ন ও বনেদী লোক মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রটীকে দেশের হাতে হাতে সুঁপিয়া দিয়া যায়, কৃতজ্ঞ দেশ সে ভার বহন করিতে কখন ভুলে না।

সমতলে গিরিগঠন।

ইংরেজ রমণী—শুভদর্শনের ঢেউ—শুভদর্শনা—ইংরেজ রমণী ফ্যাসনের দাস—ফরাসী ও ইংরেজ কুমারী—স্বাধীনতা ও স্বাস্থ্য—বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ—বিবাহের পথ পরিষ্কার—নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক।

ইংরেজ রমণী, বর্ণ ও স্থিরগম্ভীর মূর্ত্তির জন্ম জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু তাহাদের সুদীর্ঘ শ্রীচরণ (ফুট) দুখানি দেখিলে মনে হয়—ইংল্যাণ্ডে ১২ ইঞ্চিতে যে এক ফুট তাহা যথার্থ। সুন্দরী ইংরেজ রমণীর তুলনা জগতে নাই। তাহারা এক একটী পরী বিশেষ। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, কুসুমেও কণ্টক, চন্দ্রেও কলঙ্ক,—তাহাদের মুখারবিন্দ ভাব শূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন, দন্ত উচ্চ—এত উচ্চ যে হাসিলে গণ্ডারের ন্যায় মাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাদের কেবল যৌবনের জারি। বিংশতি বৎসরের পর ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্য্য কোথায়? লণ্ডনের নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক হয় জীর্ণ, না হয় ফুলো ফাঁপা, যেন শোঁথ হইয়াছে,—মুখে রক্তের লেশ নাই, নাসিকাগ্রভাগেও রক্তের চিহ্ন নাই।

ইংরেজ রমণী ফ্যাসন-সলিলে সদা ভাসমান। আজি তিনি যৌবনের জোয়ারে পড়িয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিবিধ উপায়ে অতিরঞ্জিত, অতিব্যক্ত—চথে লাগাগোছ—করিয়া অঙ্গ-যষ্টির শোভা সম্পাদন করিলেন, কালি আবার ভাটার টানে সেই সকল অঙ্গ যেন যাদুমন্ত্রে অন্তর্ধান হইল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসন উঠিল আরোপিত উপায়ে শরীর উন্নত করিতে হইবে,—সমতলে গিরি গঠন করিতে হইবে।

অমনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণাঙ্গীরও উত্তমাঙ্গ হিমগিরিকে লজ্জা দিতে লাগিল। সেই সময় বাষ্পস্ফীত রবারের ব্যাগ, সর্ষপ পূর্ণ কাপড়ের পুঁটুলী যোড়া যোড়া "গঠন সংশোধনী" নামে আপন গবাক্ষে দেখা দিল—সমতলে গিরি তুলিবার ভাবনা রহিল না। শুভদর্শন (Esthetic) আন্দোলনে এই সকল অঙ্গ ব্যভিচার যেন যাদুমন্ত্রে তিরোহিত হইয়াছে।

১৮৮১ সালে সকলে শুভ দর্শনের পূজা আরম্ভ করিল, অঙ্গ কৃশ, বর্ণ পাংশুবৎ, চক্ষু কোটরগত ও কালিমা বেষ্টিত, চিত্ত তদগদ, যৌবনে যোগিনী এইরূপ দেখানই ফ্যাসন হইয়া উঠিল। সকলেরই একান্ত ইচ্ছা, কি প্রকারে মূর্ত্তিটা কাশরোগীর ন্যায় দেখায়। সকলেই চলাবুলা ত্যাগ করিয়া কর্কটগমন, সায়ং সন্ধ্যা আহার ত্যাগ, কেবল প্রাণধারণ জন্য যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ, ও স্বর বিকার আরম্ভ করিল। সকলেই উদরের অভ্যন্তর হইতে কথা বাহির করিতে লাগিল। সকলেই মুখের ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল,—পার্থিব ভোগ লালসায় অবহেলা কর, জগতে সুখ নাই। সম্পূর্ণরূপে, উৎকৃষ্টরূপে, ভয়ানকরূপে এই কথা কএকটা সব কথার মাত্রা হইয়া দাঁড়াইল। এতদূর পাগলামী বাড়িল যে একটা ফুল বা এক খানা ভাঙ্গা সরা লইয়াই তাহারা দিন রাত্রি তদগদ চিত্তে সেই বিষয়ই ভাবিতে লাগিল। বর্ণনা আর কত করিব, তাহারা এক একটী লম্বোকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। শুভ-দর্শন-প্রিয় মহিলারা খর্ব্বাকারে চুল কাটিতে লাগিল এবং অনুজ্জ্বল বর্ণের সেকেলে ধরণের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। শুভ-দর্শন-দলস্থ পুরুষের মধ্যে দীর্ঘ চুল রাখা ফ্যাসন হইল। উভয়েরই এক প্রকার আচার ব্যবহার,—সেই নেংচে নেংচে চলন, সেই

হাবভাব, সেই আকার ইঙ্গিত। চক্ষুদ্বয় যাহাতে গোলাকার দেখায় ও ভ্রূযুগল মস্তকের চুলের সহিত একযোগ হয়, তজ্জন্য তাহারা মুখের উর্দ্ধভাগ টানিয়া রাখিতে অভ্যাস করিল, এবং তৎ-সহিত মুখের অধোভাগ ঝুলিয়া পড়িল। কথায় কথায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা এবং ব্যঞ্জন বর্ণ অতি অস্পষ্টরূপে ও স্বরবর্ণ অতি বৃদ্ধি করিয়া উচ্চারণ করা অভ্যাস হইল। নির্নিমেষলোচনে এক দিকে দৃষ্টিপাত কর, চক্ষে একখানা চসমা লাগাও এবং মুখের মধ্যে একমুখ ঝোলা-গুড় করিয়া আর্‌শীতে নিজের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে কথা কহিতে চেষ্টা কর—তাহা হইলেই শুভদর্শন মূর্ত্তি দর্শন হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্যাসনাভিমানী মহিলাদল নেংচে নেংচে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার কারণ কি জান? ভারতে-শ্বরীর পুত্রবধূ বাত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া কিছুদিন ভঙ্গ-পদে চলিয়াছিলেন, মহিলারা তাহা দেখিয়া স্থির করিলেন তবে ইহাই বুঝি ফ্যাসন।

প্রায়ই শুনা যায় ইংরেজ-রমণীতে যেমন ভারিত্ব আছে, ফরাশিনীতে তেমন নাই। তাহারই উত্তরে উপরিউক্ত কথাগুলি বলা হইল। যত দিন ঘরকন্না দেখিতে হয় না, ছেলে-পিলে মানুষ করিবার ভার স্কন্ধে পতিত হয় না, অথবা স্বামীর আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী হইতে হয় না, ততদিন কি ফরাশী কি ইংরেজ সকল স্ত্রীলোককেই যত ইচ্ছা প্রশংসা করিতে বল প্রস্তুত আছি। কিন্তু যত প্রশংসার পাত্র হউন না কেন, তাঁহারা যে সময়ে সময়ে এক আধ্‌টুকু ছেব্‌লামী করিবেনই করিবেন, তাহা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

অনেক অংশে ইংরেজ-রমণী তাহার ফরাশী-ভগ্নী অপেক্ষা

উচ্চতর। ইংরেজিনীতে ফরাশিনী অপেক্ষা অধিক সহজ ভাব লক্ষিত হয়। ইংরেজিনী ফরাশিনীর ন্যায় তত আকাশ-কুসুম প্রিয় নহে এবং তাহার মস্তকও তত রীতিমত ধরে না। ইংরেজিনী নব-প্রস্ফুটিত ফরাশিনীর ন্যায় সুরসিকা নহে, কিন্তু আবার অন্য দিকে ফরাশিনীর ছেলেমানুষি তাহাতে নাই। ইংরেজ বালিকা মাতা বা সেবিকা না লইয়াই বাটীর বাহিরে যায়, তোমার আমার সহিত প্রাণখোলা করপীড়নে অগ্রসর হয়, এবং তোমার আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহে। কুমারী ইংরেজ-মহিলা বায়ু-সম স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে থিয়েটারে যাইতে ও পুরুষ বন্ধুবর্গের সহিত পা-চালি করিতে বা দেশভ্রমণ করিতে যাইতে পারে। তিনিই সমাজের নেতা, তাঁহার পদধূলি না পড়িলে সমাজিক নিমন্ত্রণ, আমোদ আহ্লাদ সমস্তই পণ্ড। পরিণয়ের পর স্বামীর নাকে দড়ি দিয়া চালাইয়া বেড়াইতেছি, এরূপ দর্প করিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি ঘরকন্না ও ছেলেপিলে লইযাই ব্যস্ত। তিনি স্বামীর সহিত যেমন "লভ" (প্রেম) করেন, না, তেমনি পর পুরুষের সহিতও "লভ্" করেন না। তিনি যে স্বামীর প্রতি গাঢ়তম প্রণয় প্রকাশ করেন না, তাহাতে স্বামীরই অধিকাংশ দোষ। স্বামী তাঁহার সহিত ইয়ার্কি দিতে চাহেন না, স্ত্রী গায়ে পড়িয়া ইয়ার্কি দিতে রাজী নহেন। স্ত্রী সম্ভোগের উচ্চ ভাব ইংরেজ-মস্তকে নাই। তাহার গলদেশের পরিমাণ ১৪ ইঞ্চির অধিক হইবে না।* তাহার সহিত রসিকতা করিতে চেষ্টা করা, আর অরণ্যে রোদন স্ত্রীর পক্ষে উভয়ই

---

* গলদেশের দীর্ঘতা প্রেমিকের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত।

সমান। পাছে কর্ত্তার মনোমত না হয়, সেই ভয়ে নিজের গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরেজ-রমণী কর্ত্তার সহিত বড বাড়াবাড়ি করিতে চাহেন না।

রবিবার গীর্জ্জার পর ফরাশীদেশে নবীনা মহিলাদল সাধারণ বিচরণ ভূমে উপস্থিত হইলে, তাহা স্ফুটনোন্মুখ কমল বনেরশোভা ধারণ করে। বিচরণ ভূমে যাইবার অভিপ্রায় কেবল স্ব স্ব ছোট ছোট নূতন জুতা সর্ব্ব সমক্ষে প্রদর্শন করা। ভূমির দিকে চক্ষু রাখিয়া তাহারা নাচিয়া নাচিয়া চলিতে থাকে। সেই দৃশ্যকে একটী ছোটখাট মেলা বলিলেই চলে। কন্যার মাতা চুপে চুপে বলিতে থাকে "আমার কন্যার বিবহের সময় ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দিব"। মাতার অভিপ্রায় যদি কন্যার বর জুটিয়া যায়। সাধারণ বিচরণ ভূমে রবিবাসরিক ভ্রমণের কথা লিখিতে লিখিতে এক মেলার কথা মনে পড়িল, যেখানে মাতারা স্ব স্ব কন্যা দেখাইবার জন্য কন্যাদিগকে পা-চালি করান। ফরাশীদেশে স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াইতে যাইবার প্রথা, বেড়াইতে বেড়াইতে ৫।৬ মাইল অতিক্রম করা নাই। রাস্তা কর্দ্দমময়, কর্দ্দম সহজেই কোমল জুতা ভেদ করিয়া কোমলতর চরণ স্পর্শ করে। আবার জুতার সূচ্যগ্র-গোড়ালী বুদ্ধি-বলে—ফ্যাসনের তীব্র শাসনে—তলার মধ্যস্থলে স্থাপিত, তাহারা সে জুতা পরিয়া কি রূপেই বা বেড়ায়? ইহা ব্যতীত পল্লিগ্রামের মাঠে রেসমি পোষাকই বা কে দেখে, আর বহু মূল্যের হ্যাটই বা কে প্রশংসা করে?

উপরে ফরাশী নবীনার চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরা হইল। এক্ষণে ইংরেজ নবীনাকে একবার দেখা যাউক। তাহার কবরী বন্ধনের পরিপাট্য নাই,—কেশগুচ্ছ যেমন তেমন করিয়া জড়াইয়া ঘাড়ের উপরে ফেলা, মাথায় ৬ পেনী মূল্যের হ্যাট. গাত্রে তলার

কাপড়ের পোষাক এবং পায়ে মজবুদ-তলা ও মানানসই গোড়ালী যুক্ত জুতা। তিনি র‍্যাকেট (ব্যাট) হাতে করিয়া নবীন পুরুষের দল সঙ্গে লইয়া সুদূরবর্ত্তী ময়দানে লনটেনিস খেলিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত নবীনা সেইরূপ পোষাকে তাঁহার সহিত বহির্গত হইল। সেই নবীন মহিলার দলে প্রবীণা মাতার নাম মাত্র নাই। তাহারা ক্রীড়ান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সুন্দররূপে ডিনারের (আহারের) সম্মান রক্ষা করে—তাহাতে লজ্জা সরম নাই। স্বাস্থ্য তাহাদের নিকট অগ্রে, পারিপাট্য—কিসে ভাল দেখায়, কিসে মন্দ দেখায়—পরের কথা। "আহা, মেয়ের যেন পক্ষীর আহার"—ইহা ইংরেজ প্রমদার পক্ষে গৌরবের কথা নহে বরং লজ্জার কথা। মূর্ত্তি-মতী রতিসদৃশা ললনাও পনীর ভক্ষণ করিতেছে,' কাঁচা মূলা কড়মড়াইয়া চিবাইয়া খাইতেছে—তাহাতে লজ্জা নাই, অগৌরব নাই।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম ইংরেজিনী প্রতিদিন প্রাতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তাঁহার নবনধর কান্তি, শারিরীক বল, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ।

ইংল্যাণ্ডে পঞ্চদশ বৎসরের বালিকা একাকী ভ্রমণ করে। বালিকারা স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর প্রদেশ হইতে লণ্ডনের স্কুলে একাকী পড়িতে আইসে। ফরাসীদেশে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা নবীনারা বাটীর সম্মুখের দোকানেও চাকরাণী না লইয়া এক জোড়া দস্তানা পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে যায় না। আমার মনে পড়ে, এক দিন সাঁজ-এলিজে নামক স্থানে (পারিসের সাধারণ বিচরণ ভূমি বিশেষের নাম) দুইটী ইংরেজ রমণীর সহিত বসিয়া আছি। আমাদের পার্শ্বে একটী নবীনা ফরাসী বালিকা

পিতা মাতার সহিত বসিয়া ছিল। পিতার পার্শ্বস্থ একটী লোক উঠিয়া যাইবা মাত্র, বালিকাটী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা আমি উঠিয়া গিয়া বাবার কাছে বসিতে পারি?" এ সামান্য কার্য্যও বিনানুমতিতে করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। এই বালিকাটী একটী অষ্টাদশ বা বিংশতি বর্ষীয়া শিশু। আমার পরিচিত ইংরেজ রমণীদ্বয় আজি পর্য্যন্ত সেই কথা লইয়া হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন।

ইংরেজ রমণীর রমণীজনোচিত সলজ্জ প্রকৃতি কুরুচি কুরুচি বলিয়া প্রতিপদে চমকিত হইয়া উঠে না। যে কোন পুস্তক বা পুস্তিকা ক্রয় করিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা পড়িতে পারেন, তাহাতে তাঁহার রুচিজ্ঞান সঙ্কুচিত হয় না। তাঁহাকে বালিসের নিচেও নভেল লুকাইয়া রাখিতে হয় না। পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের সাক্ষাতে, বসিবার গৃহে তিনি সকল প্রকার পুস্তক স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারেন। হাস্য পরিহাসের পত্রিকা অপরের পক্ষে যেরূপ তাঁহার পক্ষেও সেইরূপ। ইহা কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ফল। সমাজ শাসন অপেক্ষা বলবৎতর শাসন আর নাই। ফরাসীদেশের হাস্যরসোদ্দীপক পত্রিকা পাঠে অগ্রেই মনে হয় বুঝি পরপুরুষোপগতা স্ত্রী এবং অভিসারিকাই ফরাসী সমাজের মুখপত্র। ফরাসীদেশ ও ইংল্যাণ্ডে প্রভেদ এই।

ইংল্যাণ্ডে ভদ্রলোক আপনা আপনি মধ্যেও—ঘরাও কথাতেও—রুচি বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে না, স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে দ্বিভাবের তামাসা মুখে আনে না। সকল বিষয়েই যাহাতে নবীনা প্রবীনার স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহার দিকেই তাহাদের দৃষ্টিপাৎ। সকল রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখিবে একটী সুসজ্জিত গৃহের দ্বারের উপর লেখা "মহিলাদের বিশ্রামাগার', ফ্রান্সের রেলওয়ে ষ্টেশনে

সাদাসিদে ব্যবস্থা, যথা, "পুরুষের দিক," "স্ত্রীলোকের দিক", জার্ম্মানদেশে কেবল "পুরুষ" "মেয়েমানুষ" এইদু ইটী কথা ব্রিটেনী প্রদেশের আদর্শ বন্দোবস্ত. সেখানে স্ত্রী পুরুষের কোন প্রভেদ নাই।

অহংজ্ঞান নবীনা বালিকাব হৃদয়ে আত্মনির্ভরতার ভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়। সঙ্গতিপন্ন ভদ্র বংশীয় কন্যারা নিজের খরচের টাকা উপায় করিবাব জন্য আফিসে চাকবী স্বীকার করে, চিনের বাসনে চিত্র টানে বা বালক বালিকার শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্থানান্তরে গমন করে। কেহ কেহ গৃহে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা মহিলা বিশেষের সহচরী হইয়া মার্কিণ ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করে। ইংরেজ কন্যারা প্রায়ই সম্পত্তিবিহীন, কাজে-কাজেই দেশে তাহাদের বিবাহ হওয়া সুকঠিন ববং বিদেশ ভাল, দেশের এত যুবক বিদেশে গিয়া বাস করিযাছে যে বিদেশে কন্যাব অভাব, কিন্তু এদিকে দেশে কন্যাব ছডাছডি

উপরেই বলা হইয়াছে মধ্যবিৎ শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদেব বিবাহ উপযোগী সম্পত্তির অভাব। যদি কাহারও সম্পত্তি থাকে, তাহা নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কোন বিবাহার্থী যুবক যদি কন্যার পিতাকে বলিল "আপনার কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ কি দিবেন," তাহা হইলেই তাহার অদৃষ্টে অর্দ্ধচন্দ্র লেখা। যদি স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতেই অক্ষম, তাহা হইলে বিবাহ করা কেন? তবে অবস্থা উন্নত না হইলেও বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সম্বন্ধ ঠিক করিয়া রাখিতে পার। নবীন কালেজের ছাত্রও নবীনা বালার সহিত বিবাহ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যত দিন না তাহার

অর্থোপায় করিবার ক্ষমতা হয়, ততদিন পরিণয় কার্য্য বন্ধ থাকে। সময়ে সময়ে অঙ্গীকারবদ্ধ অবস্থাতেই তাহাদের বহু দিন কাটিয়া যায়। অঙ্গীকারবদ্ধ-পুরুষ কন্যার পরিবার মধ্যে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে, স্বীয় বন্ধুবর্গের সহিত কন্যার পরিচয় করিয়া দিতে, এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে থিয়েটার ও নিমন্ত্রণে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে। দেশাচার তাহাতে দোষ দেখে না।

ইংরেজী আচাব ব্যবহার অনুসারে অঙ্গীকারবদ্ধ বর-কন্যা পরস্পবের প্রতি এত স্বাধীনতা লইতে পারে যে উভ-য়ের সম্মতি ব্যতিত কেহ আইনানুসারে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারে না। ভাবী বর, কন্যা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে কন্যা ড্যামেজ বা মান হানির নালিশ করিতে পারে। ফরাশী সমাজের স্বতন্ত্র নিয়ম। বিবাহের কথা স্থির হইয়া যদি বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ফরাশী-কন্যার কোন ক্ষতি নাই, কারণ বব কন্যা কখন নিভৃতে সাক্ষাৎ করে নাই। যখনই দেখা হইয়াছে তখনই উভয় দলের বন্ধু উপস্থিত ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র প্রথা,—হইতে পারে ভাবী ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ ভাবুকের ভাবে বিভোল হইয়া কত দিন, কত কাল, নিভৃতে এক প্রাণ, এক মন হইয়া বিচরণ করিয়াছেন, কাজে কাজেই স্থির-পরিণয় ইংরেজ মহিলা ঈষৎ ঘৃষ্টা ও মর্দ্দিতা নব মল্লিকার অবস্থা প্রাপ্ত ও লোকের চক্ষে ড্যামেজ-মাল। এমত অবস্থায় ভাবী স্বামী বিনা কারণে কন্যাকে ত্যাগ করিলে ব্যবস্থাপকেরা কন্যাকে ড্যামেজ ধরিয়া দিবাব বিধান করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ মোকদ্দমার বিবরণ স্ত্রীলোকের বড় প্রিয়, বলিতে কি, কোন কোন বিবরণ প্রকৃতই রসময়। প্রণয়ের চিঠি (Love letter)

এক এক খানি করিয়া বিচারালয়ে পঠিত হয়। নবীনা বাদিনী নবীন প্রতিবাদীর নিকট হইতে যে সকল বিশ্রব্ধ জল্পনা ও প্রণয় চুম্বন পাইয়াছেন, বিচারের সময় তাহা জুরী মহাশয়দেব শ্রীচরণে অর্পিত হয়।

কখন দ্বাবিংশ বৎসরের মৃন্ময়ী কুমারী ভগ্নান্তঃকরণে কাতর স্বরে বিশ্বাসঘাতক প্রণয়ীর বিপক্ষে স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছে—বলিতেছে বিশ্বাসঘাতক পুরুষ স্বল্পবয়স্কা সুন্দরী অথবা ধনী প্রণয়িনী পাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কখন বা নবীন ধূর্ত্ত হৃদয়ের প্রিয়তম আশায় বঞ্চিত হইয়া, বিপুল সম্পত্তি হস্ত হইতে বিচ্যুত হইতেছে দেখিয়া, ড্যামেজেব জন্য বিচাবালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বেদনা নিবেদন কবিতেছে। কোন ব্যক্তি একবার ড্যামেজের জন্য অধিক অর্থ প্রার্থনা করে, সে অধিক অর্থ প্রার্থনা কবিবার এই কাবণ দেয় যে আমি ভবিষ্য স্ত্রীর আয়ের উপর নির্ভর কবিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা অতিবাহিত কবিব মনে করিয়া উচ্চ পদ ত্যাগ কবি, অবশেষে সে রমণী আমাকে বিবাহ কবিল না—আমার এ কুল ওকুল দুই কুল গেল। চুক্তি ভঙ্গের জন্য একজন ইংরেজকে একবাব ৫ শত পাউণ্ড ড্যামেজ দিতে হইয়াছিল। এক মাস পরেসেই পুরুষ সেই কন্যাকে বিবাহ বেদীর নিকট লইয়া উপস্থিত হইল ও সেই উপায়ে টাকা ফিরিয়া পাইল।

• ইংল্যাণ্ডে বিবাহ করা অপেক্ষা সহজ কাজ আর নাই, কোন দলিল পত্র পেশ করিতে হয় না, কাহারও মতামত জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই, কেবল দুইটা সাক্ষীব নাম বসাইয়া রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে একটা বর্ণনা পত্র দাখিল করিলেই যথেষ্ট।

নবীনা বালা ডাকঘরে চিঠি দিতে প্রাতে বাহির হইল এবং ফিরিয়া আসিয়া পিতা মাতাকে বলিল যে তাহার বিবাহ হইয়াছে। পিতা মাতা বিবাহে প্রতিবন্ধক লইলে বয়স্থা (২১ বৎসবে নাবালীকাত্ব ঘুচে) কুমারীবা এইরূপ কার্য্য সচরাচর করিয়া থাকে।

ইংল্যাণ্ডে অবিশ্বাসী-স্ত্রীর স্বামী ঘৃণার পাত্র নহে। কুচরিত্রা প্রমাণ করিলেই স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্পর্ক ঘুচিল। স্ত্রীর গুপ্ত প্রণয়ী ধরা পড়িলেও স্বামী তাহার সহিত মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হয় না, ইংরেজ-স্বামীতে সে কবিত্ব টুকু নাই, ইংরেজ-স্বামী ফরাসী-স্বামীর ন্যায় ততদূর নির্ব্বোধও নহে। স্ত্রী সম্পত্তিশালিনী হইলে আদালত হইতে সময়ে সময়ে অদ্ভুত পরিমাণে ড্যামেজ প্রদত্ত হয় এবং স্বামী বাছাবি সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে।

মধ্যশ্রেণী ও শ্রমজীবীদের কন্যারা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইতরশ্রেণীর কন্যারা তেমনই নীচ ও অপরিষ্কার। তাহারা সমাজে নিম্নতম স্থান অধিকার করে। তাহাদের অঙ্গে সুতার কাপড়ের নাম মাত্র নাই, কেবল কতকগুলি অতি অপরিষ্কার "নেকড়া" তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে। তাহাদের মুখ শুষ্ক, অপরিষ্কার, বিমর্ষ অথবা জিন (সুরা বিশেষ) পানে শোঁতিগ্রস্ত, মুখের একটা না একটা অংশ আহত, চুলে কখন চিরুণি পড়ে নাই এবং পালক, ফুল ও জরি-জড়ান-হ্যাট মাথায় উঠিয়া তাহাদের মুখকে চতুরস্রশোভী করিয়া তুলে। তেমন পালক কখন দেখ নাই, তেমন ফুল কখন দেখ নাই, তেমন জরিও কখন দেখ নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সকলেরই "লেডী সাজিবার ইচ্ছা নিজের অবস্থানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান না করিলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ইতরশ্রেণীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একবার যাহার নয়নপথে পড়িয়াছে, সে কখন তাহাকে ভুলিবে না। তাহারা দীন-আবাসে * যায় না—কারণ তথায় কাজ করিতে হয়। নর্দ্দামায় পড়িয়া অনাহারে মরিব তাহাও স্বীকার তথাপি দীন-আবাসে যাইব না তাহাদের পণ। একা লণ্ডনে এই প্রকার লক্ষ লক্ষ লোক গুনিয়া লইতে পার। অল্প বয়স্কারা কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে রাজী নহে, তাহারা কলে কাজ করা ইহা অপেক্ষা ভাল মনে করে, তাহারা পথে পথে দেসালাই ও পুষ্প বিক্রয় ছলে ভিক্ষা করিবে, অথবা আরও নিকৃষ্ট-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজপথে ও উদ্যানে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবে তথাপি দাসত্ব স্বীকার করিবে না। সেই বালিকাদের নির্লজ্জতা অতি ভয়ানক। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখশ্রী আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কিছু দিন তাহাদিগকে গরম জলে না ভিজাইয়ারাখিলে কিরূপে তাহাদের রূপ অরূপের কথা বলিব? অভ্যাগত ব্যক্তি দ্বারে উপস্থিত হইলে গৃহসেবীকারা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়। তাহাদের পরিচ্ছন্ন ফুট্‌ফুটে মূর্ত্তি দেখিয়া লণ্ডনের পথচারিণী বালিকারা তাহাদের প্রতি সময়ে সময়ে হিংসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিন্তু হিংসা করিলে কি হইবে, দাসত্বে তাহাদের বড় ভয়। তাহাদের সকল জিনিষের অভাব হউক তথাপি তাহারা যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা ছাড়িতে পারে না। লণ্ডনে যে সকল সৎভৃত্য দেখিতে পাও তাহারা পল্লিগ্রাম হইতে আইসে।

ফরাসীদেশে কোন বিদেশী উপস্থিত হইলে প্রথমেই নিম্নশ্রেণী

---

* যাহাদের কিছুমাত্র জীবনোপায় নাই, তাহারা দীন-আবাসে প্রতিপালিত হয়।

স্ত্রীলোকের সরলতা ও পারিপাট্য তাহার চক্ষে পতিত হয়, নীহারশুভ্র-শিরশোভনধারী শান্তমূর্ত্তী ফরাসীশ্রমজীবী-স্ত্রীলোক দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হয়। সাদা টুপী ও শান্তমূর্ত্তী তাহাদের নির্ব্বিবাদ জীবন ও সৎশ্রমের পরিচয় দেয়। তাহারাই ফ্রান্সের ভাগ্য-লক্ষ্মী। ফরাসী দেশে গুণবতী পল্লিগ্রামবাসিনী বালিকা যখন সেবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে সহরে গমন করে, তখন সঙ্গে করিয়া কতকগুলি সূতার কাপড় লইয়া যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে, বিশেষ লণ্ডন নগরে, সকলেই লেডী-গিরি ফলাইতে চাহে, সেই জন্য তাহারা বাহিরে হ্যাট ও জরী পরিধান করে, কিন্তু ভিতরে কামিজটী পর্য্যন্ত নাই। কোন বিশিষ্ট আচার্য্য একদিন বলিলেন,—"লণ্ডনের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক কদাচিৎ কখন বিশেষ কারণ বশতঃ বিবাহ বেদীর নিকট উপস্থিত হয়, সাধারণতঃ তাহারা প্রকৃতির বেদীতেই সন্তুষ্ট, তাহাদের জীবন পশুর জীবন।"

—

হটাৎবাবু ও আদর্শ বিজ্ঞাপন

ইংল্যাণ্ড হটাৎবাবুর দেশ—ভোজবাজির বিনাশ—লণ্ডনের দোকান দাম—দোকানের সাইনবোর্ড—বিজ্ঞাপন—স্যাণ্ডউইচ—ব্যবসা-বৃত্তি।

ইংল্যাণ্ড হটাৎবাবুর দেশ। স্বাধীন বাণিজ্যের পদে নমস্কার। স্বাধীন বাণিজ্য প্রভাবেই আজ কালি ৪ হাজার টাকাতেই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং দুই টাকাতেই রেসমি ছাতা পাওয়া যাইতেছে। স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি অসম্মানের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রারই দুই পৃষ্ঠ আছে, বাণিজ্যেরও সেই রূপ ভালদিক মন্দদিক দুই-দিকই আছে। "সস্তার পাঁচ অবস্থা", — কেবল সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রায়ই গুণের হ্রাস হয়। যাহা হউক স্বাধীন বাণিজ্যের অনুগ্রহেই ইংল্যাণ্ডে দুই আনায় অর্দ্ধসের চিনি ক্রয় করিতেছি, কিন্তু ফ্রান্সে সেই অর্দ্ধসের চিনির মূল্য পাঁচ আনা। ইহাতে কেবল কতকগুলি ফরাশী চিনি পরিষ্কারকারী-ব্যবসায়ী ধনী হইতেছে, আর কাহারও উপকার নাই। ইংল্যাণ্ডে কতকগুলি বাতি-প্রস্তুতকারী লোকের সুবিধা হইবে বলিয়া, ইংরেজ ব্যবস্থাপকেরা সূর্য্যদেবকে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে অনুরোধ করে না। ইংল্যাণ্ডের আবাসগৃহ প্রায়ই অর্দ্ধদগ্ধ ইষ্টকে নির্ম্মিত, তাহাতে এক খানিও প্রস্তর নাই। ৯৯ বৎসর মধ্যে যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে গৃহ সেই প্রকারে নির্ম্মিত। ইংরেজী আইন অনুসারে ৯৯ বৎসর পরে সেই গৃহ ইজারাদারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জমীদারের খাসে আইসে। ইজারা পদ্ধতির ফল এই হইয়াছে

যে, ৬০ বৎসর মধ্যে লণ্ডনের অর্দ্ধেক বাটী ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। কেবল লণ্ডনেই এইরূপ। পল্লিগ্রামে বা অপরাপর স্থানে জমীদারই বাটী প্রস্তুত করে, সেই জন্য তাহারা ভাল মাল মশলা ব্যবহার করে ও যাহাতে বাটী মজপুত হয় তাহাই করে।

এসকল বিষয়ে বিলাতী পঞ্চানন্দের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পঞ্চানন্দ লিখিতেছেন,—একদিন কোন বাটীর ভাড়াটিয়া ভীত হইয়া ইজারাদারকে ডাকাইয়া আবাস গৃহের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখাইলেন। ইজারাদার বাছারি প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, অবশেষে মাথায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিল "আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে কেহ না কেহ প্রাচীরে ঠেশান দিয়াছিল।" গৃহের প্রাচীর কি প্রকার মজপুত বুঝিলে ত? গৃহের দ্বার জানালা প্রায়ই ভাল হইয়া বন্ধ হয় না। শীতকালে অগ্নিকুণ্ড জালিয়া অগ্নির সম্মুখে বসা বৃথা, সম্মুখটা না হয় গরম হইল কিন্তু দ্বার জানালার রন্ধ্র দেশ দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া তোমার পশ্চাৎ ভাগ যে শীতে অসাড় হইল তাহার উপায় কি? অনেক প্রকৃতিস্থ ইংরেজকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই রূপ বায়ু প্রবেশ না করিলে গৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। কিসে কি হয় কে বলিতে পারে? সম্ভবত এ প্রথার ইহাই প্রকৃত অর্থ যে, যে ইষ্টকে গৃহ নির্ম্মাণ হয় তাহার মধ্যে পূতিগন্ধময় বাষ্প থাকে, যাহা দ্বার জানালার রন্ধ্রদেশ দিয়া ক্রমে বহির্গত হইয়া গৃহের স্বাস্থ্য উন্নতি করে।

লণ্ডনের সকল গৃহই প্রায় সোঁতা। এক দিন আমার জমীদারকে আমি বলি মহাশয়, "এই গৃহের ভিতরেই বৃষ্টি হয়।" জমীদার উত্তর করিলেন 'ছাতা ত খুব সস্তা।"

এক দিন জুতাব দোকানে গিয়া এক জোড়া বার্ণিশ জুতা ক্রয় করি। অবশ্য স্বীকার করি ৭ সাত টাকাব বেশী মূল্য দি নাই। সে বাত্রে আমি "বলে" নাচিতে যাইবাব বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম।

ঘণ্টা খানাক নৃত্যের পব আমার পদদ্বয়ের তলদেশে বড় আরাম বোধ হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে সতর্ক-ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই আশা বহিভূ ত আরামের কারণ অনুসন্ধান কবিতে বসিলাম, দেখি যে বিনামাব উপরের অংশটা ঠিক স্বস্থানে লাগিয়া রহিযাছে, কিন্তু তলা মায় গোড়ালী সমস্তই ছাড়িয়া গিয়াছে।

মহা চটিয়া পর দিন জুতাব দোকানে যাইয়া সেই দোষী-জুতা দাখিল কবিলাম। প্রথমে দোকানদার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "জুতা লইয়া কি করিয়াছিলেন"? আমি উত্তর দিলাম "জুতা লইযা কালি রাত্রে নৃত্য করিয়াছি"। সে উত্তর করিল, "ও। তা হইলে বুঝিয়াছি।" ইহাব স্থুল মর্ম্ম এই যে আঠার টাকা দিয়া এক জোড়া জুতা ক্রয় কর, তাহাতে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই।

দোকানে জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া স্বর্ণ মুদ্রাটি দোকানের টেবিলের উপর রাখ, দোকানদাব সেটিকে বেশ করিয়া বাজাইয়া লইয়া তোমার পাওনা তোমাকে ফিরিয়া দিবে। তুমিও সেই রূপ সব ভাঙ্গানী মুদ্রা গুলি পরীক্ষা করিয়া লও। ইহার যুক্তি এই যে, তুমি আমাকে জুয়াচোর বিবেচনা কবিলে আমিও তোমাকে জুয়াচোর ধরিয়া লইলাম, গায়ে গায়ে শোধ গেল।

এখনকার শিক্ষা প্রণালী অনুসারে দোকানদার শ্রেণীর লোকের উন্নতি সম্ভাবনা নাই। সেকালে যে দোকানে পিতা

প্রপিতামহ ব্যবসা চালাইয়া গিয়াছেন, সেই দোকানই পুত্র পৌত্রের ভালবাসার জিনিষ হইত, কুলীনবংশীয়েরা তাহাদের কৌলিন্য চিহ্ন লইয়া যেরূপ গৌরবান্বিত হইত, দোকানদারের দোকান সেইরূপ গৌরবের জিনিষ ছিল। এখনও ফরাশীদেশের দোকানদার আপন পুত্র কন্যাকে দোকানদারী শিক্ষা দেয়, তাহার সহধর্ম্মিণীও দোকানে বসিয়া খাতা লিখিতে লজ্জা বোধ করে না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে দোকানদারের স্ত্রী কন্যা "লেডী", তাহারা পিয়ানো বাজায়, এবং পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য চ্যেন ঝুলাইয়া পরিচ্ছদে পালক লাগাইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। পিতার ব্যবসা পুত্রে প্রায় অর্শায় না, দোকানের কোন না কোন ভৃত্য ব্যবসা ক্রয় করিয়া লয়।

দোকানদারের যে বিজ্ঞাপন দেয় তাহাতে দেখিবে তাহারা সকলেই প্রসিদ্ধ, তাহাদের দ্রব্য সমস্ত ইংল্যাণ্ডে জানিত, সমগ্র ইউরোপে খ্যাত ও পৃথিবী মধ্যে উৎকৃষ্ট।

কোন ঔষধ বা গন্ধদ্রব্য বিক্রেতার নিকট গিয়া কোন পেটেণ্ট ঔষধ বা গন্ধ দ্রব্য অনুসন্ধান কর, দেখিবে দোকানদার উত্তরে নিশ্চয় বলিবে "হাঁ, যে দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছেন আমাদের নিকট তাহা আছে কিন্তু আমাদের প্রস্তুত সেই দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ঔষধবিক্রেতারও খাস দন্ত মার্জ্জনী, কেশ পরিবর্দ্ধনী বা বর্ণোজ্জ্বলকারী ঔষধ আছে, সেই খাস ঔষধ বিক্রয় করিতেই তাহাদের অধিক আগ্রহ। সর্ব্ব পরিচিত ঔষধ পত্রের উপর তাহাদের সামান্য মাত্র লাভ সম্ভবে, কিন্তু আপন প্রস্তুত বা খাস ঔষধে সমস্তই লাভ, কারণ সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে তাহাদের ব্যয় হয় না বলিলেই হয়।

দোকানদারের গলাকাটা দরে বিরক্ত হইয়া লণ্ডনের লোক সমগ্র লণ্ডনময় সমবেত-ভাণ্ডাবের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছে। লোক একত্র হইয়া বাটী ভাড়া লইয়া পাইকেরী দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিল, ক্রমে এই ধরণের কোম্পানীও খুলিল, অবশেষে সমস্ত দোকানদার দোকানে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দিল "এই দোকানে সমবেত ভাণ্ডারের দরে দ্রব্য পাওয়া যায়।" ইহার ফল হইয়াছে এই যে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। বৎসর কয়েক হইল আমি প্রতি বোতলে আট টাকা দিয়া একটা টনিক্ ঔষধ সেবন করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সমবেত ভাণ্ডার হইতে দেড় টাকায় সেই টনিক্ পাই-তেছি। ইহাতেও ঔষধবিক্রেতার যে এক টাকা লাভ থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তজ্জন্য আমি আর পেড়াপীড়ি করি না।

একজন জুয়াচোর তাহার দোকানের দ্বারের উপর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দিল, "দোকানদারের পক্ষে সৎপথই শ্রেয়স্কর!" প্রতি শনিবার রাত্রে তাহার দোকান লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল।

নিজ-সহর লণ্ডনে পাশাপাশি দুইটা ছাতির দোকান আছে। এক দোকানদার লাল বর্ণের কাষ্ঠে লিখিয়া রাখিয়াছে "যদি প্রতারিত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এই দোকানে ছাতি ক্রয় কর,—তাহার প্রতিবাসী দোকানদার নীল কাষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে "যদি যথার্থই ভাল ছাতি চাহ সতর্ক হও, এ দোকান ভিন্ন ভাল ছাতি আর কোথাও পাইবে না"।

প্রত্যেক মুদির দোকানে—কোন দোকান বাদ নাই—নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন দেখিবে—"আমাদের চা এক বার আস্বাদন

করিলে অন্য দোকানের চা কখন গ্রহণ করিতে হইবে না।" একজন চা-এর প্রধান দোকানদার রাজমার্গে, বেলওযে ষ্টেশনে নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন দিতে লজ্জিত হয় না—"আমরা ডিউক, মার্ কুইস, আরল্, ব্যাবণ প্রভৃতি বড লোককে ও ভদ্র লোককে যে চা যোগাই সেই উৎকৃষ্ট চা তিন টাকা সেব বিক্রয করিতেছি।" গবিব ভাইকাউন্ট বাছারি উপবিউক্ত পদবী সম্বলিত বড লোকের দল হইতে খাবিজ পডিয়াছে।* এ ভ্রম বড শোচনীয।

ইংবেজেব শিল্প-কৌশল অপেক্ষা ব্যবসা-বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর, তাহাবা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহাতে পাবিপাট্যের অভাব। ফরাশীদেব মধ্যে শিল্প-কৌশলেব অভাব নাই অর্থাৎ তাহারা খুব হুনুবি। ইংরেজ হুনুরি নহে, তাহাবা কেবল মজবুদ দ্রব্য প্রস্তুত কবিতে জানে।

দালালী কবিতে ইংবেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আব কোন জাতি নাই। ইহুদীবা প্রথমে এই ব্যবসাযেব পথ প্রদর্শন কবে। কিন্তু এক্ষণে ইংবেজ ইহুদীদিগকে হাবাইয়াছে. ইংরেজ দ্রব্যাদি প্রস্তুত কবা অপেক্ষা এজেন্ট ও দালালীগিবী পছন্দ কবে। ইহা দ্বারা তাহারা অর্থী, প্রত্যর্থী উভয়েবই স্কন্ধ ভাঙ্গিতে পারে।

বিজ্ঞাপন দিতে ইংবেজ যে অর্থ ব্যয় করে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। টাইমস নামক ইংল্যাণ্ডের জগৎ বিখ্যাত পত্রিকায় প্রতি দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে-লেখা ৬০ স্তম্ভের ও অধিক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কোন কোন "হৌস"

---

* ইংল্যাণ্ডে "ডিউক" কৌলিন্য মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কুলেরমুকুট, "মার কুইস" প্রভৃতিই ডিউকেরনিচে,ভাইকাউন্ট"ও সেইরূপ কুলিনের পদবী।

ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের প্রত্যেক সংবাদ পত্রে, প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে ও প্রত্যেক নব-মুদ্রিত পুস্তক ও পুস্তিকার মলাটে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। সেই সকল বিজ্ঞাপন যাহাতে চক্ষু আকর্ষণ করিতে পারে সেইরূপ হওয়া চাহি, নচেৎ কেমন করিয়া পোষাইবে? বিজ্ঞাপনের দুই তিনটি উপাদেয় নমুনা দিতেছি।

"ইনোর ফ্রুট সল্ট' (Eno's Fruit Salt) রোগীকে এক পান না খাইতে দিয়া মরিতে দেওয়া শীঘ্র আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে।' "সপ্তাহ বা মাস মাহিনা হিসাবে কোন সংবাদ পত্র লেখককে ভাড়া দেওয়া যাইবে, তিনি দেশভ্রমণ, জীবনী ও প্রবন্ধ লিখিতে সক্ষম'। ইংরেজী সাহিত্য পত্রিকা মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'এথিনিয়ম' নামক পত্রে একবার নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল,— "একখানি টিকিট মারা খাম পাঠাইলে আমরা ডাক্তর রিজের ফুড্ (ঔষধবিশেষ) সেবনের পূর্ব্বে ও পরে কোন এক শিশুর কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহার দুই ফটোগ্রাফ পাঠাইব"

রাজপথের সচল বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন-প্রথার চরম উদাহরণ। ঈশ্বরের অগ্রাহ্য, মনুষ্যের ত্যজ্য, কতকগুলি লোক বক্ষদেশে একখণ্ড ও পৃষ্টদেশে একখণ্ড বিজ্ঞাপন-যুক্ত-তক্তা ঝুলাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের নাম Sandwich *। নাম বড় সার্থক।

একদিন ফ্লিট ষ্ট্রীট্ নামক রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, জনবার লোক মস্তক মুণ্ডন করিয়া কারাবাসীর পরিচ্ছদ

* এক খণ্ড মাংসের দুই পৃষ্ঠে দুই খণ্ড রুটি দিয়া স্যাণ্ডউইচ প্রস্তুত করে।

পরিয়া চলিয়া যাইতেছে ও তাহাদের সহিত এক জন রক্ষক রহিয়াছে। পার্শ্বস্থ জনৈক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলাম "কি লজ্জার কথা, এই দুর্ভাগাদিগকে একখানা গাড়ী করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না।" তাহারা দুইজন দুইজন করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহাদের পৃষ্ঠে এক একটা প্রকাণ্ড "১৪" লেখা। "চতুর্দ্দশ দিবস" নামক একটা প্রহসন তখন ক্রাইটিরিয়ণ থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল, ইহা তাহারই বিজ্ঞাপন। ধন্য বিজ্ঞাপন দাতাদের বুদ্ধি!

সকল ফ্যাসন-প্রমুখ দোকানের জানালায় এই কথা লেখা দেখিবে—"এখানে এক জন ফরাশী কথাবার্ত্তা কহিবার লোক আছে", কিন্তু তুমি দোকানে যখনই প্রবেশ করিবে তখনই শুনিবে সে ব্যক্তি দোকানে নাই, অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই বলিতেছি।

ইংল্যাণ্ডে ব্যবসা-বৃত্তি চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জানি এক জন ইংরেজ স্বীয় পুত্রকে নিজের পালের জাহাজ বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে বাষ্পীয় পোত ক্রয় করিয়া পুত্রের সহিত প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিল, আর বাকি রহিল কি?

রেলওয়ে-টিকিট ক্রয় করিয়া তাহার উপর দুই আনা অধিক দিলে একখানা "ইন্‌সিওরেন্স" বা জীবনভয় নিবারণী টিকিট পাওয়া যায়। কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া তোমার প্রাণনাশ হইলে রেলওয়ে কোম্পানী তোমার উত্তরাধিকারীকে দশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য। আমি জানি এক জন ইংরেজ যখনই গাড়ী চাপে তখনই একখানা ইন্সিওরেন্স টিকিট ক্রয় করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি একদিন আমাকে বলিল "তুমি কি বিশ্বাস করিতে পার যে প্রতিবার নির্ব্বিঘ্নে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি একটু আশাভঙ্গ হই"?

ইংল্যাণ্ডের রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় কেহ

মস্তক হইতে হ্যাট উত্তোলন করে না, এ দেশে কাজের লোক না হইলে লোকে তাহাকে সম্মান করে না, মৃত ব্যক্তি ত আর কোন কাজে আসিবে না, কাজে কাজেই কেহ মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। ইংরেজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রণালী অতি কষ্টকর—আয়ার্ল্যাণ্ডের পদ্ধতি বরং ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহারা আর কিছু করুক না করুক আনন্দের সহিত ইহা সম্পাদন করে, তাহারা সকলেই সেই সময় সুরাপানে মত্ত হয়।

জন বুল বড দেশ ভক্ত, তাহার বিশ্বাস যে স্বদেশের দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যেমন তেমন রকমের দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইলে তাহারা তাহার একটা বিদেশীয় নাম দেয়। এ বিষয়ে আমরা সকলেই সমান, ফরাশীরা যাহাকে "নিয়াপোলিটান রোগ" বলে, ইটালিয়ানরা তাহাকেই "ফরাশী" ব্যারাম কহে। ইংল্যাণ্ডে সেইরূপ জার্ম্মন নামই অধিক, তথায় জার্ম্মেন জিনিষ আর অধম জিনিষ এই দুইএর একই অর্থ। জার্ম্মেন রূপাও জার্ম্মেন সসেজ * মহা শত্রুকেও ব্যবহার করিতে বলিতে পারি না। বিনা অনুমতিতে চলিয়া যাওয়াকে ইংরেজ "ফরাশী ছুটী" নাম দিয়াছে, এইরূপ পরস্পর সকল দেশেই।

---

* মাংস পিষ্টক বিশেষ।

হঠাং বাবুর রাজা

সেকাল আর নাই—আমার সহধর্ম্মিণীর দুঃখ প্রকাশ—সিদ্ধির মত সাধন আর নাই—দারিদ্র্য দোষ গুণরাশি নাশী—মধ্যআফ্রিকার জাতি—ইংরেজ ও ফরাসী বড় লোক—হঠাৎ বাবু।

ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত গুইজো এই কথা বলেন,—প্রজাবর্গের সত্যনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা আলফ্রেড্ প্রকাশ্য স্থানে সোণার বালা ঝুলাইয়া রাখিতেন, কিন্তু তাহা কখন চুরি যাইত না। চলিয়া যাইতে যাইতে যদি কোন পথিকের টাকার থলি রাস্তায় পড়িয়া যাইত, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহা অন্বেষণ করিবার আবশ্যক হইত না, সে দিক দিয়া এক মাস না গমন করিলেও সেই থলি যেখানকার সেই খানে পড়িয়া থাকিত—কেহ স্পর্শও করিত না।

মহাত্মা আলফ্রেডের রাজত্ব কালে সাকসন্ জাতি এইরূপ ধর্ম্ম-ভীরু ছিল। পূর্ব্বে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে। রেলওয়ে ইংরেজকে কত পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, লণ্ডনের দোকানদার ওজনে কম না দিলে আপনাকে গৌরবের পাত্র মনে করে না, রেলওয়ে-টিকিট-কেরাণী এক পাউণ্ডের ভাঙ্গানী দিতে এক শিলিং চুরি করিতে না পারিলে গলায় দড়ি দিয়া মরে, অগ্নিব্যসরক্ষক যাত্রী বা কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া বেতন দ্বিগুণ করিতে না পারিলে, চাক্‌রি ত্যাগ করে, ভাড়াটীয়া গাড়ীর চালক কখন জীবনে প্রকৃত ভাড়া প্রার্থনা করে না এবং জীবনে কখন প্রকৃত ভাড়া লইয়াও সন্তুষ্ট হয় না,

অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষার্জ্জিত টাকাটী প্রকৃত কি মেকী, স্বচক্ষে দেখিয়া অবধারিত না করিয়া কখন তোমাকে ধন্যবাদ দেয় না।

আমার সহধর্ম্মিণী এক দিন দুঃখিত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, কি হইযাছে জান ? আমি অম্‌নিব্যস্ চালকৃকে দুই শিলিং দিলাম, কিন্তু সে ভাঙ্গানী ফেরৎ দিবার সময় ভুলিয়া দুই শিলং তিন পেনী ফেবৎ দিয়াছে। কি দুঃখের কথা, গবিব বাছাবীকে নিজেব টেঁক হইতে ছয় পেনী গুনাগাব দিতে হইবে, তাহার উপায়েব উপব হয় ত তাহাব পরিবাব বর্গের ভরণপোষণ নির্ভব কবিতেছে। আমিও স্ত্রীব দুঃখে যোগ দান করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময হঠাৎ ফেবৎ টাকা দেখিতে ইচ্ছা হইল, পরীক্ষা কবিয়া সহধর্ম্মিণীকে বলিলাম "আর দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই, সেই গবিব বাছাবির স্ত্রী পুত্রের কাল পহাবার হইবে, ফেরৎ টাকাটী মেকী।"

ইংরেজমাতা কন্যার বিবাহের পব প্রথমেই তাহাকে এক জোড়া তুলাদণ্ড যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি জানেন যে কন্যার উপর গৃহস্থের ভার পড়িলে তাহাকে সমস্ত জিনিষ ওজন করিয়া লইতে হইবে, দোকানদারকে বিশ্বাস নাই।

লণ্ডনের নিম্নশ্রেণী দোকানদার সম্বন্ধে উপরি উক্ত যে সকল কথা বলিলাম, তাহা সকলের প্রতি প্রয়োগ করা অবশ্য বড অন্যায়, সহরের বাহিরে দোকানদাররা সত্যবাদী ভদ্র এবং তাঁহাদের শিক্ষাও উচ্চদরের বলা যাইতে পাবে।

ইংল্যাণ্ডে যে কোন উপায়ে হউক, অগ্রে সফল হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে কেহ তোমার প্রতি দৃক্‌পাত করে না। সকলেই তোমাকে তাচ্ছল্য করে—তোমার মূর্খ অথবা অলস নাম বাহির হয়। ধনীও মানী এই দুই শ্রেণীর লোক ইংরেজের উপাস্য দেবতা।

মৃত্যু শয্যায় জনবুল পুত্রকে বলিয়া যায়—"দেখ টাকা উপায় করিও সৎপথ অবলম্বন করিয়া, কিন্তু যেমন করিয়া পার টাকা উপায় করা চাহি।" অর্থ বিনা গুণের আদর নাই। সকল দেশেই এই রূপ, তবে ইংল্যাণ্ডে কিছু বাড়াবাড়ী।

ইংরজীতে একটা প্রবাদ আছে "সিদ্ধির ন্যায় সাধন আর নাই," সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ ইচ্ছা কার্য্য কর ক্ষতি নাই সফল হইলেই হইল। আইনের বাহির না যাইয়া যেরূপে ইচ্ছা টাকা উপায় কর কেহ কিছু সন্দেহ করিবে না, তুমি কি কবিয়া টাকা উপায় করিলে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না।

ইংল্যাণ্ডে ধনী হইলেই তোমার সকল গুণ ও সকল বিদ্যা থাকিল, তুমি শিল্পেব প্রশ্রয়দাতা, সাধারণ স্কুলের কর্ত্তা, অক্স্ফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বর, লর্ড-সভাব সভ্য পর্য্যন্ত হইতে পার। "ধনী হইলে অবশ্যই তোমার সার আছে"—পোপ এই কথা বলিয়াছেন।

ফ্রান্সে হীনাবস্থা দোষেব কথা নহে, ইংল্যাণ্ডে ইহা মহা পাপ। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা ভাল দিক আছে, একটা শোধন আছে। ধন-তৃষ্টা ইংরেজকে মধুমক্ষিকার জাতি করিয়া তুলিয়াছে, সকলেই কাজ করে, কাজ কাজ সকলেরই উক্তি, ক্রোড়পতির পুত্রও অলসতায় জীবন কাটাইতে হইবে, এরূপ কথন স্বপ্নেও দেখে না, ডিউক অব্ আর্গাইলের প্রথম পুত্র কুইনের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আর এক পুত্র লিভারপুল সহরে চা-এর ব্যবসা করিতেছে।

ফরাসী দেশে লর্ডের ক্ষুদ্র অবতারেরাও মনে করেন যে জাতীয় ধনবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করিলে তাহাদের গৌরবের হানি হইবে।

তাহারা টাকা লইয়া আড্ডায় গিয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে, এবং পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যাহাতে তাহাদের নাম থাকে, তজ্জন্য ধার করিয়া স্থানীয় গির্জার জানালায় এক খানা রঙ্গচঙ্গে কাঁচ লাগাইতে ভাল বাসে। তাহাদের জীবন উদ্ভিদের জীবন—নিশ্চেষ্ট নিশ্চল।

কোন ফরাসীকে হাজার টাকা দাও, সে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া গৃহে আসিয়া বসিবে। এক জন ইংরেজকে সেই টাকাটা দাও, সে হয এক মাসে টাকাটা ব্যয় করিয়া ফেলিবে অথবা বিদেশে গিয়া চাষী হইবে। তাহার পক্ষে ইহা হয় কিছুই নহে, না হয় জীবনের সম্বল।

এক ডিউক অফ্ ডেভন্‌শায়ারের জমীদারী সম্পত্তির আয় ৮ কোটী টাকা বা বিশ কোটী ফ্রাঙ্ক। ইহা যেন মনে থাকে যে তিনিই কেবলমাত্র এক জন ধনী লর্ড নহেন, তাঁহা অপেক্ষা ধনী আরও আছে। ডিউক অফ্ ওয়েষ্টমিনিষ্টারের এত সম্পত্তি যে তাহা শুনিলে বিশ্বাস হয় না।

ইংরেজীতে ধনী ও কুলীন ইহার প্রায় এক অর্থ, কুলীন লোকের যে এত মান, তাহার ভিতরের কথা এই—ইংরেজের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি একা পান। যে দিন এই নিয়ম পরিবর্ত্তন হইবে, সেই দিন তাহাদের রাজ-নৈতিক ক্ষমতা তিরোহিত হইবে।

ইংরেজ-হঠাৎবাবু ফরাসী-হঠাৎবাবু অপেক্ষা হেয়। ফরাসী হঠাৎবাবুর বিদ্যা বুদ্ধি, গৌরব ও জ্ঞান ইংরেজ হঠাৎবাবুতে নাই। ভদ্র সমাজে উপস্থিত হইয়া ফরাসী-হঠাৎবাবু পকেটের টাকা ঝম্ ঝম্ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, আর অধিক দূর যায় না। কিন্তু ইংরেজ হঠাৎবাবু নিঃশঙ্কচিত্তে বলিবে যে, পদ্য লেখা চিত্র-টানা বা লাটিন ভাষা ইচ্ছা করিলে সে অনায়াসে শিক্ষা

করিতে পারিত, কিন্তু সে প্রকৃত ব্রিটনবাসীর ন্যায় স্বদেশের হিত করিতে অভিলাষ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মন দিয়াছে। ইহা ব্যতিত ইংরেজ ও ফরাশী হঠাৎবাবু উভয়েই সমান হেয়।

* লর্ডমেয়র ইংরেজ হটাৎবাবুর রাজা। এক দিন তাঁহার সহিত এক টেবিলে ভোজন করিতে গিয়াছিলাম। আহারান্তে ফল খাইবার সময় তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত কথা তুলিলেন। বিষয়টী বেশ সময়ে উঠিল, সে দিন তথায় প্রায় একশত সংবাদ-পত্র লেখক ও সাহিত্যানুরাগী লোক উপস্থিত ছিলেন। লর্ড-মেয়র বলিলেন " আপনারা সকলেই জানেন, আমি লোক শিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু শিক্ষার যত ফল মনে করা যায়, তত ফল হয় কি না তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ঠিক বলিতে হইলে, ইহাতে যত উপকার, ততই অনুপকার। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের বালককে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে প্রতি দিনের আহার উপার্জ্জন করিবার উপায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, সামান্য পড়া, লেখা, অঙ্কপাত, ইতিহাস ও ভূগোল জানিলেই যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষায় অনুপকার ভিন্ন উপকার নাই। তাহারা ইহা দ্বারা পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করা-রূপ জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। আমার স্বীয় দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি ১১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ব্যবসা শিক্ষা করিতে গৃহত্যাগ করি। আমি বেশী লেখা পড়া শিখি নাই, আমার শিক্ষা 'ধারাপাত শিশুশিক্ষা' পর্য্যন্ত।' কিন্তু দেখ এক্ষণে আমি লণ্ডন নগরের সর্ব্বেসর্ব্বা।" লর্ড-মেয়র সেই পণ্ডিত-মণ্ডলীমধ্যে এই রুচিময় বক্তৃতা দিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

---

* লণ্ডন নগরে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বা অধ্যক্ষ।

নরমাংসের হাট

লণ্ডন নগর—সিটি বা মিত্র-সহর লণ্ডন—উদ্যান—রাজমার্গ—হৃদয়-বিদারক দৃশ্য—মাত্‌লামি—পুনরায় স্যাণ্ডউইচের দল—অপরাপর লাভের কাজ—ইতর লোকের ভাষা—কীর্ত্তি-চিহ্ন—হুয়াণা—চল আমরা অন্যত্র যাই।

বিলাতের মহা-কবি শেলী বলিয়া গিয়াছেন "যদি পৃথিবীতে থাকিয়া নরক দেখিতে চাও, তাহা হইলে লণ্ডন নগর দেখিয়া আইস।" প্রকৃতপক্ষেই লণ্ডন এক অদ্ভুত স্থান। ইহাতে নাই এমন জিনিষ নাই। এক দিকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-পুস্তকের ধ্বজা উড়িতেছে, বিলাসিতা প্রচুরতা ও ধনের স্রোত বহিতেছে, অপর দিকে মদ মাত্‌লামি শঠতা ও প্রবঞ্চনার উতরোল চলিয়াছে, দুর্জ্জয় শীত ও অনাহার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দীনদুঃখীকে গ্রাস করিতেছে, এই সকল বিষম দৃশ্যের একত্র সমাবেশ লণ্ডন নগরে দেখিতে পাইবে। লণ্ডন নগরের পূর্ব্ব পল্লীতে কেবল দীনদুঃখীদের বাস, বড় লোকের বাস নাই। কিন্তু নগরের অন্যান্য সকল অংশেই তাহারা ধনকুবেরদের সহিত এক পাঁক্তিরে বাস করে, শতগ্রন্থি বসন পরিধান করিয়াও তাহারা বড় লোকের সহিত সমান খুঁটে চলিতে চাহে।

কোন প্রসিদ্ধ লেখক উল্লেখ করেন যে, লণ্ডনের উদ্যানে ভিক্ষুক বা ইতর লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা তাঁহার বড় ভুল, তিনি অল্প দিন মাত্র লণ্ডনে ছিলেন, তাই তাঁহার এইরূপ ভ্রম হইয়াছিল। লণ্ডনের প্রধান প্রধান উদ্যান ও রাজপথ ইতর লোকে পরিপূর্ণ, তবে তাহারা বড় লোকের

ভাণ করিয়া বেড়ায় বলিয়া কোন বিদেশী হঠাৎ তাহাদিগকে ইতর বলিয়া ধরিতে পারে না।

লণ্ডনের মধ্যস্থলে 'হাইড পার্ক' নামে এক সুবিস্তৃত প্রসিদ্ধ উদ্যান আছে। দিবাভাগে তথায় লণ্ডনের ধনকুবেররা জুড়ী ঘোড়া হাঁকাইয়া বেড়াইয়া থাকে, ফ্যাসন-প্রমুখ সুপরিচ্ছদ-বিভূষিত নরনারী নব-মল্লিকার শোভা সম্পাদন করে; কিন্তু রাত্রিযোগে তথায় সমাজের নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর উচ্ছিষ্ট লোক মনের সাধ মিটাইয়া পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে। উদ্যানের দ্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক রাত্রে খুলিয়া রাখা হয়। পুলিশ কনষ্টেবল সদা উদ্যানের দ্বারে দণ্ডায়মান, আজ্ঞা পাইলে সহজেই সেই পাপ-পঙ্কের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম, কিন্তু তাহাদের প্রতি প্রকাশ্য হুকুম আছে যে, এ সকল বিষয়ে তাহারা হস্তক্ষেপ না করে, এ সকল তাহাদের কাজ নহে। লণ্ডনের ইতর লোক বড় প্রতিহিংসা-তৎপর, তাহাদের সহিত যাহাতে কোন গোলযোগ না হয়, তাহারই চেষ্টা করা হয়।

উদ্যান রক্ষা সম্বন্ধেও ফরাসী ও ইংরেজ-রুচির অনেক প্রভেদ। ফরাসী-উদ্যানে শিল্প প্রকৃতিকে অন্তরালে রাখে, ইংরেজ-উদ্যানে শিল্প প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করে না। ইংরেজ ফরাসী অপেক্ষা নিসর্গশোভার পক্ষপাতী ও নিসর্গশোভার সম্মাননা করে। ইংরেজ-উদ্যানের বন্যমধুরিমা অতি হৃদয়-স্নিগ্ধকারী। প্রাতে কেহ না উঠিতে উঠিতে একবার লণ্ডন-উদ্যানের মধ্য দিয়া বেড়াইয়া আইস, দেখিবে কোকিলকণ্ঠ নাইটিঙ্গেল পক্ষী সুবৃহৎ বৃক্ষের সু-উচ্চ শাখায় বসিয়া প্রান্ত-সঙ্গীতে উদ্যান আমোদিত করিতেছে, দেখিবে লণ্ডনের মধ্যে ইহা এক অতি দুর্লভ উপভোগ। লণ্ডন-উদ্যানের প্রাতঃ-

কালীন কোমল ম র মুক্তোপম-ধূসর অর্দ্ধালোকে কে না প্রীত ও চমৎকৃত হয়? সেই প্রাতঃকালীন দৃশ্যের তুলনা পৃথিবীতে নাই।

যাহারা লণ্ডন দেখিতে গমন করেন, তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেছি তাঁহারা যেন নগরের বাহিরে গমন করিয়া কিউ-উদ্যান, রিচ্‌মণ্ড-উদ্যান, ও হ্যামটনকোর্ট-উদ্যানের চেষ্টনট্ বৃক্ষাবলী পরিদর্শন ক'রিয়া আইসেন। এই সকল না দেখিলে লণ্ডনের প্রকৃত শোভা দেখা হইল না।

উদ্যান ছাড়িয়া রাজপথের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রাজপথের নামকরণ-প্রণালীর প্রতি লোকের অগ্রে দৃষ্টি পতিত হয়। ইংরেজ সাহিত্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেন বলিয়া গরিমা করিতে পারেন, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে, ইংরেজের রাজপথ সাহিত্য-জগতের গণ্যমান্য লোকের নামে অভিহিত নহে। রাজপথের নামকরণ আবশ্যক হইলে কেহ সেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, বাইরণ, ষ্টার্ণ, গোল্ডস্মিথ, বর্ণস, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি সাহিত্য সংসারের অলঙ্কার—আর কিছু না থাকিলেও যাঁহাদিগকে লইয়া ইংরেজ চির-গৌরবান্বিত হইতে পারে—তাঁহাদের নাম মনেও করে না। ধনী, জমীদার বা প্রধান প্রধান নগরের নামে রাজপথের নাম। মিল্টন ও অ্যাডিসনের নামে দুই একটি রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মনে রাখা চাহি যে, মিল্টন প্রধান রাজকর্ম্মচারী অলিভার ক্রমওয়েলের কেরাণী ছিলেন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন; তাহা না হইলে মিল্টনের নাম রাস্তায় দেখিতে পাইতে না। সেইরূপ অ্যাডিসনও প্রবন্ধ বা পদ্য লিখিয়া এই সম্মান পান নাই, তাঁহার সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ ছিল। লণ্ডনের প্রধান

প্রধান রাস্তা কাঠে বাধান। ইহা ঘোড়া গাড়ীর পক্ষে যেমন সুবিধা, কণ্ট্রাক্টারদের পক্ষে ততোধিক। রাস্তা নির্ম্মাণ না হইতে হইতেই সংশোধনের আবশ্যক হয়। ভদ্রলোককে রাজ-পথে, কলের গাড়ীতে বা অন্য স্থানে পাইপ দ্বারা তাম্রকূট সেবন করিতে দেখিয়া ফ্রান্সবাসী চমকিত হন, কিন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন রুচি,—এই যুক্তি মনে রাখিলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমার বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর লোক প্রতিবার নূতন নূতন পাইপে তাম্রকূট সেবন করে, কখন দেখিলাম না যে, একটি পাইপ পুরাতন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা দুই একবার ব্যবহার করিয়াই পাইপটি ফেলিয়া দেয়।

লণ্ডন নগরের যেরূপ বিস্তার, তাহাতে অনেক নগরবাসীকে যে, দিনের মধ্যে এক আধ ঘণ্টা ব্যস (ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ) বা কলের গাড়ীতে কাটাইতে হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অশ্ব বা বাষ্পীয়যানে সদা গমনাগমন যে মস্তিষ্কের বিঘ্নকর, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সেই জন্য যাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে কিঞ্চিৎমাত্র দৃষ্টি আছে, তাহারা কতকটা রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া গমনাগমন করে। বিলাতের আব্হাওয়া যেরূপ জঘন্য ও পানাহার গুরুতর, তাহাতে শারীরিক পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক। কোন পীড়া হইলে ইংরেজ কবিরাজেরা তোমাকে অগ্রে শারীরিক পরিশ্রম করিতে উপদেশ দিবে।

লণ্ডনে যে সকল মূত্রত্যাগের আগার আছে, তাহাদের সম্মুখে এই লেখা থাকে,—"বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে পোষাক ঠিক করিবে"। সামান্য বিষয়েও যাহাতে নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়, জনের তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা। ইহা প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর হইতে লণ্ডনের উৎকৃষ্ট রাজপথেও পৈশাচিক-বৃত্তি তৃপ্তির মেলা বসিয়া যায়, নরমাংসের হাট উপস্থিত হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভদ্র লোক সন্ধ্যার পর রাজপথে বাহির হয় না। রিজেণ্ট ষ্ট্রীট নামক প্রসিদ্ধ রাজপথে যে সকল লোক দেখিতে পাও, তাহারা হয় বিদেশী, না হয় নবাগত পল্লিগ্রামবাসী। পূর্ব্বে সাধারণ নৃত্যাগাব ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যে প্রেমের বাজার পূর্ব্বে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে গৃহের অভ্যন্তরে বসিত, এখন তাহা অবারিত রাজপথে বসিতেছে। লণ্ডনে নীতিসংরক্ষক পুলিশ নাই। যে ইংল্যাণ্ডে নীতি ও খৃষ্টধর্ম্মের বড় প্রাচুর্ভাব, সেই ইংল্যাণ্ডে যে সকল জঘন্য দৃশ্য দেখা যায়, তাহা মনে হইলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকারা চুলে কালি দিয়া মুখে রং মাখাইয়া মাতাল হইয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া রাহী-দিগের নিকট কাতর স্বরে নিকৃষ্ট বেতন যাচ্ঞা করিতেছে এবং সেই রূপ এক ভাবে অষ্ট-প্রহর-রাত্রি রাজপথে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে প্রাতঃকালে শ্রান্তি ও রাত্রিজাগরণ-কষ্টে রাজ-পথের পয়ঃপ্রণালীতে পড়িয়াই ঘুমাইয়া পড়িতেছে। এই বিকট দৃশ্যের প্রতি আজিকালি লণ্ডনবাসীর দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহারা ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতেছে।

রাজপথের মাত্লামির কথা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিবার নহে। শনিবার রাত্রি ত মহামারির দিন, সে দিন আর "বাচ্ বিচার" থাকে না। বিলাতে স্ত্রীলোক প্রায় পুরুষের সমান-মাতাল; স্কটল্যাণ্ডে "প্রায়" টুকু নাই, উভয়েই এক সমান; আয়র্ল্যাণ্ডে স্ত্রীলোক পুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। যদি কাহারও এই কথায় অবিশ্বাস জন্মে তাহা হইলে তিনি ১৮৭৭

সালের সরকারী রিপোর্ট দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।

"খৃষ্ট-জগৎ" (Christian World) নামক কোন সংবাদপত্রে আমি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করি—"আমি কোন ধর্ম্মযাজকের স্ত্রী, আমার একটি পরিচিত পাচকী আছে, সে পূর্ব্বে মদ খাইত কিন্তু আর খাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যদি কোন খৃষ্ট পরিবারে পাচকীর আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমি তাহাকে বলিয়া দিতে পারি।" আহা, ধর্ম্মযাজকের সহধর্ম্মিণী কি উদারচেতা! দেখ, তিনি সেই রত্নকে নিজে না লইয়া তোমাকে আমাকে বিতরণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

মাতাল হইলেই কেবল ইংরেজ কলহপ্রিয় হয় ও গোলযোগ করে। যে সকল হত্যাকাণ্ডের কথা শুনা যায় তাহার অধিকাংশই মাতাল অবস্থায় হইয়া থাকে। সে দিন পর্য্যন্ত ভদ্র লোক টিপ্ সী-মাতাল হইয়া রাজপথে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিত না। অপর কথা কি, চলিত শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাসভার সভ্যেরা, অন্যস্থান দূরে যাউক, মহাসভাতেই মাতাল অবস্থায় আগমন করিত। একটা গল্প আছে যে, বিলাতের রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পিট্ আর এক জন সভ্যের স্কন্ধে ভর দিয়া একদিন মহাসভায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়েই তখন বেশ তৈয়ারী। পিটের বন্ধু উচ্চৈঃস্বরে বলিল "দেখ পিট্, এ কি হইল? আমি যে স্পীকারকে (অর্থাৎ সভাপতিকে) দেখিতে পাইতেছি না।" পিট্ উত্তর করিল "সে ত বড় মজার কথা, আমি—চুশন (দুজন) স্পীকার দেখ্ শি (দেখ্ ছি)।"

আমার মনে আছে একদিন এক রেলওয়ে ষ্টেশনে এক জন মাতাল রুশ্ কে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে—"এস

দেখি রুশ্, তোমাকে পাচাব করিতেছি ?” (সেই সময়ে রুশ ও ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।) যখন রুশ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল না তখন মাতাল আবার বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা, তা না হয় তুরস্কই এস, রুশই হউক, আর তুরস্কই হউক, আমার একটা হইলেই হইল।” যখন তুরস্কও উত্তর দিল না, তখন সে আবার বলিল “আচ্ছা, তবে রুশ তুরস্ক ও ইংল্যাণ্ড সকলেই এস, আমি সকলকেই একেবারে শেষ করিতেছি।” ইতিমধ্যে ষ্টেশনের লোক কোন প্রকারে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। যদি সে যুদ্ধ-পিপাসা ইউরোপের রাজ্য বিশেষ দ্বারা নিবারণ না করিয়া বাটী প্রত্যাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহধর্ম্মিণীর অদৃষ্টে যে কি হইল তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

বিলাতে স্যাণ্ডউইচের শ্রেণী যে শোচনীয় দৃশ্য দেখাইতেছে নরজাতীর ততদূর হীনতা জগৎ পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। দুইখানা তক্তা—এক খানা বক্ষে ও এক খানা পৃষ্ঠে—গ্রীবা হইতে ঝুলাইয়া ও তাহার উপরে আজগুবি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আঁটিয়া কতকগুলা লোককে লণ্ডন নগরের রাস্তায় রাস্তায় চলিতে দেখিবে, তাহাদেরই নাম “স্যাণ্ড-উইচ।” তাহারা দুই চারি পয়সার জন্য সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত রাজপথের নর্দ্দামায় নর্দ্দামায় বেড়াইতেছে। তাহারা যে রাস্তা ছাড়িয়া নর্দ্দামা দিয়া চলে তাহার বিশেষ কারণ আছে। লোক জনের গতায়াত ও ব্যবসার প্রতিবন্ধক হইবে বলিয়া তাহাদিগকে রাস্তা বা পদচারণ (ফুটপাথ) দিয়া চলিতে দেওয়া হয় না, সেই জন্য তাহাদিগকে নর্দ্দামা দিয়া চলিতে হয়। আরও দেখিবে যে গরিব বাছারিরা কখন কখন গলদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এক একটা বৃহৎ

চতুষ্কোণ তোড়ঙ্গ পরিবৃত করিয়া সারি বাঁধিয়া পা-টি পা-টি করিয়া চলিয়াছে। কেবল তাহাদের মস্তক ও হস্ত স্বাধীন। কিন্তু হস্তই বা সম্পূর্ণ স্বাধীন কি করিয়া বলিব? তাহারা হস্তদ্বারা রাহীদিগকে তোড়ঙ্গ-প্রস্তুতকারী হউসের বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতেছে—তাহারা তোড়ঙ্গ-প্রস্তুতকারী হউসের চলন্ত-বিজ্ঞাপন। সেই ভারবাহী পশুদেব তুলনায়, কাঠকুড়াণীকেও রাজরাণী বলিতে হইবে। কোন ফরাসী কবি বলিয়াছেন—

মরণ অধিক দিতে নরক যন্ত্রনা,
সংসারে হয়েছে স্যাণ্ড, উইচ (অ) বচনা।

লণ্ডন নগরে ব্যাগ্ বা মোটহস্তে শত পদ না যাইতে যাইতে দেখিবে যে, পথচারী ছোঁড়া ও ভিক্ষুকের দল তোমার পিছু লইয়াছে। তাহাদের এই আশা যে, যদি তুমি বিশ্বাস করিয়া তোমাব ব্যাগটি তাহাদিগকে বহন করিতে দাও, তাহা হইলে তাহারা দুই এক পয়সা উপায় কবিতে পাবে, অথবা সুযোগ পাইয়া মোড় ফিরিবার সময ব্যাগ লইযা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কবিতে পারে। রাস্তা এ-পাব ও-পাব হইবার স্থানে দেখিবে যে, কোন ভিক্ষুক তোমাব জন্য ঝাঁট দিয়া রাস্তার কর্দ্দমাদি পরিষ্কার করিয়া দিল, তাহাব একমাত্র ভরসা যে, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এক আধ পয়সা দান কর। পিকাডিলি, রিজেন্টষ্ট্রীট, হাইডপার্ক প্রভৃতি অতি ফ্যাসনপ্রমুখ স্থানেও সেই প্রেতমূর্ত্তি ভিক্ষুকদেব অভাব নাই। এমন কি নিজ রাজপ্রাসাদ-গবাক্ষেব নিম্নেও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।

লণ্ডন নগরে বিয়ার (সুরাবিশেষ) ও পুরাতন পরিচ্ছদেব ব্যবসায় বড় লাভ। সেই সকল ব্যবসাদারদেব গৃহে লক্ষ্মী বাঁধা। তাহাদের ব্যবসায় ধার নাই, কারণ গরিব লোকের

সহিতই তাহাদেব কাববার, গবিব লোককে ধাবে কেহ কিছু দেয় না, তাহাদেব সহিত "ফেলো কডি মাখো তেল"-এব ব্যবস্থা, নগদ দুই আনা পযসা দিয়া এক গেলাস বিয়ার পান কব, নতুবা ফিরিয়া দেখ। সুরাব্যবসায়ীর সহিত বন্ধকদাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এক জন অন্য জনেব পবম মিত্র, কেন তাহা বুঝাইতে হইবে না।

দায়গ্রস্থ লোকই বন্ধকদাতাব নিকট উপস্থিত হয়। সেই মহাত্মাদের ব্যবসার যেরূপ রীতি, তাহাতে তাহাবা চৌর্য্যবৃত্তির এক প্রকাব প্রশ্রয় দেয বলিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটেবা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, বন্ধকদাতাবা চোবা মাল গ্রহণ কবিয়া থাকে। যাহারা বহু মূল্য দ্রব্য বিক্রয কবে বা বন্ধক দেয়, বন্ধকব্যবসায়ী তাহাদেব বাটী বাটী যাইয়া টাকা দিযা আসিতে আইনানুসাবে বাধ্য। ইহাতে কতকটা জামিনেবও কাজ কবে। বন্ধকদাতাব নিকট তুমি যে নাম ও যে ঠিকানা ইচ্ছা দাও, সে তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে তোমাকে টাকা ধাব দিবে। সকল ঝোঁক তাহাব উপব। সেই জন্য সে অধিক টাকা ধাব না দিযা সামান্য টাকা অধিক সুদে ধাব দিয়া থাকে। যদি বন্ধকি-মাল চোরা প্রমাণ হয এবং যাহাব মাল সে আসিয়া সনাক্ত কবে, তাহা হইলে বন্ধকদাতা তাহা প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে ফিবিয়া দিতে বাধ্য।

ইংরেজ ছোটলোকেব ভাষা অনুবাদ কবা বিদেশীয অভিধানের আয়ত্বাধীন নহে। সুশিক্ষিত শ্রেণীব ভাষা যেমন বাছা কোছা, সুমিষ্ট ও নির্দোষ, ছোট লোকের ভাষা সেইরূপ অস্পষ্ট ও জঘন্য। তাহাদেব অভিধানে কেবল মাত্র একটা গুণবাচক শব্দ আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাবা কথায কথায় 'ব্লডি' (Bloody), এই শব্দ প্রয়োগ করে। 'ব্লডি' কথাটি শুনিলে

ইংরেজের হৃৎকম্প হয়, কিন্তু বিদেশীর কর্ণে ইহা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। একটা উদাহরণ দিতেছি,—কোন শ্রমজীবী ইংরেজ বলিতেছে, "আমি আমার 'ব্লডি' প্রভুকে বলিলাম যে, তিনি আমাকে প্রতি 'ব্লডি' সপ্তাহে কেবল এক 'ব্লডি' পাউণ্ড (দশ টাকা) দেন, কিন্তু আমি আরও 'ব্লডি' পাঁচ শিলিং (আড়াই টাকা) চাহি। তিনি বলেন যে, আমার 'ব্লডি' প্রার্থনা শুনিবার জন্য তাঁহার 'ব্লডি' সময় নাই।' ব্লড শব্দের অর্থ শোণিত এবং ব্লডি শব্দের প্রকৃত অর্থ শোণিতাক্ত, কিন্তু এস্থলে যে ব্লডি পদ ব্যবহার হইল, তাহা শপথ করিতে বা 'দিব্য গালিতে' ব্যবহার হয়, ইতর ইংরেজের ভাষায় ইহা কথার মাত্রা মাত্র।

মোরগের যুদ্ধ ও কুকুরের যুদ্ধ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে আইন দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কুস্তিকরাও আজি কালি লোকে পছন্দ করে না, কুস্তিকরা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছে, যদি কখন কেহ কুস্তি করে, সে কেবল গোপনে। প্রাচীন অসভ্যতার এই সকল অবশিষ্ট চিহ্ন ক্রমে অদর্শন হইতেছে। ইংরেজ এরূপ জোরে ঘুসি ছুড়িয়া থাকে যে, মস্তক এককালে স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বর্ব্বরেরা মল্লযুদ্ধের সময় কখন লাথি ছুড়ে না, তাহা তাহাদের জাতীয় রীতির বহির্ভূত। লাথি ক্ষীণাঙ্গীদের জন্য তোলা থাকে, তাহা কেবল ক্ষীণাঙ্গীদেরই এক চেটিয়া।

লণ্ডন কোথায় আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইল বলা, বড় সুকঠিন। পোষ্টাফিসের চক্র বা সবহদ্দ অনুসারে চ্যারিংক্রস্ নামক স্থানের চতুষ্পার্শ্ব ছয় ক্রোশ লণ্ডনের অন্তর্গত।

লণ্ডনে কীর্ত্তি-চিহ্ন নাই বলিলেই হয়, ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধর্ম্ম-মন্দির, ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রাসাদ, সেন্টপলের ক্যাথিড্র্যাল বা ধর্ম্ম-মন্দির, এই কয়েকটী ব্যতীত আর ত কিছুই দেখা যায় না। মহাত্মা কবডেনের প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনের ঘুঁজি রাস্তার পূতিগন্ধ মধ্যে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছে, নেল্‌সনের প্রতিমূর্ত্তিও নিরাভরণ স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া গগণ স্পর্শ করিতেছে। ওয়েলিংটনের যে তিন প্রতিমূর্ত্তি ও সেক্সপীয়রের এক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণেব টাকায় নির্ম্মিত নহে, লোক বিশেষ প্রদত্ত। এই ত হইল গণ্য মান্য লোকের স্মরণ-চিহ্ন। ট্রাফালগার চতুবেড—যাহা পারিসের কন্‌কর্ড চতুর্ব্বেডের স্থান অধিকার করে, তাহার চারি কোণে চারিটী পদস্থল দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তিনটির উপর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও চতুর্থটী এখনও শূন্য। ইংল্যাণ্ডে বড লোকের অভাব নাই, তবে মূল কথা কীর্ত্তি-চিহ্ন স্থাপনে লোকের মনোযোগ বড অল্প।

যদি ৩০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক(১) কি কবিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হয় দেখিতে চাহ, তাহা হইলে "আল্‌বার্ট মেমোরিয়াল নামক স্মরণ-প্রাসাদ দেখিয়া আইস। মহারাণী স্বীয় স্বামী প্রিন্স আলবার্টের স্মরণার্থ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৬৬৬ সালে লণ্ডনে যে সর্ব্বসংহারী অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহার স্মরণার্থ এক মনুমেণ্ট প্রস্তুত হয়, সেই মনুমেণ্ট উচ্চে ২০০শত ফুট(২)। তিন পেনী বা নয় পয়সা দিলে তাহার উপরে উঠিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিন পেনী দিয়া তাহার উপরে উঠা অপেক্ষা

(১) এক ফাঙ্কে ষাট আনা।

(২) দেড় ফুটে এক হাত।

চার্লস্ ডিকেন্সের মতে তিন দু-গুণে ৬ পেনী দিয়া না উঠাই শ্রেয়ঃ।

জনবুল বড় কাজের লোক ও তাহার প্রকৃতি অতি ঘন গম্ভীর, ছুঁচা মারিয়া হাতে গন্ধ করা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে; তাহার চক্ষে সাধারণের অর্থে কীর্ত্তি-চিহ্ন নির্ম্মাণ করা বৃথা ব্যয় মাত্র। কিন্তু এই সকল বৃথা কার্য্যে কি অমূল্য রত্ন গুপ্ত ভাবে নিহিত থাকে না? তাহাদের বাহ্য দৃশ্য চিত্তাকর্ষণ না করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ পদার্থে হৃদয় উন্মত্ত হয় না?

লণ্ডনের রাস্তা শুভদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু কাজের যে বেশ উপযুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাস্তায় এমন কিছু নাই যে, তুমি অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবে, বরং যাহাতে রাস্তা চলা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে পার, তাহারই ইচ্ছা হইবে। রাস্তায় পা-চালি করিবার লোক লণ্ডনে নাই। তাহারা উদ্যানেও যাইতে পাবে না, পাছে লোকে অসদভিপ্রায় সন্দেহ করে। রাস্তায় যে সকল ভদ্র লোক দেখিবে, তাহারা হয় কার্য্যস্থানে যাইতেছে, না হয় কার্য্য স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে।

ভুবনবিখ্যাত লণ্ডনের কোয়াশা দুই শ্রেণী বিভক্ত। এক প্রকার কোয়াশার বর্ণ ঘোর কাল, তাহাতে ভয়ের কথা তত বেশী নাই, কিন্তু দেখিতে বড মজার জিনিষ। দেখিবে এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে লণ্ডন নগর হঠাৎ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ও অবিলম্বে সকল স্থানে গ্যাস আলোকিত হইল। এ প্রকার কোয়াশায় লোকের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেবল দিবা দ্বিপ্রহরেও ঘরে বাহিরে, রাস্তা ঘাটে, রাত্রি ১০টা বলিয়া বোধ হয় মাত্র। ব্যবসা, লোকের ভিড ও গাড়ির গতায়াত বন্ধ হয় না,—নগরে যেমন লোকের ভিড় তেমনই থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোয়াশা বড় ভয়ানক,—ইংরেজ ইহার মটর-ডাল বর্ণের কোয়াশা নাম দিয়াছে। ইহা নাকে মুখে প্রবেশ করিয়া লোকের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া তুলে। যদি হাঁপাইয়া যাইতে বা রক্ত বমন করিতে না চাহ, তাহা হইলে প্রশ্বাসনী বস্ত্র দ্বারা মুখ বন্ধ কর। গ্যাস আলোকিত করা বৃথা, কারণ গ্যাস-দণ্ডের নিকটে দাঁড়াইয়াও আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। গতায়াত একেবারে বন্ধ হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে দুই তিন ঘণ্টা, মনে হয়, যেন নগর মৃত হইয়া ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

ফরাশীরা যতদূর মনে করে, তত ঘন ঘন এরূপ কোয়াশা হয় না। তাহাদের বিশ্বাস যে, এরূপ কোয়াশা উপস্থিত হইলে হারাইয়া যাইবার ভয়ে নিকটস্থ সহচরের হাত ছাড়িয়া থাকা উচিত নহে। অথবা যদিই হাত ছাড়িয়া থাকিতে হয়; তাহা হইলে কোটের পুচ্ছদেশ যাহাতে হাত বাড়াইয়া পাওয়া যায়, এরূপ দূরে থাকা উচিত। বৎসরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে বড় জোর ১৫ দিন এরূপ কোয়াশা হয়, বাকী সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, লণ্ডন যেন ধূমে আবৃত। যে দিন আকাশ পরিষ্কার থাকে সে দিন বড় মনোহর, কিন্তু এরূপ দিন প্রায় হয় না। যে দিন সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন, সে দিন তাহার ফটোগ্রাফ্ লওয়া হইল—পাছে লোকে ভুলিয়া যায়, সূর্য্যদেব কি প্রকার? 'আজি কালি কোয়াশার ভয় কিছু কমিতেছে, কর্‌পোরেশন (Municipality) এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এবং ইহা নিবারণ জন্য অনেক সভাও হইয়াছে। সকল বিষয়েই লর্ড মেয়রের হস্তক্ষেপ করা চাহি, এবিষয়েও তাঁহার হস্তক্ষেপ আছে। ইহা ব্যতীত আমরা শুনিয়াছি, লণ্ডনে নূতন শাসন

প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে। অতএব দেখ, কোয়াশা বুঝি এই বার উঠিয়া যায় ?

চল আমবা কুয়াশা ছাড়িয়া মিউজিয়ম (যাদুঘর), ক্লব (সভা), ও হউসে প্রবেশ কবি, সেখানে চক্ষু মন ও প্রাণ শীতল করিবাব অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা যাদুঘর

ইংরেজের ভিতর পিঠ—সহরে ও পল্লিগ্রামে জনবুলের মূর্ত্তি—ক্লব (সমাজ)—মিউজিয়ম—বিটিশ মিউজিয়ম—সাউথ কেনসিংটনস্থিত মিউজিয়ম—জাতীয় চিত্রশালা—বড় বড় চিত্রশিল্পী—লণ্ডন টাওয়ার—হ্যামটন্‌কোর্ট—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্মমন্দিব—সেণ্টপলস ক্যাথিড্রাল—স্ফটিক প্রাসাদ—শ্রীমতী টু’সার প্রদর্শনী।

বড বড সহবে ইংবেজেব বাহ্যদৃশ্য, গৃহেব বাহিবেব জীবন, একদিকে যেরূপ অবসাদময ও মেঘাচ্ছন্ন, সুরক্ষিত ইংরেজগৃহের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, আভ্যন্তবীণ জীবন সেই রূপ অপব পক্ষে সুমধুব ও সুখময। বিলাসিতা ও সুখে ইংরেজ-গৃহ স্বর্গ নির্ব্বিশেষ। কি অভাব পরে হইতে পারে, অতি সামান্য হইলেও বিলাতবাসী তাহা সুন্দর রূপে পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধাবিত করিতে পাবে, কিসে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, বহু চিন্তা ও বহু যত্নের সহিত তাহা স্থিব কবিতে পারে। গল্পেব জন্য সোফা, পাঠের জন্য পুস্তকরক্ষণী, আরামের জন্য চৌকী, তাম্রকূট সেবনের জন্য আসন, যেখানে যেটি আবশ্যক ইংরেজ গৃহে তাহা দেখিতে পাইবে। গৃহেব প্রত্যেক বসিবার আসনটি কোন না কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধন কবে। বসিবাব গৃহ, বৈঠকখানা, পুস্তকাগাব, তাম্রকুট-সেবনাগার,

প্রত্যেকটিরই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেক ইংরেজেরই এক একটি খাস কামরা আছে, তাহাতে বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ, ইচ্ছানুসারে কাজ বা বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি কেবল নিজে তাহাতে আশ্রয় লইতে পারেন।

বিলাতে কার্পেট বড় আবশ্যক। সামান্য বাটীতেও প্রত্যেক তোলা, প্রত্যেক সিঁড়ি কার্পেটে মোড়া। কার্পেট ও চা পাইলে ইংরেজ রমণী বড় সুখী, এই দুইটা দ্রব্য যথার্থই তাহার সুখের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহার জীবনের অংশ বিশেষ। আমি নিজের কথা বলিতে পারি, যখন আমি ফ্রান্সে থাকি তখন চা-পান আমার মনেও থাকে না, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে চা ব্যতিত থাকিতে পারি না, ইংল্যাণ্ডের আবহাওযায় চা নিতান্ত আবশ্যক। স্কটল্যাণ্ডের লোক তোমাকে বলিবে, স্কটল্যাণ্ডে আমি হুইস্কি (সুরা বিশেষ) ব্যতিত বাঁচিতে পারি না, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে হুইস্কি ব্যতিত চলিযা যায়। যদিও স্বচক্ষে দেখি নাই তথাপি এ কথায় আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

যে দেশে বৎসরের মধ্যে ৮ মাস শীত, যে দেশে বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, সে দেশে গৃহে থাকিয়া পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করা নিতান্তই আবশ্যক। সেই জন্যই গৃহসজ্জার প্রতি, গৃহ পারিপাট্যের প্রতি, বিলাতবাসীর এতাধিক দৃষ্টি। বড় লোকের অট্টালিকার বাহ্যাকারে প্রসংশা করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সেই সকল সুউচ্চ, কালিমা কলুষিত, নিরাভরণ প্রাচীরের অভ্যন্তরে কত ধন ও কত বিলাসিতা গুপ্ত রহিয়াছে। প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন গৃহ ও গ্রাম্য-বাটীকার সহিত নগরের অট্টালিকার কোন সৌসাদৃশ্য নাই।

যদি জনবুলের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে চাও তাহা হইলে সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাও। জন্ যেমন শিকারে পটু—আপৃষ্ঠ-দণ্ড শিকারী—গ্রাম তেমনি তাহার উপযুক্ত স্থান। কোন মার্কিন গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন যে, যে বিদেশী ইংরেজ-চবিতের প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করিতে ইচ্ছুক, কেবল রাজধানী দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকা তাহাব উচিত নহে। ইংবেজেব প্রকৃত মনের ভাব গ্রামেই প্রকাশ পায়, সহবের উত্তাপ-হীন ব্যবহার, কপট ভদ্রতা, ও কপট বাক্ শূন্যতা ত্যাগ করিযা, ইংরেজ গ্রামে খোলো-প্রাণে আমোদ আহ্লাদে যোগ দান করে, সভ্যসমাজের উপযোগী বিলাস ও সুখের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা ব্যতিত অন্য ব্যবহার-বন্ধন তথায় একবারে বিদূরিত হয়। অনুশীলনোপযোগী নির্জ্জনতা, রুচি-অনুমোদিত চিত্ত-রঞ্জন বা গ্রাম-সুলভ শারীরিক শ্রমের আয়োজনে তাহার গ্রাম্য-বাটীকা পরিপূর্ণ। গ্রাম্য-বাটীকায় পুস্তক, চিত্র, গীত-গ্রন্থ, ঘোড়া, কুকুব ও নানা প্রকার শিকাব যন্ত্র সদা প্রস্তুত, অথিতির জন্য বা নিজেব জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, যথার্থ আতিথ্যের সহিত সকলের জন্য সকল প্রকাব আমোদের সুব্যবস্থা। মধ্যবিৎশ্রেণীর ইংরেজ স্বীয় কুটীর সুসজ্জিত রাখিতে যেরূপ বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দেয় তাহা দেখিলে মন বড উল্লসিত হয়। অতি সামান্য আবাস গৃহ, অতি ক্ষুদ্র অশুভ-দর্শন ভূমি, রুচিকুশল ইংরেজের হস্তে পড়িয়া ক্রমে ক্ষুদ্র স্বর্গবিশেষ হইয়া উঠে। ইংল্যাণ্ডেব প্রধান আকর্ষণ তাহাব নিয়মময় ভাব। সকলই যেন সুনিয়ম ও শান্তিময় জীবনের পরিচয় দিতেছে। তাহার পর ক্লবের (সমাজ) কথা,—পেলমেল রাজপথেব শোভা সেই সকল অট্টালিকার কথা। সাহিত্য ও বিজ্ঞান জগতের খ্যাতনামা মহাত্মাদিগের

জন্য এথিনিয়ম ক্লব, কনসার্ভেটিব সম্প্রদায়ের প্রধান সভ্যদের জন্য কার্লটন ক্লব, লিবারেল সম্প্রদায়ের জন্য রিফর্ম ক্লব, অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদের জন্য অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ক্লব, সৈনিক বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের জন্য আর্মি ও নেভী ক্লব, হুইটেকার রচিত পঞ্জিকায় এই প্রকার ৯৯টী ক্লবের নাম দেখিয়াছি। অনেকগুলি সামান্য ক্লবের নাম তাহাতে উল্লেখ নাই। প্রধান প্রধান ক্লবের রাজ-প্রাসাদ সম অট্টালিকা কেবল গণ্য মান্য ও ধনী লোকদিগের জন্য। ৪০পাউণ্ড প্রবেশ-দক্ষিণা ও ১০ পাউণ্ড বাৎসরিক চাঁদা দিবা কয়জন লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে? টাইট-প্যাণ্টালুনিত দ্বারপাল, ছয় আঙ্গুল পুরু শব্দসংহারী কার্পেট, প্রশস্ত সিঁড়ি, প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, বিলাসিনীতার সহিত পদ বিক্ষেপ করিয়া সভ্যেরা ক্লবে আগমন করিতেছে ও ক্লব হইতে বহির্গমন করিতেছে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য কেহ কাহারও উদ্দেশে হ্যাট উত্তোলন করা আবশ্যক মনেও করিতেছে না, কেহ কাহারও উপর দৃক্‌পাতও করিতেছে না, কেহ বা "তুমি কেমন আছ" বলিবার ভাণ করিয়া উদ্দেশে বলিতেছে আমাকে বিরক্ত করিও না, তোমার সহিত আলাপ করিবার আমার সময় নাই, এই সকল অবলোকন করিয়া উত্তপ্ত শোণিতও জমিয়া যায়। তাহাদিগকে টাইম্‌স সংবাদ পত্রের বিশাল অন্তরালে চুয়াল-ভাঙ্গা হাই তুলিতে দেখিয়া, দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলেও আমার ঘোর সন্দেহ হইয়াছে যে ভোগ বিলাসে তাহাদের আর সুখ নাই, ভোগ বিলাসে তাহাদের বিরক্তি জন্মিয়াছে।

এই সকল ক্লবে প্রবেশ করিতে, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তোমার আমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত

হয়,—সম্মানের সহিত আশঙ্কার এইরূপ নিকট সম্পর্ক। কেবল "স্যাভেজ বা অসভ্য ক্লব দেখিয়া আমার মনে সেরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় না, সেই সাড়ে আঠার ভাজা, নেতা কেতার ঝুলি, সাহিত্যকুশল, লিপিকুশল, চিত্রকুশল ও অভিনয়-কুশল লোক দ্বারা গঠিত। সে বৎসর ইংরেজ সমাজের চূড়ামণি স্বয়ং যুবরাজ (Prince of Wales) সাহসে নির্ভর করিয়া স্যাভেজ ক্লবের একজন সভ্য অর্থাৎ অসভ্য হইয়াছেন, এবং নিচ হইতে নিচ ভ্রাতা-অসভ্যের সহিত একত্রে পান ভোজন করিয়াছেন। সভ্যদের বিচিত্র গুণাবলিই সেই লোকপ্রিয় ক্লবের প্রধান আকর্ষণ। ইহার প্রবেশ দক্ষিণা ৮০ টাকা ও বার্ষিক চাঁদা ৩০ টাকা।

লণ্ডনের মিউজিয়ম বা যাদুঘরে যে সকল রত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে হইলে এক খণ্ড পুস্তকে স্থান হয় কি না সন্দেহ। লণ্ডন নগরে ব্রিটিশ মিউজিয়ম, সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ম, ন্যাসনেল গ্যালারি বা জাতীয় চিত্রশালা, হ্যামটন কোর্ট নামক প্রাসাদ ও উদ্যান, লণ্ডন টাওয়ার ইত্যাদি কত রত্নাগার রহিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া দুঃসাধ্য। ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—মিউজিয়মের কাচ-গুম্বজিত গোলাকার পাঠাগার পৃথিবী মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার আর সন্দেহ নাই, ইহার মধ্যস্থলে প্রখরবুদ্ধি মিষ্টভাষী অনুচ্চবাক্ গ্রন্থ-পরিদর্শকের দল, তাহাদের চতুঃপার্শ্বে সুপ্রশস্ত টেবিল, সুখসেব্য চৌকি, পাঠ ও অনুশীলনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী চক্রাকারে সজ্জিত, কোন গোল নাই কোন শব্দ নাই, সদা শান্তি বিরাজমান। পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ৬০,০০০ গ্রন্থ স্তবকে স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে, ইচ্ছা হইলে বিনা অনুমতিতে সে সকল গ্রন্থ

তুমি অধিকার করিতে পাবে। ১৮৮২সালে মুদ্রিত-গ্রন্থ-বিভাগে (অর্থাৎ হাতের লেখা গ্রন্থ ছাড়া) ১৩ লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ গণনা কবা হয়। গ্রন্থের তালিকা নিখুঁত। পারিসে একখানি গ্রন্থ অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইলে, গ্রন্থকারের নাম ও প্রথম সংস্করণেব সন তাবিখ জানা আবশ্যক, নতুবা তালিকা দেখিয়া গ্রন্থ বাহির কবা অসম্ভব। সে দিন আমার এক বন্ধু পাবিস হইতে লিখিযা পাঠান, সেক্‌সপিযাব সম্বন্ধে যে সকল ফরাশী গ্রন্থ আছে তাহার একখণ্ড তালিকা পাঠাইয়া দিতে হইবে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক ঘণ্টা মধ্যে আমি সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু পাবিসে তাহা কখন হইত না।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানাবিধ সংগ্রহ বক্ষিত আছে।

রবিবার ব্যতিত অন্য দিনে ইহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ অধিকার। রবিবার সকল শ্রেণীর লোকের অবকাশ, কিন্তু সে দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ বন্ধ বলিয়া তথায় ইতর লোকেব সহিত বড সাক্ষাৎ হব না। পাবিসে লুভব মিউজিয়মে সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা ইতর দর্শক অধিক দেখিতে পাওয়া যায। এক দিন শুনিলাম এক কৃষক একটি পুবাতন মুদ্রা দেখিযা তাহাব উপরেব লেখা পড়িয়া বলিতেছে "দুই সহস্র বৎসরেব পুরাতন মুদ্রা—এ বড় মন্দ তামাসা নহে, এই কুল্যে ১৮৬৮ সাল, ইহার মধ্যে দুই সহস্র বৎসর পুরাতন হইল কি করিয়া?' একৃপ দরের লোক ব্রিটিশ মিউজিয়মে বড দেখা যায় না।

সাউথকোনসিংটন মিউজিয়ম :—ইহার মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের পাঠশালা, পঞ্চাশৎ সহস্র গ্রন্থধারী-পুস্তকাগার, ইংরেজ চিত্রকুশলীদেরচিত্র, পুরাকালিক দ্রব্যসংগ্রহ; হ্যাণ্ডে-

লের বেহালা; লুথরের বাদ্যযন্ত্র, মধ্য ও নবযুগের শিল্প-সংগ্রহ; হৃদয়গ্রাহী ভারত-বিভাগ, ভারতীয় মন্দির, বৈদিক ও পৌরাণিক দেব দেবতা, এবং হিন্দু পুরাণের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর নানাবিধ রহস্য দেখিতে পাইবে।

জাতীয় চিত্রশালা ঃ—ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয়,এবং জন জুলিয়স্ আঙ্গীর ষ্টাইনের প্রভৃত সংগ্রহের আধার। হোগার্থ রেনল্ডস, গেনসবরা, রাইট, লরেন্স, টর্নার, লেসলী, এডউইন প্রভৃতি ইংরেজ চিত্রশিল্পের আবিষ্কারকদের চিত্র এই সংগ্রহের প্রধান অঙ্গ। রাফ্যাল, রুবাঁ, টিশিয়ঁা, ভ্যান্‌ডাইক প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের চিত্রও তথায় দেখিতে পাইবে।

লণ্ডন টাওয়ার ঃ—এই পরিখাত বেষ্টিত প্রাচীন দুর্গ তমসা নদীর তীরে অবস্থিত। বিজয়ী উইলিয়ম এবং কেহ কেহ বলেন জুলিয়স্ সিজার ইহার কতক অংশ নির্ম্মাণ করেন। রাজকীয় বহুমূল্য বস্তু, আগ্নেয় অস্ত্র, রাজ্ঞী লেডী জেন গ্রের মস্তক-চ্ছেদনকারীকুঠার ও দণ্ড, এবং অপরাপর শত সহস্র বহুমূল্য ঐতিহাসিক বস্তু ইহার মধ্যে রক্ষিত আছে। দুই তিন ঘণ্টা আমোদ আহ্লাদে কাটাইবার জন্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই পুরাকালিক পরিচ্ছদভূষিত রক্ষক, সেই বারেন্দা, সেই পরিখাত তোমাকে চিন্তায় শত শত বৎসর পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া লইয়া যাইবে। টাওয়ারের ঠিক সম্মুখে টেমস্ নদীর গর্ভ দিয়া পাতাল-পথ গিয়াছে। ৭ ফিট ব্যাস লৌহ-পাইপ বা চোঙ্গ দ্বারা এই পথ নির্ম্মিত। মহারাণীর খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতম প্রজা ব্যতিত অন্য কাহাকেও সেই পাতাল-পথ দিয়া যাইতে পরামর্শ দি না। উচ্চ গোড়ালী-বিশিষ্ট জুতা পায়ে দিলে বা পয়সা দিয়া ক্রুব-কবা-হ্যাট মাথায় দিলে, খর্ব্বতম লোকও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

হ্যাম্টন কোর্ট :- লণ্ডনের কিয়ৎদূরে তমসা-নদী-তীরে হ্যামটন কোর্টের উদ্যান ও রাজপ্রাসাদের অবস্থান। উদ্যান অপ্সরা পছন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বসন্তের প্রারম্ভে দক্ষিণানিলস্পর্শে হইয়া চেষ্টনট বৃক্ষের দগ্ধ যষ্টি যেন যাদু-মন্ত্র-তাড়িত নব কিশলয় প্রসব করে, সুপ্তোত্থিত নাগরীর ন্যায় অভাবনীয় কমনীয় কান্তি ধারণ করে। হ্যাম্টন কোর্টস্থ চেষ্টনট বৃক্ষের খ্যাতি জগৎব্যাপ্ত। হ্যামটন কোর্ট-প্রাসাদ মধ্যে ৯৩৩ খানি নানাজাতি চিত্র আছে, তাহার অধিকাংশই ঐতিহাসিক। সেই শুভদর্শন প্রাসাদের সম্মুখে প্রায় এক মাইল ব্যপিয়া এক বারেন্দা। চেষ্টনট বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে বারেন্দা হইতে উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শন করিলে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়। হ্যাম্টন কোর্টের প্রকাণ্ড আঙ্গুর বল্লরী আর একটি দেখিবার জিনিষ। ১৮৬৯, সালে ইহা রোপিত হয়, এক্ষণে ইহা এত বড় হইয়াছে যে ইহার গুঁড়ি বেড়ে প্রায় দুই হাত ও দীর্ঘে প্রায় ৭৪ হাত। ইহার ডাল পালা বহুদূর ব্যপিয়া পড়িয়াছে। প্রতিবৎসর ইহাতে ২,৫০০ থলো আঙ্গুর ফলিয়া থাকে, প্রত্যেক থলোয় আধ্সেরর অপেক্ষাও অধিক আঙ্গুর ফলে। ইহার ফল অতি সংগন্ধযুক্ত, ইহা কেবল রাজপরিবারের জন্যই ব্যবহৃত হয়। হ্যাম্টন কোর্টের উদ্যান রবিবারেও খোলা থাকে, রবিবার দিন অন্য কোন সাধারণ স্থানে লোকের প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং এ কাজটায় জনের বাহাদুরি আছে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি বা মন্দির, লণ্ডনের পশ্চিম বিভাগের প্রধান ভজনালয়। লণ্ডন টাওয়ারের নিচেই ইহার নাম।

আদি মন্দির বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত, কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রায় কোন চিহ্নই নাই, যে স্থানে ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলের ছাত্রদের

যুল্‌ফা বা কুস্তিস্থান কেবল সেই স্থানটা প্রাচীন। সম্রাট্ সপ্তম হেন্‌রীর সময় ইহার পুনঃসংস্কার হয়, সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ৮০০ শত বৎসরেরও অধিক হইল ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণীর রাজ্যাভিষেক সেই ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি বা মন্দিরে হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালের খ্যাতনামা পুরুষ—যাঁহারা স্ব স্ব কালের গরিমা বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি, কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি স্মরণ চিহ্ন এই মন্দির মধ্যে থাকিয়া ইংরেজের জ্বলন্ত গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহার বর্ণনা করিয়া উঠা অসম্ভব। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজা-রাজ্‌ড়া ব্যতিত স্পেন্‌সার, মিল্টন, ড্রাইডেন, হ্যাণ্ডেল, শেরিডেন, ম্যাকলে, ডিকেন্স, থ্যাকারে, লিভিংষ্টোন এবং অভিনেতাগ্রগণ্য গ্যারিক—যিনি শ্বেতপুরী ইংল্যাণ্ডের গৌরববর্দ্ধন সন্তানগণের মধ্যে স্থান পাইবার কোন মতে অযোগ্য নহেন—প্রভৃতি ইংরেজ রত্ন তোমার পদতলের নিম্নে হর্ম্ম্যতলে শায়িত। চিরস্মরণীয় অ্যাজিনকোর্ট যুদ্ধে সম্রাট পঞ্চম হেন্‌রী যে অজিন ও বর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অজিন ও বর্ম্ম আজিও পঞ্চম হেন্‌রীর স্মৃতিস্তম্ভের উপর দেখিতে পাইবে। প্রাচীন মূর্ত্তি-প্রস্তর সকল আজিও অতি সুন্দর রূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে। রবিবার তিনটার সময় ইহার মধ্যে ধর্ম্ম-আলোচনা হয়, সেই সময় বিলাতের উৎকৃষ্ট আচার্য্যের উপাসনা শুনিতে পাওয়া যায়।

সেণ্টপলের ক্যাথিড্রেল বা ধর্ম্মমন্দির লর্ডগেট হিল্ নামক স্থানের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত, বহুদূর হইতে এই বিশাল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্টপলের

ক্যাথিড্রাল ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি কৃতজ্ঞ ও গুণজ্ঞ দেশের মহাপুরুষদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ স্ব স্ব গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। আজি আমরা যে ক্যাথিড্রাল দেখিতেছি তাহা ক্রিষ্টোফার রেণ কর্তৃক ১৬৭৩ সালে আরব্ধ হইয়া ১৭১০ সালে সমাপ্ত হয়। ১৬৬৬ সালের সর্ব্বগ্রাহী অগ্নিকাণ্ডে আদি-ক্যাথিড্রাল আমূল ধ্বংস হইয়া যায়। ওয়েলিংটন, স্যামুয়েল জন্‌সন্, র‍্যেণ, টর্ণার, জশুয়া রেনল্ডস, এবং এড্‌উইন্ ল্যাণ্ডসিয়ারের মৃতদেহ ইহার মধ্যে রহিয়াছে। ইহার গুম্বুজ ২৬৯ হাত উচ্চ, ইংরেজ-রাজধানী মধ্যে এই প্রাসাদই অগ্রে চক্ষে পতিত হয়।

স্ফটিক প্রাসাদ :—এই সুবৃহৎ স্ফটিকপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিতে দেড় কোটী টাকা ব্যয় হয়। ইহা যে সহজে নির্ম্মাণ হয় নাই তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে কেবল এই দুঃখ, এত অর্থনাশ করিয়া এই প্রাসাদ কেন নির্ম্মিত হইল? ইহাকে শ্রীহীন বিশাল খেল্‌না দ্রব্য বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। ইহার চারি ধারের বারেন্দা ও উদ্যান অতি শুভদর্শন। ব্যাঙ্কের ছুটী হইলে সকল আপিশ বন্ধ হয়, লোক অবকাশ পাইয়া সেই সময় স্ফটিক প্রাসাদে আসিয়া সমবেত হয়, ইহা তাহাদের প্রিয়স্থান, সময়ে সময়ে তথায় লক্ষাধিক লোকেরও সমাগম হয়। তথায় আতস-বাজি, সমস্বর-সঙ্গীত, পুষ্প-মেলা, কুস্তি, সার্কাস, পশুশালা ও নানা প্রকার কৌতুক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল দেখিবার জন্য দর্শনী সামান্য অর্থাৎ আট আনা মাত্র। স্ফটিক প্রাসাদের মধ্যে সুন্দর চিত্রশালা, মনোহর পাঠাগার, পুস্তকাগার এবং সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের পাঠশালা আছে। মৎস-সংগ্রহ দর্শন করিবার ইচ্ছায় উদ্যানের পুকুরে যাওয়া বৃথা,

আমাব পরামর্শ যদি শুনিতে চাও তাহা হইলে পুকুরে গমন না করিয়া প্রাসাদস্থিত পানভোজনালয়ে গমন কব, তথায় অতি অল্প ব্যয়ে চাট্‌নি-মাখান সু-তার মৎস পাইবে।

শ্রীমতী তুসোর প্রদর্শনীঃ—ইহার মধ্যে বিলাতেব রাজা রাণী ও অন্যান্য দেশের গণ্যমান্য লোকেব অতি চমৎকাব চমৎকার মোমের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে, ইহা এক প্রকার ঐতিহাসিক বিষয়ের মিউজিয়ম বা যাদুঘর। অপরাপব দ্রব্যের মধ্যে ফরাশী-দেশীয় সাধারণ হত্যাকাণ্ডের সময়, গীলোটীন নামক হত্যাযন্ত্রে যে ছুবিকা ব্যবহার হইত সেই ছুবিকা, বাস্তি নামক প্রসিদ্ধ কারালযেব চাবি, প্রথম নাপোলিও যুদ্ধ বিগ্রহে যে গাড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই গাড়ী, ব্যাভালাক যখন চতুর্থ হেন্‌রিকে ছুরিকা দ্বাবা আহত কবে সেই সময তিনি যে কামিজ পরিধান করিযাছিলেন সেই কামিজ প্রভৃতি ঐতিহাসিক দ্রব্য ইহাব মধ্যে দেখিতে পাইবে। চারি আনা বেশী দর্শনী দিলে "ভয়েব আগাব" নামক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কবিযা ভযে কণ্টকিত হইতে পার, তাহাব মধ্যে প্রধান প্রধান নৃশংস হত্যাকারীদেব প্রতিমূর্ত্তি, স্নানাগাবে মুমূর্ষু ম্যাবাট এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে হত্যাকারীদের উপর যে সকল পীড়ন-যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহার চিত্র দেখিতে পাইবে। কেবলমাত্র এক দুঃখের বিষয় এই যে, একজন ফবাশিনী লণ্ডনে এই প্রদর্শনী স্থাপন করিয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার

জনবুলের সহৃদয়তা—জীবজন্তুর প্রতি নৃশংসাচরণ নিবারণী রাজকীয় সমাজ—স্ত্রীলোকের প্রতি, বিশেষ সহধর্ম্মিণীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার—পুলিশ রিপোর্টের মর্ম্ম—অরুচির রুচি—হাঁসপাতাল—ভিক্ষুক—পায়রা মারা,—জনবুলের মহত্ব।

বিলাতে চুয়াড় লোক পর্য্যন্ত জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করে। ইহার প্রধান কারণ, চতুর্দ্দিকেই জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার-নিবারণী-সভার গোয়েন্দা, জীবজন্তুর প্রতি নৃশংস আচরণের অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাসের জন্য শ্রীঘরের ব্যবস্থা। লণ্ডনের গাড়োয়ান অশ্বের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি যদি সেইরূপ সদাচার করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের সহৃদয়তা বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার সহৃদয়তা তুরস্ক দেশীয় লোকের কুকুর প্রিয়তার ন্যায়, কুস্তুনতুনিয়ার রাজমার্গে যদি তুমি কখন কুকুরকে আঘাত কর, তখনই দেখিবে সহর ভাঙ্গিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কোন স্ত্রীলোক বা বালকের প্রতি যতদূর ইচ্ছা অসদ্ব্যবহার করিতে পার, তাহাতে কোন ব্যক্তি তোমার কার্য্যের বিরোধী হইবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরজে যুবরাজ জলযানে ভারতবর্ষ গমন করেন, পথিমধ্যে তিনি স্পেনদেশীয় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রাজা অতিথির সম্মান ও বিনোদনার্থে বৃষ-যুদ্ধের আজ্ঞা দেন। ইংরেজ অতিথিরা তাহা পছন্দ করিলেন না এবং তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। মূল কথা

যুবরাজ পশু সংরক্ষণী-সভার সভাপতি, তিনি সু-ইংরেজের ন্যায় বৃষ-যুদ্ধ দর্শন হইতে নিবৃত্ত থাকিলেন।

পশুসংরক্ষণী-সভার অভাব নাই কিন্তু নারী-সংরক্ষণী সভা এখনও গঠিত হয় নাই। সংবাদ পত্র হইতে দুই একটী পুলিশ আদালতের রিপোর্টের সার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিবেন নারী জাতির জন্য সভার আবশ্যক কি না? এরূপ রিপোর্ট প্রতিদিন দেখিতে পাইবে।

টেমস্ পুলিস আদালত:—অমুকের প্রতি অভিযোগ—স্ত্রীকে মারপিট ও হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন। অপরাধী শুক্রবার রাত্রে মাতাল অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে গবাক্ষদ্বার দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে, ছেলে পাঁচটীও মাতার সহিত যোগ দান করিতে রাস্তায় প্রেরিত হয়—গবাক্ষদ্বার দিয়া বা অন্য কোন প্রকারে তাহা রিপোর্টে প্রকাশ নাই। স্ত্রীলোকটী কোন প্রকারে পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু স্বামী ছুরি হস্তে করিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হয়, অবশেষে স্ত্রী পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচায়, কিন্তু পলায়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার মাথায় এরূপ আঘাৎ হয় যে নাক মুখ দিয়া শোণিত স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। এই অপরাধে স্বামীর একমাস কারাবাস আজ্ঞা হইল, যদি সে ঘোড়ার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিত তাহা হইলে তাহাকে নিদান পক্ষে ছয় মাস শ্রীঘরে থাকিতে হইত। কিন্তু একটা স্ত্রীলোককে মারার জন্য এক মাস অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে?

ম্যাঞ্চেষ্টার এবং ল্যাঙ্কাশায়ার নামক স্থানে পুরুষে লৌহতলা এবং ছুচাল গোড়ালি যুক্ত জুতা ব্যবহার করে, সেই রূপ জুতা যুক্ত পদের আঘাৎ অব্যর্থ।

আব একটা মোকদ্দমায় আসামীব প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাস আজ্ঞা হয়। মাজিষ্ট্রেট্ এরূপ মোকদ্দমায় সচরাচব যে রূপ সাজা দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক সাজা প্রদান কবেন, কাবণ পদাহত-বমণী আসামীর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। বিবাহিতা স্ত্রী হইলে সাজা কমাইবাব জন্য স্বামীব দুইটা বলিবাব কথা থাকিত।

উল্‌উইচ্ পুলিস আদালত :—উইলিয়ম অমুক্কে মারপিট কবিয়াছে বলিয়া মোকদ্দামা রুজু হইল। স্ত্রীলোকটী ছিন্ন ভিন্ন-বদন ও ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মস্তকে আদালতে উপস্থিত হইল। আসামী অনেক দিন ধবিয়া রাজপথে, স্বীয় গৃহে ও প্রতিবাসীর গৃহে তাহাকে মাবিতেছে, শেষোক্ত স্থানে আসামী তাহাকে জুতার লৌহময় তলাদ্বারা মারিযাছিল। পুলিস্‌ম্যান এজেহাব দেয যে সে স্ত্রীলোকটিকে গৃহেব মেজেব উপব অজ্ঞান অবস্থায় শোণিতে ভাসিতে দেখিয়াছে এবং আরও বলে যে উক্ত গৃহ যেন'কসাই-খানা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বিচারক টীকা কবিলেন যে, একশ্রেণীর জঘন্য মনুষ্য আছে যাহাদেব ব্যবসা, দুর্ভাগা স্ত্রী-লোকদিগকে প্রবঞ্চনা কবিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, দাস-ব্যবসাযী দস্যুবা মনুষ্য-রূপ পণ্য-দ্রব্যেব প্রতি যেরূপ ব্যবহার কবে, তাহাবা সেই দুর্ভাগা স্ত্রীলোকদেব প্রতি তাহা অপেক্ষাও দুর্ব্ব্যবহার কবিয়া থাকে। বিচাবক আসামীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কাবাবাস আজ্ঞা দিলেন, এবং দুঃখ প্রকাশ কবিলেন যে, আসামীকে প্রত্যহ কাবাগারে বেত মারিবার ক্ষমতা আইন তাঁহাকে দেয় নাই।

আজিকার সংবাদ পত্রে পড়িতেছি (৩০শে ডিসেম্বর ১৮৮২) "অমুক স্থানে অমুক স্ত্রীলোক স্বামী কর্তৃক মস্তকে আহত

হইয়া গত কল্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। স্বামীর সহিত তাহার কলহ হওয়ায় স্বামী চুলের মুঠী ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উপর তোলার শয়নগৃহে লইয়া যায়। তথায় প্রহারের চোটে তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া একটা বড় হাতুড়ি দ্বারা তাহার মস্তক পেষণ করিয়া মাংসপিণ্ডবৎ করে। তৎপরে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া স্বয়ং তাহার পার্শ্বে শয়ন করে। অপরাধ অস্বীকার না করায় আসামী বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়'। সংবাদ পত্রে প্রতিদিন এইরূপ মোকদ্দমা দেখিতে পাইবে। তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা হইতে লোকে কি শিক্ষা করে? গীর্জ্জা, চেপল, ধর্ম্ম-স্কুল, বাইবেল-ক্লাস, খৃষ্টীয়-সমাজ, মুক্তিফৌজ ও এইরূপ শত শত সুলভ নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব নাই, অতএব ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষার অভাবে যে এরূপ হয় তাহা বলিতে পার না। সুরাপান-মত্ততার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়াও ইতর শ্রেণী লোকের এই নৃশংস ব্যবহার বুঝাইতে পার না। আইনে স্ত্রীলোকের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই ইহার কারণ। ১৮৮২ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখের ডেলিনিউজ নামক সংবাদ পত্রে কোন মোকদ্দমার দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে নিম্ন লিখিত টীকা দেখিয়াছি। "নরহত্যা ও অত্যাচার সম্বন্ধে আমাদের যে আইন তাহার অতি কুফল ফলিতেছে। গত কল্য স্ত্রীকে পদাঘাতে মারিয়া ফেলা অপরাধে জনৈকস্বামী দণ্ডিত হয়। জুরী বিচার করিলেন যে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে পদাঘাত করা হয় নাই, সেই জন্য আসামী ইচ্ছা পূর্ব্বক-নরহত্যা অপরাধের অপরাধী নহে। বিচারক এই অভিযোগে আসামীর কেবল ১৫মাস কারাবাস আজ্ঞা দিলেন। স্ত্রীর প্রতি নৃশংসাচরণ, এই প্রকার সামান্য দণ্ডে কমিবার সম্ভব

নাই'। বরং ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে ইংরেজ সমাজের কোন কোন শ্রেণীর লোক দণ্ডের ভয় না করিয়া স্ত্রীকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় মনে করিয়া ইচ্ছানুসারে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে।"

বিবাহিতা-নারী সমাজে বাজে লোকের মধ্যে পরিগণিত। চুয়াড়দের মধ্যে স্বামী পাঁচ টাকা, পাঁচসিকা বা এক গ্লাস বিয়ারের জন্য স্ত্রীকে বন্ধক দিয়া থাকে।

আমার মনে আছে, একটা লোক এক দিন স্ত্রী ফিরিয়া পাইবার জন্য পুলিশে গমন করে। স্ত্রীলোকটা বলে যে, ৫ টাকার জন্য তাহার স্বামী তাহাকে কোন বন্ধুর নিকট বিক্রয় করে, নূতন স্বামীর নিকট সে বেশ সুখে আছে, কোন প্রকারেই সে তাহার ভূতপূর্ব্ব স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবে না, পূর্ব্ব স্বামী তাহাকে বরাবর মারপিট করিত ও অনাহারে রাখিত।

এই সকল দুর্ব্বৃত্তদের আরও কতকগুলি প্রিয় ক্রীড়া আছে। যখন তাহারা স্ব স্ব স্ত্রীর কোমল হইতে কোমলতম অঙ্গে পদাঘাৎ করিতে নিযুক্ত না থাকে, তখন তাহারা পরস্পর মারামারি করে ও কামড়া কামড়ি করিয়া নাক কাটিয়া লয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রতি তাহাদের কিছু বেশী রুচি। ১৮৮২ সালের মধ্যে একা লণ্ডন নগরের সংবাদপত্র মধ্যে এইরূপ ২৮ টি ঘটনা গণনা করিয়া দেখিয়াছি।

বড় বড় সাধারণ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়, চিকিৎসালয় ও (হাঁসপাতাল) স্ব স্ব প্রধান তাহাদেরও নিজের আয় আছে, নিজের ব্যবস্থাসভা আছে। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইংল্যাণ্ডে সকলেই স্ব স্ব গৃহের প্রভু। ফ্রান্সদেশের দাতব্যালয়, চাকর ছাপাখানার বিল এবং দপ্তর

বাঁধিবার লালসুতায় আয়েব চতুর্থাংশ ব্যয কবে। ইংল্যাণ্ডে হাঁসপাতালেব ব্যবস্থা-সভা ধনী ও লোকহিতৈষী মহাত্মা লইয়া গঠিত—তাঁহাবা দীন দুঃখীদেব তত্ত্বাবধাবণ জন্য বেতন লওয়া দূরে থাকুক কেবল তত্ত্বাবধারণ-কবণ-রূপ সম্মান লাভের জন্য স্বয়ং ব্যয়ভাব বহন কবেন।

প্রত্যেক হাঁসপাতালে এক একটি মেডিকেল স্কুল আছে, তাহা হাঁসপাতালেব আয়েব একটি পথ। ছাত্রেরা শিক্ষাব জন্য বেতন দান কবে। রয়েল-কালেজ-অফ-সার্জ্জন ও রয়েল-কালেজ-অফ-ফিজিসিযান প্রভৃতি প্রধান প্রধান চৌকিৎসা সমিতির লোকদ্বারা তাহাদেব পবীক্ষা গ্রহণ হয। প্রবেশীকা পবীক্ষাঅতি সহজ, এই পবীক্ষা দিয়া ছাত্রেরা হাঁসপাতলে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হয। প্রবেশীকা পবীক্ষা সহজ কবাব এই দোষ যে, বালকেবা দুই তিন বৎসব কাল হাঁসপাতালে সময নষ্ট করিযা অবশেষে ডাক্তাবি পরীক্ষা দিতে না পাবিয়া স্কটল্যাণ্ডে বা মার্কিন দেশে যাইতে বাধ্য হয। সে দেশে বিনা কষ্টে ডিপ্লোমা পাওযা যায়। ইংল্যাণ্ড এই জন্য মূর্খ ডাক্তার পরিপূর্ণ। প্রবেশ অধিকার দিবার পূর্ব্বে তাহাদেব বিদ্যা বুদ্ধি কতদূব তাহা পবীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত।

পল্লির প্রত্যেক দীনাবাস, অন্নছত্র ও বোর্ডস্কুলেব ভার করদাতাগণ বহন কবে। গবীব-পল্লিতে গবীব-কব সমগ্র করের এক তৃতীযাংশ; কিন্তু ধনী-পল্লিতে গরীব-কর নাই বলিলেই হয়। ইংল্যাণ্ডেব আইন যে জমিদার ও ধনী লোক দ্বারা গঠিত, ইহা হইতেই তাহা অনাযাসে বুঝা যায়। যে পল্লিতে গবীব-কব অতি সামান্য সেই পল্লিতে ভূমি সম্পত্তির অধিক মূল্য, সে পল্লিতে বডলোক ভিন্ন অন্যের বাস করিবার

সম্ভাবনা নাই। লোকে আশা করিতেছে যে মিউনিসিপাল শাসন-প্রণালী অল্পদিন মধ্যে সমস্ত লণ্ডনের উপর বিস্তার হইবে, তাহা হইলে কর সকল স্থানে সমান হইবে। এক্ষণে কেবল নিজ-সহর অংশে মিউনিসিপাল শাসন প্রচলিত আছে।

অশীতি বা তাহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মহামান্য সিটিকোম্পানি, যাহারা বাণিজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত, তাহারা এখন বাণিজ্য বিষয়ে আর বড় হস্তক্ষেপ করে না। সেই মহাত্মারা দাতব্যার্থে বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, কারণ স্বীয় পকেট হইতে তাহা বাহির করিতে হয় না।

ইংল্যাণ্ডের রাজপথ ভিক্ষুকে পরিপূর্ণ,—ইংরেজ ভিক্ষুককে পয়সা দেওয়া দূরে থাকুক, "পয়সা নাই" বলিয়া উত্তর দিতেও কষ্ট বোধ করে। অনেক ভিক্ষুক রাজপথে দেসালাই বিক্রয়ের ছল করিয়া ভিক্ষা করে। তাহাদের মস্তক ও চরণে আবরণ নাই, গাত্রে এক স্তর ক্লেদ ও কীট, এবং তাহার উপর আর এক স্তর ছেঁড়া ন্যাকড়া। এই সকল রুক্ষের জীবদিগকে স্নান করাইলে তাহারা নিশ্চয় শীতে প্রাণ ত্যাগ করে। ক্লেদ ও কীট তাহাদের অঙ্গের আবরণ, স্নান করাইয়া আবরণ নষ্ট করিলে তাহারা শীতে কি করিয়া বাঁচিতে পারে?

জার্ম্মান-ব্যাণ্ড, হ্যাণ্ড-বাজা এবং কনসার্টিনা দীন দুঃখী পল্লির বিশেষ প্রিয়। লণ্ডনে অপরিষ্কার, হল্দেমুখ ও কানে-মাকড়ি এক সম্প্রদায় ইটালীয় লোকের উপনিবেশ আছে, হ্যাণ্ড-বাজা তাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের সহিত ইটালীয়-পরিচ্ছেদ-পরা দুই একটি স্ত্রীলোক দিখিতে পাইবে। সেই সকল স্ত্রীলোক প্রায়ই ইংরেজ কন্যা।

বদমাইসের অগ্রগণ্য ইটালীয়রা তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া কারখানায় কার্য্য করা অপেক্ষা রাজপথের ঘটনাপূর্ণ জীবন অনেক ভাল বুঝাইয়া দিয়া পথচারিণী করে। এই সকল বাজাওয়ালা প্রতি দিন গড়ে পাঁচ টাকা উপায় করে। শ্রমজীবীলোক যে পল্লিতে বাস করে সেই পল্লিতেই তাহাদের আদর বেশী, তাহাদের উপর পয়সা বর্ষণ হয়। তাহারা বাদ্য বাজাইতে থাকে ও পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া বাদ্যের চতুর্ধারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে।

সাধারণ-উৎসব দিনে রাস্তায় একদল গায়ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মুখে কালি মাখিয়া, নানা বর্ণের নানা প্রকারের অদ্ভুত পোষাক পরিয়া, একটা পুরাতন সরা বা ভাঙ্গা বগুনাকে বেহালা করিয়া বাজাইতে ও গান করিতে থাকে। তাহারা মার্কিন দেশের আমদানি, তাহারা দল বদ্ধ হইয়া নাচ, গান, এবং মুখভঙ্গি করিতে থাকে, এবং তাহাদের মস্তকের সাজ সজ্জার উপর পয়সা বৃষ্টি হইতে থাকে।

যে সকল স্ত্রীলোকের গৃহে কোন কাজ নাই, তাহাদিগের আশা যে, লোকে কিসেতাহাদিগকে দাতব্যের অবতার বলিবে। বৃদ্ধা কুমারীরা—যাহাদিগকে লোকে ইহ জগতে চিনিতে পারিল না, ইংল্যাণ্ডে যে সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য, তাহারা নরকুলের বড় হিতৈষিণী। দেখিবে তাঁহারা কম্বলা, রুটী, সান্তনা বাক্য, বাইবেলের শ্লোক রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বিতরণ করিবার জন্য দ্রুত-পদে রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদিকে রাস্তায় বাধা দিওনা, তাঁহারা এত ব্যস্ত যে, তাঁহাদের এক মুহূর্ত্তও সময় নাই, কেহ না কেহ তাঁহাদের জন্য বসিয়া আছে। হে দয়ার অবতার! মায়ার অবতার! না-ওয়ারিশ

মাল! তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, যে মূঢ় তোমার ভালবাসারূপ রত্ন পদদলিত করিয়াছে, সে কখন জানিবে না যে সে কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য দাতব্য সভা, সৎকার্য্যরত সমাজ, চিকিৎসালয় এবং দীনাগার আছে। প্রতি বৎসর ৬০ ক্রোরটাকা বাইবেল ও মাদকদ্রব্যে ব্যয় হয়,—যেটাকায় কেবল দেশের দরিদ্রতা নাশ নহে, প্রত্যেক স্বাধীন ব্রিটনবাসী ভদ্রলোকের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। একবার ভাবিয়া দেখ ইংল্যাণ্ডের কত ধন!

জীবজন্তুর প্রতি জনবুলের বড় দয়া, কিন্তু গুলী করিয়া পায়রা মারা তাহার বড় প্রিয় কৌতুক। জন দুর্ভাগা পক্ষীকে কেবল গুলি করিয়া সকল সময়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহার একটা চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া দিয়া তাহাকে গুলী করিতে জনের বড় আমোদ। কারণ তাহা হইলে তাহাকে সহজে গুলী করা যাইবে। সর্ব্বজনপ্রিয় যুবরাজ-সহধর্ম্মিণীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, মায়ারআধার যুবরাজ-সহধর্ম্মিণী যে দিন স্পষ্টাক্ষরে সাধারণকে বলিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র নির্দ্দোষী পক্ষিদের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ দেখিতে পাবেন না, সেই দিন হইতে এই কৌতুক লোকের অপ্রিয় হইয়া আসিতেছে। সে দিন পর্য্যন্ত ইতর লোকেরা জীবন্ত বিড়ালকে শূলে চড়াইয়া আনন্দ ভোগ করিত।

মহত্ব গুণ জনবুল আপনার একচেটীয়া বলিয়া গণনা করে। রাজনীতি হইলে ত কথাই নাই। জনবুলের পুস্তকও সংবাদ পত্র পাঠ কর, দেখিবে জন স্বয়ং স্বীয় আত্মদেবতার উদ্দেশে অহরহ এতাধিক ধূপ-ধুনা-ধুম প্রদান করিতেছে যে আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে,

তাহার শ্বাস বন্ধ হয় না। উচ্চতম নীতির সারগ্রাহী, ক্ষুদ্র জাতির মা বাপ, দাসত্ব বিমোচনের প্রেরিত দূত ও সত্য ধর্ম্মের প্রচারক জন, অন্য কাহাকেও ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিতে অসম্মত, তাহা তাহার প্রাণে সহে না। ক্ষুদ্র রাজ্য তাহারই প্রাপ্য, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। যখন ফরাশী সৈন্য টিউনিস্ (আফ্রিকা) অধিকার করে, তখন জন ফরাশীদের মস্তকে কত নিন্দা বর্ষণই করিল, সেই অবস্থায় জনের ক্রোধ ও ঘৃণার উচ্ছ্বাস যথার্থই বীর-রস পূর্ণ। যখন ক্রোধ, ক্ষোভ ও নিন্দাবাদাদি প্রকাশ করিয়া জনের হৃদয় শূন্য হইল, তখন তাহার মনের সাধ মিটিল, তাহার হৃদয়ে পুনরায় আনন্দের বেগ বহিতে আরম্ভ হইতে লাগিল। ভাই জন, ক্ষুদ্র জাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তদ্বিষয়ে তুমিই ফরাশীকে লেক্‌চার দিতে চাহ? আমি যে দশ বৎসর তোমাকে পর্য্যালোচনা করিতেছি, সেই দশ বৎসর মধ্যে তুমি আশান্টি, আফগান্, ব্যাস্‌সু, বুয়ার, জুলু, অ্যাবিসিনিয়া, মিসর, এবং ঈশ্বর জানেন আরও কত জাতির সহিত যুদ্ধ করিলে। তুমিই না রুশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়াছিলে, কিন্তু ফ্রান্স তোমার স্বপক্ষ ছিল না বলিয়া সাহস করিয়া তাহকে কামড়াইতে পারিলে না। আমার কি মনে নাই যে, কেবল সেই সামার্থ ঘেউ ঘেউ-এর বলেই তুরস্কের একেশ্বর সুলতানকে তুমি সাইপ্রস দ্বীপ দিতে বাধ্য করিয়াছিলে। আচ্ছা জন, আমার কি কর্ণ গোচর হয় নাই যে, তুমি শস্ত্রবলে অহিফেন বাণিজ্য চালাইয়া ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ কর। তুমি কি জান না তোমার কোন্ অঙ্গে ক্ষত স্থান রহিয়াছে। হে লোকপাল মহাত্মন্, বৈদেশিক রাজনীতি লইয়া তোমার অত্যাচার দেখাইয়া দিয়া যদি কেহ তোমার

নাসিকা মর্দন করিয়া দেয়, তাহা তোমাব কেমন লাগে? তুমি নাসিকা মর্দন ভাল বাস না, তাহাতে বিবক্ত হও, আমি তাহা বিশেষ রূপে জানি। অতএব হে মহামনা প্রভু-খৃষ্টশিষ্য, আর কিছু না হউক একটু উদার নীতি অবলম্বন করিতে শিক্ষা কর।

বড়দিন *

বড় দিন—প্লম-পুডিং নামক পিষ্টক—প্লম-পুডিং প্রস্তুত করিবার ব্যূহ!—সাধারণের অবকাশ—

ক্রিস্‌মাস্ বা বডদিন ইংবেজের জাতীয় পারিবাবিক মহোৎসব, ধনকুবের বা কাঙ্গালী সকলেরই কপালে বিধাতা-পুরুষ সে দিন "বড় খানা" নাপাইয়াছেন। যে গরীব হইতেও গরীব, দুরন্ত শীতে যে বস্ত্র বিনা থর থর কাঁপে, সেও আজি তার কাঁথা ধোকড়া বন্ধক দিয়া ক্রিস্‌মাস্ ডিনারের জন্য সাংস ও পিষ্টকের পয়সা সংগ্রহ করে। কি ধনী কি দরিদ্র প্রত্যেকের গৃহে আজি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আর তাহার চারিধারে জনক জননী, পুত্র কন্যা, প্রণয়ী প্রণয়িনী একত্রে বসিযা সদালাপ করিতেছে। সম্বৎসরের

---

*বিলাত-প্রবাস কালে জনবুল গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদটি এবং আরও দুইটি পরিচ্ছেদ বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করিয়া বঙ্গবাসীর' জন্য পাঠাই। আমার নিজস্ব 'বিলাতের পত্র' ও এই তিনখানি পত্র, যাহাতে লোকে এক মনে না করেন এজন্য আমার অনুমতি ক্রমে বঙ্গবাসী "বিদেশী' সাক্ষরে সেই তিনখানি পত্র প্রকাশ করেন।

মধ্যে কেবল সেই দিন যেন জনবুল বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রাণ খুলিয়া আনন্দ সাগরে গা ভাসাইয়া দেয়, ক্ষুদ্রতম গৃহও সেদিন আইভিলতা ও হলি পাতায় ভূষিত হয়,—সতেজ সবুজ ঢেউ খেলান হোলি পাতার বড় বাহার!

মিসলটো লতা বড় দিনের একটী প্রধান অঙ্গ। গৃহের স্থানে স্থানে মিসলটোব শাখা ঝুলিতেছে। গৃহ সজ্জার এই অংশটির ভার অল্পবয়স্কা কন্যাদের উপর অর্পিত হয়, অল্পবয়স্কা অর্থে আট নয় বৎসরের নহে, এখানে ষোড়শী যুবতী যদি অবিবাহিতা থাকেন, তবে তিনিও বালিকা। যাহা হউক এই ধরণের মেয়েদের হাতেই ঐকার্য্য ন্যস্ত হয়। কোথায় মিসলটোব শাখা ঝুলাইলে সুবিধা হয় তাহা তাহারা বেশ বুঝে। শাখা ঝুলাইবার নানা রূপ কৌশল আছে, ওস্তাদি আছে। এসম্বন্ধে সামাজিক নিয়ম অতি চমৎকার,—যে যুবক কোন যুবতীকে মিসলটোর অধস্তলে অতর্কিত ভাবে ধরিতে পারিবে, সেই যুবক অমনি সেই যুবতীর কন্ধে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার অধর-সুধা পান করিতে অধিকারী হইবে। ইহাতে না বলিবার যো নাই, বাধা-দিবার যো নাই, ক্ষতি পূরণের দাবী করিবারও যো নাই। একার্য্যে সুরুচি কুরুচির তর্ক উঠে না, এমন কি বিজ্ঞ গম্ভীর ভণ্ডগণও ইহাতে রাগ করে না।

প্লম-পুডিং (plum pudding) নামক পিটে বড় দিনের রাজা আহার। ভিখারীর ঘরণীও সেদিন তাহার রাজ-হাঁসটি মারেন ও প্লম-পুডিং পাক করেন। হলি-লতা প্লম-পুডিং-এর শিরোভূষণ ও অনলদেব তাহার পরিখাত,—মনে হয় যেন দুর্জ্জয় শীতের ভয়ে চারিদিকে আগুণের গড়-খাই করিয়া ও উপরে হলি-লতার আবরণ দিয়া, প্লম-পুডিং বড় দিনে প্রজারঞ্জনে নিযুক্ত।

যখন এই হলি রূপ মুকুটধারী, অগ্নিবেষ্টিত প্লম-পুডিং চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে আহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন অমনি বালক বালিকাদের মুখারবিন্দ ফুটিয়া উঠিল, আর বিলম্ব সহে না এই ভাবব্যঞ্জক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই প্লম-পুডিংএ পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে কাঁটা চামচের টুন্‌টান্ শব্দ উত্থিত হইল, তখন সেই সাধের প্লম-পুডিং জঠরে গিয়া জ্বালা, পিপাসা, আশা, সব নিবাইল। এদেশের সকল লোকই প্লম-পুডিং ভক্ত কিন্তু গরীব বাঙ্গালী-আমি, ইহার কিছুই মাহাত্ম্য বুঝিলাম না, রস সংগ্রহ করিতে শিখিলাম না, তবে সকল সময়েই প্লম-পুডিং পাতে লইতে হইয়াছে, বড় দিনে প্লম-পুডিং গ্রহণ না করা মহাপাপ। যেমন জগন্নাথ দেবের মহা প্রসাদে অভক্তি করিলে অনন্তকাল নরকে পচিতে হয়, প্লম-পুড্‌িং-এ অভক্তিও সেইরূপ। এ অপূর্ব্ব জিনিষটা কি? নিয়ে ইহার মাল মসলার ফর্দ্দ দিলাম।

কার্য্য-কুশলী গৃহিণীরা এক দিন জনবুলের এই জাতীয় মহা-আহার প্রস্তুত করিয়া দেখিতে পারেন। কিস্‌মিস্ তিন পোয়া, করাণ্ট এক পোয়া, চর্ব্বি বা ঘৃত আধ সের, লেবু ও লেবুর খোলা আধ সের, ময়দা আধ সের, বেকিং পাউডার এক চামচে, চিনি সাড়ে চারি ছটাক্, বাদাম এক পোয়া, ডিম আটটা, লবণ ও মসলা উপযুক্ত মত। বলা বাহুল্য, এদেশে ইহার সঙ্গে একটু আবটু মদ অবশ্যই আছে। কলিকাতায় ইংরেজের দোকানে করাণ্ট ও বেকিং পাউডার পাওয়া যাইতে পারে।

বড় দিনে সকলেই নিষ্কর্ম্মা, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত, সকলেই পারিবারিক সুখে নিমগ্ন—কিন্তু বল দেখি কাহার আজি বিশ্রাম নাই, বিশ্রাম নাই—কাহার আজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ? ঐ

যে দেখিতেছ, সবলকায় পুরুষ কাঁধে ব্যাগ ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া দৌড়িতেছে, ও কে ? ও ডাক্‌হরকরা,—দ্বারে দ্বারে "প্রীতি-সম্ভাষণ" ও 'শুভইচ্ছা" বহন করিতেছে। "ইচ্ছা কর বড় দিনের উৎসব এবং নব্‌বৎসর সুখে অতিবাহিত হউক"—সম্ভাষণ পত্রের ইহাই বাঁধা-গত। ভগ্নদূত ডাক্‌হরকরা বাছারি কেবল এক ভরসায় বুক বাঁধিয়া আজিকার দিনেও কাজ করিতেছে। 'সাম্বৎসরিক উপঢৌকন' ও 'প্রীতি সম্ভাষণ' দ্বারে দ্বারে বণ্টনের পর, নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন সে অনুগ্রহ-প্রার্থি হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাকে শুষ্ক মুখে, কে বিমুখ করিতে পারিবে ? তখন কে তাহাকে ভুলিবে ? ভুলা দূরে থাক্, সেই নোট, মনিঅডার, প্রণয়-পত্র-বাহক যখন দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন্ বাড়ীর নবীনা অঙ্গনাদের মধ্যে এই হুড়াহুড়ি যে, কে তাহাকে অগ্রে দ্বার খুলিয়া দিবে, কে তাহার অগ্রে সম্মান করিবে ? সচেতন পদার্থের মধ্যে ডাক্‌হরকরা, আর অচেতন পদার্থের মধ্যে প্লম-পুডিং, ক্রিস্‌মাস্ অভিনয়ের প্রধান নায়ক। এই জাতীয় উৎসবের বিজয়া দশমীর নাম "বক্সিং ডে"। আমাদের দেশে, বিশেষ পল্লাগ্রামে বিজয়ার দিন—নাপিত, ধোপা, মাজি, মালা, প্রভৃতি গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী পার্ব্বণি সাধিতে বহির্গত হয়, এখানেও সেইরূপ বক্সিং দিনে ডাকহরকরা, পাহারাওয়লা, চিমনী-পরিষ্কার-ওয়ালা, ঝাড়ুবরদার পার্ব্বণী লইতে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গমন করে। সেই শুভদিনে শুভক্ষণে সকলেই পুরস্কৃত হয়, কেহই বঞ্চিত হইয়া বিমুখ হয় না।

চা না কফি

জনবুলের পাক প্রণালী—ডিনার—চা পানের নিমন্ত্রণ—চা দিব, না কফি দিব?

জনবুলের পাক প্রণালীর অনেক অভাব। ফরাশী গ্রন্থকার ভল্টেয়ার বলিয়া গিয়াছেন, জনের পঞ্চাশৎ প্রকার ধর্ম্ম কিন্তু কেবল এক প্রকার চাট্‌নি। মনে করিও না যে জন্‌ ভাল সামগ্রী ভাল বাসে না। জন্‌ পারিসে গমন করিয়া খোঁজে খাজে যেখানে যাহা ভাল আছে, সমস্ত অন্বেষণ করিয়া লয়। তবে পারিসের কথা স্বতন্ত্র। পারিসে গিয়া জনের ভাল মানুষি দেখান, ভাল মানুষির ভাণ করা আবশ্যক হবে না, কিন্তু লণ্ডনে সেটী নিতান্ত আবশ্যক। জন ইংল্যাণ্ডে গির্জ্জায় গমন করে, কিন্তু পারিসে তৎপরিবর্ত্তে আড্‌ডায় গমন করে, কারণ পারিসে দেখিবার কেহ নাই। অবশ্য বুঝিতে হইবে, জন্‌ কেবল চক্ষের দেখা দেখিতে এবং দেশে ফিরিয়া সহধর্ম্মিণীর নিকট ফরাশী পুরুষের দুরাচার বর্ণনা করিতে পারিসে গমন করেন।

বড় লোকের বাটীতে ও প্রধান প্রধান ক্লবে ফরাশী-পাচকের ব্যবস্থা, এবং আহারাদিও উৎকৃষ্ট রূপে হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, জন্‌ যে ভাল সামগ্রী ভাল বাসে না তাহা নহে।

মধ্যবিৎ লোকের সংসারে রবিবার দিন ডিনারে চারি পাঁচ সের আন্দাজ ওজনের এক খানি উৎকৃষ্ট অখণ্ড মাংস প্রায়ই আয়োজন হইয়া থাকে। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে ইংল্যাণ্ডের মাংস সকল দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মাংসের উপকরণ সিদ্ধ আলু ও অপরাপর সব্‌জি। কোন কোন স্বাধীনচেতা পরিবার মধ্যে সুপ (ঝোল) বা মৎস দিয়া ডিনার আরম্ভ হয়। তবে সেরূপ

পরিবার খুব অল্প। রবিবারে অখণ্ড মাংসের ভুক্তাবশেষ সোমবার বাশি-মাংসরূপে এবং মঙ্গলবার পুর্ডিং রূপে ব্যবহার হয়। ইংরেজ মাংসের সহিতই শাক্ সব্জি খায়, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ শাক্ সব্জি খাইতে এখনও শিখে নাই, অ্যাসপারাগস নামক সুরস উদ্ভিদের কল, এমন্ কি শুটী কলাই পর্য্যন্ত সেরেফ সিদ্ধ করিয়া মাংসের সহিত ভক্ষণ করে। সিদ্ধই বা ভাল কৈ? চিবাইয়া না খাইলে খাইবার যো নাই। সাদা চাট্‌নি অথবা স্যালাড দিয়া অ্যাস্‌-পারাগস, চিনি দিয়া কড়াইশুঁটী, শুল্পশাক অথবা এমন কি সামান্য আলুভাজা পর্য্যন্ত বিলাসের দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্ম-ধ্বজা পাকশালা পর্য্যন্ত পৌঁয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে যে সকল সুখ-সেব্য পদার্থ সৃজন করিয়াছেন তাহা হইতে মনুষ্য আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা।

স্কটল্যাণ্ডের অবস্থা আরও মন্দ। প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক ওয়ালটার স্কট উল্লেখ করেন যে শৈশবাবস্থায় তিনি এক দিন পিতার সম্মুখে সাহস করিয়া বলেন যে, "আজ ঝোলটা বড় সুন্দর হইয়াছে", ধর্ম্ম-ধ্বজী পিতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, ঝোলের সহিত এক পোয়া জল যোগ কর।

বাটীর কর্ত্তা আহারের পূর্ব্বে ও পরে ঈশ্বর বন্দনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায় বিশেষে দুই এক মিনিট ধরিয়া বন্দনা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তোমাকে মনে করিয়া দেওয়া হয় যে,আহার উপভোগ বোধ করিও না। তুমি অবিলম্বে দেখিবে যে সে কথা যথার্থ। আহারের সময় সকলেই নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্। যদি সাহস করিয়া তুমি এ কটা কথা বল, তাহার একপদী উত্তর

পাইবে। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—"তুমি কি আর একটু বীফ (মাংস) লইবে?" তুমি উত্তর করিও—"না, মহাশয়, তবে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দি," অথবা "যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেন, সামান্য এক খণ্ড দিবেন।" এই দুইটা উত্তরের মধ্যে প্রথম উত্তরটা দেওয়াই ভাল, প্রথম উত্তরটাই রুচিসঙ্গত। যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—জিজ্ঞাসা যে করা হইবে তাহা নিশ্চয়—"তুমি কি অধিক দিন ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছ?," দেখো, ঠিক করিয়া বলিও তুমি কত দিন আসিয়াছ এবং ইংল্যাণ্ডকে বড় ভালবাস। অধিক কথা বলিও না, কারণ তাহা হইলে গল্প করা হইবে এবং গল্প করিয়া ডিনার টেবিলের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলে তোমার উপর কেহ সন্তুষ্ট হইবে না। এই প্রকার নির্ব্বাক অবস্থায় এক ঘণ্টাকাল টেবিলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অবশেষে তোমার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি যথার্থই জীবিত অথবা জীবিত থাকিবার ভাণ করিতেছেন, নিরাকরণার্থ তাঁহাকে চিমটিকাটাতে অথবা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতে, তোমার প্রবল ইচ্ছা হইবে। কিন্তু কি করিবে, যে দেশে যেমন আচার, সে দেশে সেইরূপ করিতে হইবে। আমার পরামর্শ অবহেলা করিও না, তাহা হইলে তোমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইবে।

স্বীয় গৃহে জনের আহারের বন্দোবস্ত বেশ আঁটা শাঁটা, কিন্তু কোন ভোজ উপলক্ষে তাহার আহার ছটাটা দেখা উচিত। জনের ক্ষুধার পরিসর ও বিলাসিতার ছটা ভোজে প্রকাশ পায়। সাধারণ-নিমন্ত্রণ বা ভোজনের প্রসিদ্ধ প্রথা।

লণ্ডন মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বা লডমেয়র প্রতি বৎসর ৯ই নভেম্বর তারিখে গিল্ড্‌হল নামক প্রাসাদে এক সাধারণ-ভোজ দিয়া থাকেন।

নগরের সকল কোম্পানি, সকল ক্লব, সকল সমিতি হইতেই প্রতি বৎসর সাধারণ ভোজ প্রদত্ত হয়। রয়েল একাডেমী অফ পেণ্টিং নামক সমিতি হইতে যে ভোজ প্রদত্ত হয় তাহা লণ্ডনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজনপ্রিয় বলিয়া পরিগণিত। তাহাতে রাজনীতি অবতারণা নিষেধ, ব্যবস্থাভার প্রাপ্ত মন্ত্রিদল কুলীন ও অকুলীন (লিবারেল ও কন্‌সা-ভেটিভ) সভার প্রধান প্রধান সভ্য, ধর্ম্ম-গুরু (বিশপ), সেনাধিনায়ক, বিচারক, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-রত লোক, শিল্পী, ব্যবস্থা-ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল গণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত থাকেন। যুবরাজ ভ্রাতৃবর্গ সহিত সভাস্থলে আবির্ভূত হইয়া ভোজের সম্মান রক্ষা করিতে কখন ত্রুটী করেন না।

এই সকল সাধারণ ভোজে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়। মাথাপেছু পাঁচ হইতে আট পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০ হইতে ৯৬ টাকার কম নহে। টর্টলের উপাদেয় সুপ বা ঝোল, সকল ভোজের মুখপাত,—এক এক পোয়া ঝোলের মূল্য পাঁচ টাকার কম নহে। মুখপাত হইতেই ভোজের অপরাপর অঙ্গের বিষয় বুঝিয়া লইতে পার।

আহার অবসানে ফলখাইবার সময় সুরাপূর্ণ প্রীতিপাত্র টেবিলের চতুর্ধারে ফিরিতে থাকে, এবং তৎসহিত টোষ্ট ও বক্তৃতাস্রোত বহিতে থাকে। ইংরেজ বালক কাল হইতেই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের "তর্ক সভায়" সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা দিতে অভ্যাস করে বলিয়া, বক্তৃতাদানে তাহারা বিশেষ পটু। পারদর্শীতার সহিত অন্তরাত্মার ষোড়শোপচারোপভোগ যোগ হইলে বক্তৃতার ছটা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ ভোজে প্রথমেই রাজভক্তি-সূচক স্বস্তিপানের

ব্যবস্থা, প্রথমেই ভাবতেশ্বরী, যুবরাজ, রাজপরিবার, স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের সৈন্য, এবং কুলীন ও অকুলীন মহাসভাদ্বয়কে স্বস্তিপানে পরিতৃপ্ত করা হয়। তৎপরে যে উপলক্ষে সেই ভোজ উপস্থিত, যে ক্লব বা সমিতির উন্নতির জন্য অথবা যে দলপতি বা সমাজ-পতির সম্মান জন্য ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশে স্বস্তিপান হইয়া থাকে।

মহিলারা প্রায় এ প্রকার ভোজে উপস্থিত থাকেন না, তবে কখন কখন তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। লেডীদের উদ্দেশে স্বস্তিপানের পরই সভাভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা মধুর সমাপন আর কি হইতে পারে?

এই সকল ভোজ ৪।৫ ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলে, ভৃত্য বৈঠকখানায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে ভোজ-গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"মহাশয়, আপনি চা পান করেন, না কফি পান করেন?" তুমি অবশ্য ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিবে যে তুমি চাপান কর। ইংল্যাণ্ডের কফি প্রায় অপেয়, তাহার আর কোন অর্থ নাই, কেবল কেহ জানে না কফি কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, অথবা তাহারা রীতিমত কফি প্রস্তুত করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক।

চা আজিও ফ্রান্সে বিলাসিতার মধ্যে পরিগণিত, তথায় অর্দ্ধ সের চার মূল্য ৬ হইতে ৭॥০ টাকা। ইংল্যাণ্ডে পাঁচ সিকা দিলে অর্দ্ধসের অতি উৎকৃষ্ট চা পাওয়া যায়, অতি দীন দুঃখীরাও সেই জন্য দুই বেলা চা পান করিয়া থাকে। চা স্ত্রী-লোকদের অতি প্রিয় পানীয় এবং সর্ব্ব প্রকাররোগের মহৌষধ। এক দিনকোন ফরাসী জাতীয় বৃদ্ধা আমাকে বলেন—"মহাশয়,

শান্তিময় বিশুখৃষ্টের নিচেই, কফি আমাদের পরিত্রাণের উপায়।"
ইংল্যাণ্ডে চা সেই শান্তিময় কফির স্থান অধিকার করে।

জন্ যখন এক টুকরা মাখন-মাখান ভাজা-রুটি টুঙ্গিতে টুঙ্গিতে অতি উত্তপ্ত চা সিপ্ করিতে থাকে, তখন তাহাকে প্রকৃত পক্ষে দেখিতে অতি সুন্দর দেখায়। মধ্য-শ্রেণীর লোক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় চা পান করিয়া থাকে। ইহা আজি কালি ব্রেকফাষ্ট বা ডিনারের ন্যায় একটা প্রধান আহার হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও আর এক সুন্দর ব্যাপার আছে:—জন্ মধ্যে মধ্যে 'টি-পার্টি' দেয়, অর্থাৎ লোককে চা-পান করিবার নিমন্ত্রণ করে। সেই উপলক্ষে রুটী, মাখন ও ভাজা-রুটী ব্যতীত টেবিলে একখণ্ড শুষ্ক কাল কেক্ বা পিষ্টক বাহির হয়। বৃদ্ধা কুমারীরা 'টি-পার্টি'তে' স্বর্গের সপ্তম তোলায় উঠিয়া বসেন। দেখিবে, তাঁহারা গজদন্ত বাহির করিয়া মারাত্মক পুরুষ-বধী হাসির ভাণ করিতে করিতে, হেঁট-নয়নে বসিয়া সৎচরিত্রের পরিচয় দিতে দিতে, টেবিলের পার্শ্বে হাতের উপর হাত রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন,—কখন্ গৃহকর্ত্রী আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা চা-এর সহিত দুগ্ধ ও চিনি ব্যবহার করেন কি না? অথবা তাঁহাদের চা-এ যথেষ্ট চিনি হইয়াছে কি না?

"আপনার মনের মত চা হইয়াছে ত?"

"হাঁ, অতি সুন্দর হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

তাঁহাদের তীরের ন্যায় সরল দেহ-যষ্টি স্পন্দনশূন্য, মস্তক কেবল ঈষৎ নড়িতে থাকে।

"আপনি একটু কেক্ নেবেন্ না?"

"না, (আপনাকে ধন্তবাদ দি), কেবল এক টুকরা মাখন-মাখান রুটী লইব।"

সেই বৃদ্ধা কুমারীদের রুচি-দৌরাত্ম্যে লোকে "টি-পার্টিতে গমন আর ঔষধ সেবন," প্রায় সমান মনে করে।

ডিনারের সময় কথা বার্ত্তার রোল মাঝে মাঝে কমিয়া উঠিলে, বিফ ও বিয়ার প্রস্তুত, তাহাদের সাহায্য লইতে পার। আর কিছু না হউক নিদান পক্ষে বিফের জোরে খাড়া হইয়া থাকিতে পার। কিন্তু কেবল চা ও মাখন-মাখান রুটী সহায়ে সে ক্ষমতা-টুকু থাকে না, তদ্বারা তুমি গল্পের স্রোত অপ্রতিহত রাখিতে পার না, কাজে কাজেই তুমি প্রথম হইতে সে চেষ্টা ত্যাগ কর এবং গল্প কাতর স্বরে প্রাণ ত্যাগ করে। কবিবর শ্রীযুক্ত .শেলী "টি-পার্টির" উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন :—

যেখানে দেখিবে তুমি চার নিমন্ত্রণ,
গাল গল্পের হবে তথা কাতরে মরণ॥

* * *

বৈঠকে চাএর দল, সিপ্ করে চা,
বদন ঈক্ষণ করে, মুখে নাহি রা॥

কিন্তু সে যাহাই বল ইংরেজের আতিথ্যের প্রশংসা করিতেই হইবে। কোন সান্ধ্য-পার্টিতে (Evening Party) নিমন্ত্রণ হইলে, পার্টি যত কেন সামান্য হউক না তথায় জলযোগ বা সপারের ব্যবস্থা থাকিবেই থাকিবে। পারিসে (ফ্রান্সে) বলে নাচিবার নিমন্ত্রণ হইলে, ফরাশী যুবকের দল অগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, সপারের বন্দোবস্ত আছে কি না? ইংল্যাণ্ডে সেরূপ জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক, বল হইলেই তাহার সহিত সপার থাকিবেই থাকিবে।

ফরাসী দেশে আজি পর্য্যন্ত অতি ভদ্র পরিবার মধ্যেও, রাত্রি ১টা বাজিলেও বাটীর গৃহিণী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহারা এক এক পিয়ালা চকলেট্ (পানীয় বিশেষ) পান করিবেন কি না ?

আমার বিশ্বাস ফরাসীরা কখন ইংরেজদের মত সারগ্রাহী হইতে পারিবে না।

বিলাতী মোক্তারী

বিচার—জুরি—আইনেরগতি—পুলিশম্যান দেবতা নহে—ইতর ব্যবসায়-প্রিয়তা—ব্যয়ের তালিকা—পাঁচ শত পাউণ্ড বা ছয় হাজার টাকা পুরস্কার—পারস্যের শাহা ও ফাঁসী কাঠ।

স্বাধীন তন্ত্রাবলম্বী ইংরেজ বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারককে দেয় নাই। কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী সকল মোকদ্দমায় জুরি আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা প্রস্তুত করে, আসামী দোষী কি নির্দ্দোষী স্থির করিয়া মতামত প্রকাশ করে, এবং ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিলে তাহা নির্দ্ধারিত করে। বিচারক আইনের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া ও হুকুম প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছু করেন না। আসামীর স্বপক্ষ বা বিপক্ষ জবানবন্দির সংক্ষেপ বর্ণনা করিবার সময়, জজ যদি স্বীয় মতামতের লেশ মাত্র প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেখিবে, তৎপর দিবস সকল সংবাদপত্র তাঁহার দোষ ধরিয়া তাঁহাকে কোন্‌ঠাসা করিয়াছে ও দণ্ডিত ব্যক্তি সাধারণের দয়ার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণের মতামত তাহার স্বপক্ষে প্রকাশ হইলে, তৎক্ষণাৎ

তাহার দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস বা তাহার ক্ষতিপূরণ না হইয়া প্রায় যায় না। একবার চারি জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তন্মধ্যে তিন জন উপরিউক্ত প্রকারে প্রাণদণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কারাগারে গমন করে, এবং চতুর্থ ব্যক্তি একেবারে খালাস পায়।

ফরাশীরা মাজিষ্ট্রেটকে অসীম ক্ষমতা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বেতন অতি সামান্য, মাসিক ১৮০০ ফ্রাঙ্ক বা ৯০০ টাকা। তাহারা প্রায়ই ব্রীফশূন্য বারিষ্টার,—পল্লিগ্রামে পড়িয়া থাকিয়া কর্ম্মজুটিত না, সেই জন্য সামান্য বেতনেও চাকরি স্বীকার করিয়াছে। আমি প্রমাণ করিতে পারি যে, পঞ্চাশৎ সহস্র অধিবাসী পূর্ণ কোন ফরাশী সহরে যে সংখ্যা মাজিষ্ট্রেট আছে, সমগ্র ইংল্যাণ্ডে তাহা নাই।

ফ্রান্সে প্রজা-প্রভুত্বের প্রতি লোকের যে রূপ টান সে প্রকার অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে প্রজা-প্রভুত্ব লইয়া এতাধিক যত্ন, এতাধিক টানাটানি, কিন্তু বিচার লইয়া লোকে বড় মতামত প্রকাশ করে না, বিচারককে লোকে মানে না, তাহাদের প্রতি লোকের ভক্তি নাই। আবার অন্যদিকে ফরাশীরা বিচারককে এত ভয় করে ও ইচ্ছা করিয়া তাহার এত তোষামোদ করে যে তদ্রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। ইহাতেই বোধ হয়, যেন সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে দূরে থাকিবার জন্য ফরাশীরা সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত। তাহাদের নিকট প্রজাতন্ত্রের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে, কেবল স্বেচ্ছাচার বা রাজতন্ত্রকে ঘৃণা করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু তাহারাই আবার রাজতন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী মুখে নিন্দা করিয়া কাজে অনুমোদন করে। সামান্য সন্দেহ উপলক্ষ করিয়া

বিচারক ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে সকল লোকের বাটীতে খানাতল্লাসী করিবার বা যে কোন লোক্‌কে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম জারি করিতে পারে, কাহারও নিকট তাহার জবাবদিহি নাই। অপরাপর জাতি মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিন্ন অর্থ। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন দেশের "ইউনাইটেড্‌ষ্টেট" ধরা যাইতে পারে, সে দেশের ব্যবস্থা-পুস্তকে নিম্ন লিখিত দুইটি বিধি প্রকটিত আছে :—

"পৌরজনের বাস-গৃহ, দলিলাদি সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগের স্বত্ব, কখন অন্যায় রূপে অনুসন্ধান বা ক্রোকের ছল করিয়া লঙ্ঘন করা হইবে না, যুক্তিসঙ্গত অনুমান বা প্রমাণ ভিন্ন কাহারও উপর ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে না।'

ইংল্যাণ্ডে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে—'তোমাকে স্বীয় নিরপরাধ প্রমাণ করিতে হইবে।' থানার দারোগা আসামীকে বলিয়া দেয়— "সাবধানে কথাবার্ত্তা বলিও, কারণ তুমি যাহা বলিবে তাহা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গৃহিত হইতে পারে।"

ফ্রান্সে যদি কাহারও উপর ঘড়ি-চুরি দোষারোপ হইল, জজ তাহাকে নিশ্চয় বলিবে—"মুক্তকণ্ঠে দোষ স্বীকার করাই তোমার পক্ষে ভাল' অথবা "তোমার উপর ঘড়ি-চুরি দোষারোপ হইয়াছে, , তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে তুমি নির্দ্দোষী"। ইংল্যাণ্ডে আসামীকে উপদেশ দেওয়া হইবে—"তোমার উপর ঘড়ি-চুরি দোষারোপ হইয়াছে, তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমাদিগকে তোমার দোষ প্রমাণ করিতে হইবে।" এই ত গেল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মোকদ্দমা চালাইবার প্রথা। তা ছাড়া সেখানে জবানবন্দি রূপ জুলুম বা হাজৎ নাই, গুরুতর অপরাধ ভিন্ন

আসামীকে জামিনে খালাস দেওয়া হয়। আসামী, গ্রেপ্তারের পর দিবসই সাধারণ সমক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়। যদি সে মুক্তকণ্ঠে দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট দোষ অস্বীকার করিতে ও স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পরামর্শ দেন। আসামীকে জবানবন্দি দিতে হয় না এবং সে যাহাতে নিজের দোষ স্বীকার না করে তাহাই সাধারণের ইচ্ছা, কারণ তাহা হইলে স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সাক্ষী দ্বারা তাহার দোষ বলবত্তর রূপে প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ব্যতীত এ দেশে সচরাচর লোকে অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হয়,—ইহা তাহাদের একটা রোগ। কোন হত্যাকাণ্ডের সূত্র কিছু দিন অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে, মাতালদের মস্তকে প্রবেশ করে, তাহারাই সে কাজ করিয়াছে। "আমরা এই কাজ করিয়াছি বলিয়া তাহারা থানায় গিয়া ধরা দেয়। তাহাদের কথামত অনুসন্ধান হয় এবং দোষ প্রমাণ না হইয়া তাহারা খালাস পায়।

ব্যারিষ্টার দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। জজ কেবল কার্য্য প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করেন,—তিনি মধ্যস্থ মাত্র। আসামী নিস্তব্ধে ডকে বসিয়া কেবল শুনিতে থাকে। দুর্ভাগা সাক্ষী বাছাবি ব্যারিষ্টারের হাতে পাড়িয়া এক কোয়ার্টার কাল অতি কষ্টে, অতি সন্তর্পণে যাপন করেন।

মোকদ্দমায় আসামীর পূর্ব্বচরিত উল্লেখ নিষেধ; কারণ পূর্ব্ব-চরিত্র মন্দ হইলে জুরিদের মতি বিচলিত হইতে পারে। আসামীর দোষ প্রমাণ হইলে পর, তখন থানার লোক প্রমাণ করিতে অগ্রসর হয় যে, আসামী পূর্ব্বে অনেকবার রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে, তখন জজ আইনের সম্পূর্ণ কঠোরতা তৎপ্রতি

প্রয়োগ করেন। সাক্ষী সম্বন্ধেও একটা বক্তব্য আছে, তাহাদের সাক্ষ্য যে বিশ্বাস যোগ্য নহে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়, অতি অসংলগ্ন উদ্ভট প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। সাক্ষীদের কি দুর্ভোগ। তাহাদের জীবন-গ্রন্থের এমন এক খানি পাতা নাই, যাহা তাহারা গোপন করিতে পারে। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—"তুমি যে পুরুষের সহিত ঘর দুয়ার করিতেছ, তাহার সহিত কি তোমার পরিণয় হইয়াছে?" "তুমি সুরা পানে রত, তাহা কি যথার্থ কথা নহে?" এ সকল প্রশ্নের উত্তর তাহাকে দিতেই হইবে। কেহ কেহ ইহাতে চটিয়া উঠেন, তখন দর্শক-বৃন্দেরা বড় মজা পায়।

"প্রতিভার দীপশিখাবৎ ব্যারিষ্টারপুঞ্জ হইতে ইংরেজ জজ মনোনীত করে। তাহাদের পুরস্কার প্রভৃত, তাহাদিগকে পদচ্যুত (Immovable) করিবার যো নাই, জজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষণের এই দুই প্রধান অঙ্গ। জনবুল ভৃত্যবর্গকে যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দেয়, কিন্তু তদনুরূপ সেবা পাইতেও আশা করে।

ফরাসী-বিপ্লবের সময় হইতে প্রায় শত বৎসর হইল ফ্রান্সে স্বাধীনতার নবযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময় হইতে, ঈশ্বর জানেন, ফ্রান্সে কত শাসন-প্রণালী, কত ব্যবস্থা-প্রণালী,—সকল ব্যবস্থা-প্রণালী অবশ্য অপরিবর্তনীয় এবং চিরস্থায়ী—প্রবর্তিত হইল। যখন আমরা সেই স্বাধীনতার বিষয় ভাবি,—যে স্বাধীনতা কত কত বিপ্লবের রুধির-ধারা দ্বারা আমরা ক্রয় করিয়াছি—তখন একটী কথা মনে হইয়া আমরা বিস্মিত হই। তিনটী রাজতন্ত্র, দুইটী সম্রাটতন্ত্র ও দুইটী সাধারণ তন্ত্রের পরেও, অষ্টমাব্দের বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালীর ৭৫ ধারা আজিও বাহাল।'

সকলেই অবগত আছেন "সেই ধারার মর্ম্ম এই:—

মন্ত্রী ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অপরাপর সকল কর্ম্মচারীর নামে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন সংক্রান্ত অভিযোগ উপস্থিত হইলে, রাজ-সভার বিশেষ নিষ্পত্তি অনুসারে সাধারণ বিচারালয়ে সেই মোকদ্দমার শুনানি হইবে।"

অষ্টমাব্দের শাসন-প্রণালীর ৭৫ ধারা, সেই শতাব্দীর অতি নৃশংস-গতি হইতে জন্ম গ্রহণ করে। প্রথম কনসল্ যখন ধীরে ধীরে দেশের স্বাধীনতার সমাধি ক্রিয়া সম্পাদনে সমুদ্যত, তখন তিনি এই ধারা সঙ্কেতে উল্লেখ করেন।

প্রথম সম্রাট-তন্ত্রের পর যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যথেচ্ছাচারিতা সমর্থক, সেই অমূল্য ধারা বিশেষ সাবধানের সহিত বাহাল রাখে। মহাবিপ্লবের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্ম-চারীর কার্য্যাকার্য্য, যথেচ্ছাচারিতা ও অরাজকতা, সেই ধারা দ্বারা সমর্থন করিত। সেই ধারা এখনও ব্যবস্থা-পুস্তক কলঙ্কিত করিতেছে।

কাজে কাজেই রাজ-সভার নিষ্পত্তি ব্যতিত কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ইহা কি বিচার কার্য্যের সম্পূর্ণ প্রহসন নহে? কার্য্য-নির্ব্বাহ ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্কেতে কি এই রাজ-সভার জন্ম নহে? ইহা কি তাহার শাখা প্রশাখা নহে?

ইংল্যাণ্ডে যদি কোন কনষ্টেবল তোমাকে অপমান বা স্পর্শ করে, তুমি তখনি তাহাকে গলায় কাপড় দিয়া পুলিশের জেম্মায় দাও। পর দিবস আদালতে হাজির হইয়া তুমি যদি মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে পার, কনষ্টেবলের তখনই দণ্ড হয়। ইংরেজ কনষ্টেবলের যদিও কেবল এক বেটন সম্বল, তথাপি

যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ফরাশী কনষ্টেবল হইতে তাহার অধিক সম্মান।

ইংল্যাণ্ডে সে দিন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। দুই ঘোঁড়সওয়ার কনষ্টেবল একটা লোক্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। সেই লোকটা যাইতে অস্বীকার হওয়ায়, একজন কনষ্টেবল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে জীনে বাঁধিল। সেই গরীব বাছারি ঘোড়ার সহিত সমবেগে যাইতে না পারায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রায় ৩০ হাত রাস্তার উপর দিয়া ঘেঁসড়াইয়া যায়। দর্শকবৃন্দ মহাক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত কনষ্টেবল দ্বয়ের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে পুলিশের হস্তে সমর্পন করিল। বিচার হইয়া তাহাদের প্রতি ৭ বৎসর করিয়া শ্রীঘর-বাস আজ্ঞা হইল।

ইংরেজ তুচ্ছ-বিষয়েও আন্দোলন প্রিয়, ইহা তাহাদের জাতীয় শোণিতে প্রধাবিত। কিন্তু এই রুচি ব্যয়সাধ্য। ইংরেজের দেশে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচাব সত্বর সম্পাদিত হয়; কিন্তু দেওয়ানি মোকদ্দমাব অতি মন্দ গতি ও তাহা অতি ব্যয়সাধ্য। অতি সামান্ত ব্যারিষ্টারও ২০০ টাকার কমে পাগড়ি মাথায় তুলেন না। কুইনের কাউন্‌সেল অর্থাৎ বড ব্যারিষ্টারেরা যে বেতন চাহিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ব্যবস্থা-বিষয়ে দশকর্ম্মান্বিত সলিসিটার (অ্যাটর্নি) ফরাশী দেশে মোক্তার ও নাজিরের কার্য্য করে, পুলিশ-কোর্টেও বক্তৃতা করিতে পারে। তাহারা খরচার যে বিল প্রস্তুত করে, তাহাতে বড় নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যায়। নমুনা স্বরূপ একটা বিল দিয়ে দিতেছি: –

		শিলিং	পেনী।
(১) পত্র প্রাপ্তি ও পাঠ	.. ...	৩	৬
(২) উত্তর লেখা	.. .	৩	৬
(৩) গাড়ী ভাড়া	. ..	৫	০
(৪) গাড়ীতে বসিয়া তোমার বিষয় ভাবনা	...	৩	৬
(৫) তোমার কথা শ্রবণ	.. .	৩	৬
(৬) তাহার উত্তর দান	.. ..	৬	৬
(৭) তোমার শ্বশুরের সহিত সাক্ষ্যাৎ ও তোমার বিষয় কথোপকথন	. .	৩	৬

মোকদ্দমার বিষয় স্বপ্ন দেখিবার জন্য কি জানি মোক্তার কত বিল করেন? এই প্রকারে সাক্ষাৎ করা, চিন্তা করা প্রভৃতি প্রতি দফায় ৩ শিলিং ৬ পেনী হিসাবে পাঁচ সাত পাতা পূর্ণ। জজ ও বারিষ্টার আজিও চিরানুগত পাউডার-মাখান বেণীযুক্ত পাগড়ী ব্যবহার করেন।

ইংরেজ পুরাতন কীর্ত্তি, পুরাতন দুর্গ ও কাল-বৃদ্ধ আচারের পক্ষপাতী। ফরাশী জাতি এ বিষয়ে বর্ব্বর। শত বর্ষ পূর্ব্বে লণ্ডন টাওয়ার যে প্রকার ছিল, আজিও তাহা তুমি ঠিক সেই প্রকার দেখিবে। যে সকল লোক টাওয়ার মধ্যস্থিত কারাগার দর্শন করিতে গমন করে, তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে কালে মনুষ্য জাতির কত উন্নতি হইয়াছে। ফ্রান্সে বিখ্যাত বাস্তী ও ভাঁসাঁ কারাগারের চিহ্নমাত্র নাই। ফরাশী রাজ-পথের নাম পর্য্যন্ত প্রতি মন্ত্রীদলের বাজত্ব অবসানের সহিত পরিবর্ত্তন হয়। কি ভ্রম। আমার বিশ্বাস যে যদি ফ্রান্সের প্রত্যেক নগরে এক একটা ওয়াটার্লু চতুর্ব্বেড় ও সিডান ষ্ট্রীট থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্ব-স্মৃতি অনেক কালের জন্য তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত।

জন্‌বুল যে সংখ্যক নরহত্যাকারীর প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দেয়, সমগ্র

ইউরোপীয় রাজ্য একত্র হইয়া তত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেয় না। জন্ নরহত্যার বিচারে দোষ-লাঘবকারী আনুসঙ্গিক বিষয় গ্রাহ্য করে না। কেহ ক্রোধ বা ঈর্ষাবশত নরহত্যা করিল এবং কেহ বহু পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া অতিশয় নিচ লালসা পরিতৃপ্তির জন্ত নরহত্যা করিল, ইংরেজ আইন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ করে না।

ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ টকৃভী বলেন—"ইউনাইটেড্ ষ্টেট" (মার্কিন দেশ) পরিদর্শনের সময় দেখি, এক স্থানে কোন ব্যক্তি সাধারণের শান্তি-হানিকর অপরাধ করায়, সেই অপ-রাধীকে বিচারাধীনে আনিবার জন্য দেশের লোক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সভা সংগঠিত করে।" দেখিতে শুনিতে ইহা মন্দ নহে, কিন্ত অব্যবসায়ী-গোয়েন্দাগিরি বড় কদর্য্য ব্যাপার। নরহত্যাকারী মনুষ্য জাতির শত্রু, মনুষ্য জাতি মিলিত হইয়া তাহাকে বিচারাধীনে আনিতে পারে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি নরহত্যাকারীকে অনুসন্ধান করিয়া গ্রেপ্তার করি-বার জন্য ও বিচারাধীনে আনিয়া ফাঁসী দেওয়াইবার জন্য, একদল বেতন-ভোগী লোক নিয়মিত রূপে নিযুক্ত আছে জানিলে, আমরা বেশী সন্তুষ্ট হই না?

ইংল্যাণ্ডে হত্যাকারীর অনুসন্ধান না হইলে, পুলিশ নগরের প্রাচীরে প্রাচীরে ইস্তাহার নট্‌কাইয়া দেয় যে, যে ব্যক্তি অপরা-ধীকে গ্রেপ্তারও তাহার অপরাধ প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে (যে যেমন অপরাধ তজ্জন্য) ১০০০ হইতে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এ উপায়ে প্রায়ই ফল পাওয়া যায়, বিশেষ আয়ার্ল্যাণ্ডের ফেনিয়ান দের মধ্যে। যে প্রধান অপরাধী, সেই প্রায় গোয়েন্দা হইয়া সঙ্গীদের নাম প্রকাশ

করিয়া দিয়া নিজে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের হত্যাকাণ্ড-ইতিহাসে গোয়েন্দারা বরাবর প্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে।

ইংরেজ বলে, ফাঁসীতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইয়া থাকে এবং কোন যাতনা নাই। এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ফাঁসীর রজ্জু অনেক সময় ছিঁড়িয়া পড়ে এবং প্রসিদ্ধ জল্লাদ মারউড্‌কেও কেও ফাঁসী দিবার সময় দুই একবার আনাড়ীর মত কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহার অভিজ্ঞতাব অভাব ছিল না। কিন্তু এত দিনে রজ্জুর শক্তি জানা তাহাব উচিত ছিল।

ফাঁসী সম্বন্ধে একটা রহস্য এই খানে বলিয়া রাখি। পারস্য রাজ্যের শাহা ১৮৭৩ সালে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করিতে গমন করেন। সেই সময় তিনি ইংবেজরা কি প্রকারে নরহত্যা-কারীর প্রাণদণ্ড করে, দেখিতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব-দেশীয় রাজা রাজড়ারা চিবকালই ইহাতে আমোদ সম্ভোগ করেন। পারিষদ-বর্গ সহ তিনি এক দিন নিউগেট নামক ফাঁসী দিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। ফাঁসীতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় শুনিয়া তিনি বড় আশাভঙ্গ হইলেন, হত্যাকারী কিছুক্ষণ ধরিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে কষ্ট না পাইলে ফাঁসী দেখিয়া কি আরাম হইল।।।

যাহা হউক ফাঁসীর কার্য্য প্রণালী দেখিবার জন্য তিনি কারা-গারের দারোগাকে বলিলেন, আমার সম্মুখে কোন অপরাধীকে ফাঁসী দাও। ফাঁসীর উপযুক্ত অপরাধী কারাগাবে নাই শুনিয়া বাদশাহ রাগিয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তাহাতে আপত্তি নাই, আমার পারিষদবর্গ হইতে আমি এক জন লোক দিতেছি।" লণ্ডনের লোক এখনও বাদ্‌শাহের সেই নিশংস বাক্য ভুলে নাই।